হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)

বিস্তারিত জীবনী



পীরজাদা মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ)

—ঃ সূচী পত্র ঃ—

ভূমিকা

كل نفس ذائقة الموت

কুল্লো নাফছিন্ জায়েকাতুল মাউত।

প্রত্যেক জীবেরই মওতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। পীর, গওছ, কোতব যে কোন মনুষ্য হউক না কেন, একদিন এ দুনিয়া ছাড়িয়া যাইতেই হইবে। তবে আমরা শোক করি কেন? আমাদের সম্মুখ হইতে যখন তিনি অলক্ষ্যে চলিয়া যান, তখন মনে হয়, আমাদের প্রিয়বস্তুকে হারাইয়াছি। এই ব্যথা আমরা চিরদিনই অনুভব করিতে থাকিবে।

লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়, শরীর শিহরিয়া ওঠে, হৃদয় শোকে জর্জ্জরিত হয়। আজ হইতে দিনের হাদি মোরশেদেনা পীর হস্তগীরা বাংলা ও আসামের একচ্ছত্র দীনের আলেমের মুকুটমনি, জনাব মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব ৬৩ বৎসব বয়সে কলিকাতা জননায়ক এ, কে, ফজলুল হক ছাহেবের ঝাউতলার বাটীত শোথ (ফুলা) রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৩৫২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার ফজরের নামাজ (আওয়াল ওয়াক্তে) পড়িয়া কলেমা শরিফ পড়িতে পড়িতে স্বজ্ঞানে এন্তেকাল করিয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন"

হুজুর-কেবলাহ-চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বাহ্য দৃষ্টির বাহিরে একঅজানা দেশের 'মোকিম' আজ তিনি, কিন্তু তিনি পশ্চাতে যে বিপুল আদর্শ, দীর্ঘ জীবনের গৌরব-ইতিহাস রাশি রাশি কেতাবে, মাদ্রাছা, ঈছালে ছওয়াব রাখিয়া গিয়াছেন, যুগের মানুষ তাহা কোন দিনই ভুলিতে পারিবেনা। একটি কথায় বলে "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না।

বিংশ শতাব্দির শুরু হইতে মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্ষনজন্মা সাধক পুরুষ এই বঙ্গ দেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে হুজুর কেবলাই (রহঃ) একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই ভাগ্যবান পুরুষটির বিদ্যা ও প্রতিভা সম্মন্ধে বঙ্গ ও আসাম তথা সুদুর আরব পর্য্যন্ত সকলেই পরিচিত। তাঁহার গুণ গরিমা, সরলতা ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। বঙ্গ ও আসামের জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাঁহার নাম যে কত যুগ যুগান্তর ব্যপী উচ্চারণ হইতে থাকিবে, তাহা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া আর কেহই জানেন না। একদিকে তিনি যেমন ছিলন জবরদস্ত আলেম, ওয়ায়েজ ও সূক্ষতত্ত্ববিদ, মহা পণ্ডিত, অন্য দিকে তেমনি আবার সুলেখক, তার্কিক ও শ্রেষ্ঠ মোবাল্লেগ, উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন মনীষী ও সাধক প্রবর এবং ওলিয়ে কামেল ও হাদিয়ে জামান। কেবল তাহাই নহে, খোদাওয়ান্দ করিম তাঁহাকে মোজাদ্দেদিয়াতের মুকুট পরাইয়া 'মোজাদ্দেদ' শ্রেণীভুক্ত করিয়াও রাখিয়াছিলেন।

তাঁহার ওয়াজ শিক্ষাসমূহ পাঠ করিয়া কত মুনশী, মৌলবী হইতেছেন, তাঁহার তাবিজাত সমূহ পাঠ করিয়া কত লোকে শেরকী মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কত দেশের উপকার করিতেছেন। এই সমস্ত মনে হইলে, তাঁহার বিরাট স্মৃতির কথা মনে উদয় হইয়া আত্মহারা হইতে হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে মহাপুরুষের যশোকীর্ত্তি আকাশে - বাতাসে ধ্বনিত হইয়াছে, সামান্য কয়েক পৃষ্টায় তাঁহার পরিচয় দিতে যাওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাঁহার কীর্ত্তি - কাহিনী লইয়া যতই দফতরের পর দফতর রচনা করি না কেন, ইহা 'গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ' এর তুল্যই বিবেচিত হইবে।

সংসারের কর্ম্ম কোলাহল আধ্যাত্মিক পথে প্রতিকূল

আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে পারে না, হুজুর কেবলাহ দীর্ঘ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এক বিবি, এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি চিরদিনই বেদয়াতী, শেরেকী, মজহাব বিদ্বেষী, শিয়া, খারেজীদের বিরুদ্ধে কেতাব লিখিয়া তাহাদের মতের খণ্ডন করিয়াছিলেন, এমন কি বহু বাহাছের সভায় তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অজ্ঞ লোকের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বহু বাহাছ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কোটচাঁদপুরের বাহাছ, নবাবপুরের বাহাছ, মোয়াজ্জমপুরের বাহাছ, কালিগঞ্জের বাহাছ, সিরাজগঞ্জের বাহাছ, বশিরহাটের বাহাছ, মাইজ ভাণ্ডারী বাহাছ, কালনাজাবারী পাড়ার বাহাছ, হাজিগঞ্জের বাহাছ, মেঘার আইটের বাহাছ, বাগেরহাটের বাহাছ, ঝাউ ডাঙ্গার বাহাছ, জাম তৈলের বাহাছ, কিশোর গঞ্জের বাহাছ, রংপুরের বাহাছ, বাজিত পুরের বাহাছ, গোবিন্দপুরের বাহাছ, ত্রি পুরার খোন্দ কারের বাহাছ, হাসনাবাদের বাহাছ, ইহা ব্যতীত অনেক ছোট ছোট বাহাছে তিনি বিপক্ষ দলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। বেদয়াতী ও মজহাব বিদ্বেষীগণ তাঁহার নাম শুনিলে, একেবারেই পলায়ন করিতেন, বেদয়াত ধ্বংস করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

ধরনীর দ্বারে ধূলার মানুষ আমরা, বোজর্গানে দীনের আদর্শ পথ আমাদের গন্তব্য, তাঁহাদের অমর শিক্ষা-দিক্ষা আমাদের শেষ দিনের সম্বল। হুজুর কেবলার প্রায় ৪০ বৎসর ব্যাপী সাধনা, শিক্ষা ও আদর্শ বঙ্গীয় মোছলমানের ঘরে ঘরে প্রাণে প্রাণে ধর্ম্মে ও কর্ম্মের স্বর্গীয় প্রেরণা জাগাইয়া রাখুক, তাঁহার জীবনী আমাদের আদর্শ হউক – কাজিওল – হাজাতের, দরবারে ইহাই আমাদের কামনা।

জ্ঞানী শূন্য দেশে, আমি হব কিসে জ্ঞানী শিরোমণি,

জ্ঞানে গুণে যিনি, অমৃতের খনি, বশিরহাটে শায়িত তিনি এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

ইতি —

বিনীত —

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা। মোহাম্মদ আব্দুল, মাজেদ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على
رسوله سيدنا محمد و آله و اصحبه اجمعين

হজরত পীর আল্লামা রুহুল আমিন ছাহেব (রঃ) এর বাল্য জীবনী

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মহকুমার অর্ন্তগত টাকী নারায়ণপুর গ্রামে বাংলা সন ১২৮৯ সনে বাংলার অদ্বীতীয় আলেম শাহসুফী আলহাজ্জ ছুলতানুল ওয়ায়েজিন মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রঃ) ছাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্সী দবীরুদ্দিন ছাহেব। তিনি অতি অল্প বয়সেই কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় অসাধারাণ কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন, তৎপর হাদিছ, তফছীর, ফেক্‌াহ আকায়েদ, তাওয়ারিখ ইত্যাদি জ্ঞানলাভ হেতু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সহস্র টাকার কেতাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অপূর্ব্ব বাগ্মীতা, অকাট্য যুক্তিতর্ক বাহাছ মোবাহেছার আশ্চার্য ক্ষমতা ও লেখনী শক্তি এত অধিক ছিল যে, ঐরূপ বিভিন্ন গুণ ও প্রতিভাস্পন্ন অলেম বাংলায় ২/৩ শত বৎসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই তাঁহার চরিত্রের মধুরতা, স্বভাবের নম্রতা, আড়ম্বরহীন জীবন

যাপন, ফকির এখতিয়ার এবং বিরামহীন কর্ম্মক্ষমতা অত্যন্ত দুর্লভ।

তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বিশ্রাম বিহীন অক্লান্তভাবে ইছলাম ও মুছলমানের খেদমত করিয়া গিয়াছেন। হাদীছ তফছীর, ফেক্‌হা, মছলা মাছায়েল বিষয়ক এবং বিভিন্ন বেদাতী ও গোমরাহ দলের প্রতিবাদে তিনি অনুন্য দেড়শত কেতাব লিখিয়া মুছলমান সমাজের জন্য এক বিরাট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তাক্‌ওয়া পরহেজগারী এবাদাত বন্দেগী এবং ছুন্নতের তাবেদারী এই জামানার জন্য একান্তই আদর্শ। তিনি হানাফী, শরিয়ত ও ছুন্নতুলজামায়াত, মোসলেম পত্রিকা সমূহের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার ওয়াজ নছিহতে বাংলা আসামের লক্ষ লক্ষ মুছলমান ইসলামী প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার সুমধুর প্রাণ মাতান ওয়াজ শুনিবার জন্য তাঁহার সভায় দুরদূরান্তর হইতে হাজার হাজার মুছলমান পতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া আসিত। তাঁহার হাদিসের সুমধুর উচ্চারণ শুনিবার জন্য বাংলা আসামের আলেমগণ সর্ব্বদা কান পাতিয়া থাকিতেন। কাদীয়ানী, শিয়া, ওহাবী বেদাতী, নেছারী প্রভৃতি গোমরাহদল তাঁহার আতঙ্কে সর্ব্বদা সন্ত্রাসিত থাকিত। সেই অলিয়ে-কামেল এর বাল্য জীবন, পাঠ্য জীবন এবং অধ্যায়ন জীবন ইত্যাদি এই গ্রন্থে প্রাপ্ত হইবেন।

হজরত মাওলানা ছাহেব ফুরফুরার আলাহজরত পীর ছাহেব (রঃ) এর প্রধান এবং প্রিয় খলিফা ছিলেন। বিগত ২রা নভেম্বর ১৯৪৫ সাল বাংলা ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৫২ সাল বাদ ফজর সেই অলিয়ে কামেল এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। ফজরের নামাজ বাদ সুফী ছাহেবানদিগকে লইয়া তিনি অজিফায় থাকেন। তৎপর চাদর মুড়ি দিয়া পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিতে করিতে অন্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাঁহার রুহ মোবারক দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। কিছু সময় পরে উপস্থিত লোকদিগের সন্দেহ হওয়ায় চাদর উঠাইয়া দেখিতে পায় যে, তাঁহার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

শুক্রবার বেলা ১১টার সময় কলিকাতা পার্কসার্কাস ময়দানে কলিকাতার বিশিষ্ট লোকজনসহ এক বিরাট জামাতে তাঁহার জানাজা সুসম্পন্ন হয়। ফুরফুররার মধ্যমপীরজাদা এমামতি করেন। অতঃপর লাশ মোবারক বশিরহাটে আনিত হয়। জনাব মাওলানা ছাহেবের এন্তেকালের সংবাদ বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বশিরহাটের স্কুল, মাদ্রাসা দোকানপাঠ বন্ধ হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার জানাজায় শরিক হইবার জন্য ছুটিয়া আসে, শনিবার বৈকালে এক বিরাট জমাতে তাঁহার তৃতীয়বার জানাজা পাঠ করিবার পর তাঁহার বর্ত্তমান বশিরহাট বাটীর পশ্চিমদিক সংলগ্ন গোরস্থানে তাঁহার লাশ মোবারক দফন করা হয়। এই জানাজায় পঁচিশ ত্রিশ সহস্রেরও অধিক লোক শরিক হইয়াছিল এবং তাঁহার সুযোগ্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমামত করেন।

এই টাকীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে, সৈয়দপুর দেশ বিখ্যাত সুবক্তা প্রবীন ওয়াএজ মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেবের জন্মভুমি, ইনি বশিরহাট ও সাতক্ষীরার অনেক স্থানকে হেঁদাএতে পূর্ণ করিয়াছিলেন, দেশের শেরক, বেদয়াত তাঁহার যত্নে একেবারে দুরীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি কলিকাতার গোলতালাবে প্রত্যেক শুক্রবারে ওয়াজ করিতেন, তাঁহার সুমিষ্ট ওয়াজ শ্রবণের জন্য বহু লোকের সমাগম হইত, তিনিই সমাজের মধ্যে ইসলামি শাসন প্রচলন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মজার শরিফ বেলিয়াঘাটার খোদাগঞ্জ নামক স্থানে নিজ মছজেদের নিকট বিদ্যমান আছে। তিনি এলমে জাহিরির পারদর্শী আলেম ছিলেন, ইহার প্রমান তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী (কেতাবখানা) যাহা বেলিয়াঘাটার চিংড়িঘাটায় বর্ত্তমান থাকিয়া স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে কেবল এলমে জাহিরির পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে, বরং তিনি এলমে তরিকত ও মারেফাতে ওলিয়ে কামেল ছিলেন। উক্ত শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের মুখে শ্রবণ

করিয়াছি, তিনি এক দিবস উপরোক্ত মাওলানা সাহেবের কবর শরিফের নিকট দাঁড়াইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া জেয়ারত করিতে ছিলেন, এমতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, যেন পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে, ইহতে তিনি তাহার ওলিয়ে কামেল হওয়ার প্রমাণ পাইলেন। তিনি দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, দেশের স্ত্রীর পক্ষ হইতে মুন্সী গোলাম বারী, মুন্সী কারামত আলি ও মুন্সী মোবারক আলি এই তিন পুত্র ও কয়েকটি কন্যা রাখিয়া যান। তিনি বর্দ্ধমানের কুশুম গ্রামের শরিফ মাওলানা এছমাইল ছাহেব যিনি কলিকাতা তাঁতি বাগানের বাসিন্দা হইয়া ছিলেন। তাঁহার ভগ্নীর সহিত নেকাহ করেন, সেই পক্ষের কেবল একটি কন্যা রাখিয়া যান। এই মাওলানা ছাহেব মাতুল মো'মেনিন ও আইনায় আশেকিন ফি হাক্কে ছাদেকিন এই দুই খানা উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যান।

তিনি খোদাগঞ্জ মছজেদের জন্য কিছু জমি অকৃফ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া নামক স্থানে একবার হানাফী ও মোহাম্মদীদিগের মধ্যে যে তর্ক সভা হয়, ইহাতে তিনি প্রধান তার্কিক ছিলেন, এই তর্কে মোহাম্মদী দল পরাস্ত হইয়া যান, এই বাহাছ বিবরণ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুবিজ্ঞ ছিলেন, অনেক সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত প্রতিমা পূজা ইত্যাদি লইয়া তর্ক করিতেন।

কখন পাদ্রীদের সহিত বাহাছ করিতেন, তিনি অল্প বয়সের মধ্যে পৃষ্টব্রণ রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় এন্তেকাল করেন। তাঁহার এন্তেকালে দেশে শোকের উচ্ছাস বহিয়া যায়, যিনি একবার তাঁহার ওয়াজ শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি জীবনে সেই মধুমাখা বাণীর কথা ভুলিতে পারেন নাই, দেশে এমন লোক ছিল না যে, তাঁহার এন্তেকালের কথা শুনিয়া আহা শব্দ উচ্চারণ না করিয়াছে।

তাঁহার শেষ পীড়ার সময় লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনার পরে আমাদের দেশের ও সমাজের কি উপায় হইবে?

তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা নিরাশ হইও না আমি খোদার নিকট দোয়া করিয়াছি, যেন তিনি আমাদের খান্দানে আলেম কামেল পয়দা করেন, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, আমাদের সমাজ উজ্জ্বলকারী আলেমগণ ধরাধামে আগমন করিবেন। শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেব বলেন, "আমিই তাঁহার নেক দোয়ার প্রথম ফল স্বরূপ"

শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেব কোন্ সনে ভূমিষ্ট হন, তাঁহার সঠিক সংবাদ তিনি দিতে পারেন নাই, তবে তিনি অনুমান করিয়া বলেন যে, বাংলা ১৩০৪ সনে বঙ্গ দেশে যে বড় ভূমিকম্প হয়, সেই সময় তাঁহার বয়স ১৩ কিম্বা ১৪ বৎসর ছিল, ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি ১২৮৯ কিম্বা ৯০ সনে পয়দা হইয়াছিলেন। তাঁহার ওয়ালেদের নাম মরহুম মুন্সী দবিরুদ্দিন গাজী। তাঁহার বংশ গত উপাধী গাজী ও তাঁহার পরম আত্মীয়গণের উপাধী খাঁ, ইহাতেই অনুমিত হয়, তাঁহার উত্তর পশ্চিম দেশীয় পাঠানগণের বংশদ্ভূত, যাঁহারা বঙ্গ বিজয় করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন। ইনি অল্প-অল্প আরবী জানিতেন, বাংলা ভাষা লিখিতে পড়িতে পারিতেন, ইনি অতি পরহেজগার শরিয়তের পায়বন্ধ ছিলেন, নামাজ রোজায় তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, বিচার বুদ্ধিতে অতি বিচক্ষণ ছিলেন তাঁহার ভয়ে গ্রামের লোকেরা কোন অসৎ কার্য্য করিতে সাহসী হইত না। তিনি খোদার উপর নির্ভর করিয়া শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেবকে মাদ্রাসায় পাঠান, তিনি প্রায় সাড়ে তেরশত টাকা তাঁহার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন, আশা করা যায়, এজন্য তিনি বড় জেহাদের নেকী সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনুমান ৭৫/৭৬ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা কালে তিনি অচৈতন্যাবস্থায় অনবরত

নামাজের একামত পড়িতে ও কর্ণে হাত দিতেছিলেন, মাওলানা ছাহেবের মাতার নাম রহিমা খাতুন, তাঁহার নানার নাম মানিক খাঁ, ইনি টাকীর নিকট ছোলাদানা গ্রামে বাস করিতেন। ইনি কলিকাতা চিংড়ীঘাটা নামক স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। তিনি পীড়ীত অবস্থায় নৌকা যোগে টাকী নারায়ণপুরে উপস্থিত হইয়া, মাত্র দুইটি কন্যা রাখিয়া কিছুকাল পরে এন্তেকাল করেন। তাঁহার মাজার তথায় আছে। ইনি অত্যন্ত পরহেজগার নামাজী ছিলেন, মাওলানা ছাহেবের মাতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থাতে পিতৃ মাতৃহীনা হইয়া তাঁহার মামু মোহাম্মদ রওশন গাজী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। রওশন গাজী তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। মাওলানা ছাহেবের মাতা অতি পর্দ্দানশিন পরহেজগার শরিয়তের পায়বন্দ ছিলেন, তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। মাওলানা ছাহেবেরে ভ্রাতা মাওলানা রুহল কুদ্দুছ ছাহেব ও দুইটি কন্যা এখনও জীবিত আছেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার দরজা উচ্চ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেব কোন বিপদের সন্মুখীন হইলে স্বপ্নযোগে তাঁহার পিতাকে অনেকবার দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন, একবার তিনি বিদেশে উরুস্তম্ভ রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্থির হইয়া পড়েন, লোকে এই ফোড়াটি বড় কঠিন বলিয়া প্রকাশ করিলেন, যে রাত্রে তিনি রংপুরের ভুতছাড়া ষ্টেশনে যন্ত্রনায় অত্যন্ত কষ্ঠ ভোগ করিতেছিলেন, সেই রাত্রে তিনি নিজের ওয়ালেদ মরহুম, খালু মরহুম ও বোহনাই মরহুমকে সান্তনা দিতে দেখেন। এবং ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কেবলাকে দেখেন, যেন তিনি পাল্কীর উপর আরোহণ করিয়া তথায় তশরীফ আনিয়া দোয়া করিতেছেন।

যখন টাকী নারায়ণপুরের ইছামতী নদী ভাঙ্গিয়া শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের বাটির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তিনি

কোথায় জমি ক্রয় করিবেন, এজন্য বিব্রত হইতেছিলেন, এক রাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন যে, পাকা সিঁড়ি ফাঁড়িয়া পতনোন্মুখ হইয়াছে, এমাতবস্থায় তাঁহার ওয়ালেদ মরহুম ও বোহনাই মরহুমকে স্বপ্নে দেখিলেন। মাওলানা ছাহেব বলিলেন। "হুজুর নদী ভাঙ্গি তেছে, এখন কি বশিরহাটে বাসস্থান স্থির করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ বাবা তাহাই কর।

শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেব ১১ বৎসর বয়সে বাংলা পড়িতে আরম্ভ করেন, দুই এক বৎসরের মধ্যে বাংলা অনেক পুস্তক পড়িয়া শেষ করে, ত্রয়োদশ বৎসরে সৈয়দপুর মক্তবে বশিরহাটের মুন্সী মীর আব্দুল খালেক মরহুম সাহেবের নিকট কোরআন শরীফ ও পাঞ্জেগানা শেষ করেন। উপরোক্ত মাওলানা আবদুর রহমান ছাহেব তাঁহাকে কোরআন শরিফ শুরু করাইয়া দিয়া দোয়া করেন। মুন্সী মীর আবদুল খালেক ছাহেব অতিশয় পরহেজগার ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন, তিনি এন্তেকালের সময় মাওলানা ছাহেবকে দেখার জন্য আকুল আকাঙ্কা প্রকাশ করেন, কিন্তু কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে তিনি ছুটি না পাওয়ার জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, এই হেতু তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। খোদা তাঁহাকে উচ্চ দরজা দান করুন। চতুর্দ্দশ বৎসরে তাঁহার পরম আত্মীয় বশিরহাটের দানবীর মরহুম গোপাল খাঁ ছাহেব শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেবকে অত্যন্ত মেধাবী ও স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন দেখিয়া নিজের বাটীতে আনয়ন করিয়া শিক্ষা প্রদনের ব্যবস্থা করেন। তিনি বশিরহাটের সদর পথের ধারে একটি তিন গুম্বজ বিশিষ্ট সুন্দর মছজেদ নির্ম্মান করিয়া গিয়াছেন, এই মছজেদের জন্য এমাম স্থির করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানে শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেবকে রাখিয়া দেন, খোদার মর্জ্জি অল্প দিবসের মধ্যে তিনি কয়েকজন মোতাওয়াল্লি স্থির করিয়া এন্তেকাল করেন। তিনি যে বাংলার এহেন রত্নের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য

আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও দোয়া না দিয়া থাকিতে পারি না। খোদা তাঁহাকে বেহেশ্‌তে উচ্চ দরজা দান করুন।

মাওলানা ছাহেব তখন বশিরহাটের হাইস্কুলের হেড মৌলবী জনাব মৌলবী ওয়াজেদ আলি মরহুম ছাহেবের নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন, এক বৎসরের মধ্যে তিনি গোলেস্তা শেষ পর্য্যন্ত, বোঁস্তার অনেকাংশ, এনশাএ-মতলুব শেষ করিয়া নিজান মোনশায়েবের কিছু অংশ পাঠ করা কালে উক্ত মৌলবী ছাহেব এন্তেকাল করেন —

খোদা তাঁহাকে ইল্লিনে স্থান দিন। তিনি শ্রীহট্টবাসী হইলেও বশিরহাটে চকুরী করিতেন, বারাসাত মহকুমার এলাকাধীন ভাসলিয়া গ্রামে তিনি শরিফদের কন্যা বিবাহ করেন্ তাঁহার পুত্র মৌলবী মোহাম্মদ আলি ছাহেব বশিরহাট কোর্টের উদীয়মান উকিল ছিলেন, তিনি অল্প বয়সে দুই পুত্র রাখিয়া এন্তেকাল করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরকালের নাজাত কামনা করি।

বশিরহাটের উক্ত মছজেদের এমাম সুফি আবদুস সাফি ছাহেব যখন দেখিলেন যে, হেড মৌলবী ছাহেবের মৃত্যুতে মাওলানা ছাহেবের লেখা পড়া বন্ধ হইয়া যায়, তখন তিনি টাকী নারায়ণপুরে যাইয়া তাঁহার ওয়ালেদ নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, আমি আপনার পুত্রকে কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার পড়াইবার জন্য লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। তাঁহার ওয়ালেদ ছাহেবের বলিলেন, আমি এত টাকা কিরূপে সংগ্রহ করিব? সুফি ছাহেব বলিলেন, আপনি খোদার উপর ভরসা করিয়া মাসে মাসে ১০টি করিয়া টাকা দিবেন। তিনি তাহাই করিলেন, আল্লাহর মর্জ্জিতে তাঁহার ব্যবসায়ে এত লাভ হইতে লাগিল যে, মাওলানা ছাহেবের কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য ও চারি জমাত পড়ার জন্য তিনি প্রায় ১৩৫০ টাকা ব্যয় করিতে ,সক্ষম হইয়াছিলেন। বশিরহাটের সুফি ছাহেবের একজন পুর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদশার নিয়োজিত কাজিওল কোজ্জাত (জজ) ছিলেন, ইহার তাম্র লিখিত ছনদও পাওয়া যায়।

তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের অনেক লোক অলিয়ে-কামেল ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা দিল্লী হইতে হেদাএত উদ্দেশ্যে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন মউতলা গ্রামে প্রেরিত হন, তথা হইতে তাঁহারা বশিরহাটে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মান করেন, তাঁহার নানার বংশ বশিরহাটে আছেন। মাওলানা ছাহেব বলিয়াছেন, এই সুফি ছাহেব যেরূপ ভাবে 'খশু খজুর' সহিত নামাজ পড়িতেন, তিনি এরূপ নামাজি অতি কম দেখিয়াছেন। তিনি তাহাজ্জদ নামাজ অন্তে জায়নামাজে ছেজদাতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের পানিতে উহা ভিজাইয়া দিতেন। এই অবস্থায় ফরজ হইয়া যাইত। একসময়ে তিনি রমজানের ২৭শে রাত্রে উক্ত মছজেদে রাত্রি আন্দাজ ২টার সময়ে উঠিয়া ওজু করিয়া ছেজদাতে গিয়া কাঁদিতেছিলেন, মাওলানা ছাহেবও উঠিয়া ওজু করিয়া ছেজদাতে গিয়া এল্‌ম লাভের জন্য দোয়া চাহিতে ছিলেন। আকাশ মেঘশূন্য ছিল কিন্তু হঠাৎ ঝড় বহিয়া বারিপাত হইতে লাগিল, সুফি সাহেব বলিলেন, বাবা, ইহা শবে-কদর বোধ হইতেছে। সুফি ছাহেব এরূপ মকবুলেবারগাহ ছিলেন যে, কলেরা বা কোন ব্যাপারে দোয়াখানি করিলে অবর্থ হইত। তিনি মাওলানা ছাহেবকে নিজের সন্তান অপেক্ষা সমধিক ভালবাসিতেন, তাঁহার কোন অসুখের কথা শুনিলে তিনি বিচলিত হইয়া পড়িতেন। সর্ব্বদা তিনি মাওলানা ছাহেবের মর্য্যাদা বৃদ্ধি, এলম জাহেরি ও বাতেনি লাভ ও স্মৃতিশক্তির জন্য দোয়া করিতেন। তিনি যেমন কামেল ছিলেন, তেমনি তাবিজাতের আলেমও ছিলেন, তাঁহার তাবিজাতে অজস্র লোকের উপকার হইত। তিনি হাজিওল হারামা এনেশ-শরিফাএন ছিলেন, মক্কা ও মদিনায় গিয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিতে ভুলেন নাই। তিনি মাওলানা ছাহেবকে কলিকাতায় লইয়া মাদ্রাসা আলিয়াতে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বোডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা করিয়া ও যশোহরের সুযোগ্য মৌলবী আবুদল ওয়াহেদ ছাহেবের তত্ত্বাবিধানে রাখিয়া দিয়া আসেন, তাঁহার এন্তেকালের পূর্ব্বে

তিনি বলেন, বাবা মাওলানা ছাহেব ! আমি মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম, তাঁহার এন্তেকালের পরে আমি অনেক লোকের মুখে শুনিতাম, মুর্শিদাবাদের মাওলানা শাহ সুফি ফতেহ-আলি ছাহেব মুরিদকে যৎতৎক্ষণাৎ হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিতেন, তাঁহার নিকট কয়েকবার মুরিদ হইতে যাই, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই তৎপরে আমি বর্দ্ধমানের মাওলানা হাফেজ এমদাদ আলি ছাহেবের নিকট মুরিদ হই। উক্ত মাওলানা ছাহেব ২৪ পরগণার বহু অঞ্চলের পীর ছিলেন, তিনি দেশের শেরক বেদয়াত দূর করিতে ও ওয়াজ করিয়া লোকের অন্তর বিগলিত করাইতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। জেন ভুততাঁহার তদবীরে পলায়ন করিত। ইনি শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের ওয়ালেদাএনের পীর ছিলেন। বর্দ্ধমানের মাওলানা ছাহেব এন্তেকালের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে মুরিদগণকে বলিয়া যান, যে "তোমরা আমার এন্তেকালে নিরাশ হইওনা, টাকী নারায়ণপুরের একটি ছেলে এরূপ সুযোগ্য হইয়া উঠিতেছেন" সেই ছেলেটি ভবিষ্যতে এই দেশের কর্ণধার হইবেন, তাঁহার ফৎওয়া তোমরা গ্রহণ করিও, তাঁহার নিকট মুরিদ হইও ইত্যাদি"। তিনি কেবল দুইটি কন্যা সন্তান রাখিয়া এন্তেকাল করিয়াছিলেন, এখনও কন্যাদের কয়েকটি পুত্র সন্তান আছে, তাঁহারা এলমে দিন শিক্ষা করিতেছেন, খোদা ও তাঁহাদিগকে দেশের হিতকামী করুন। ২৪ পরগণার গোবিলা সিংহেরাটী গ্রামের বিরাট ঈদের জামায়াত তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন। ছুফিছাহেব বলেন, তাঁহার এন্তেকালের পরে আমি শায়খোলমিল্লাতে অদ্দীন আমিরোশ শরিয়তে বাঙ্গালা হাদিয়ে জামান মোজাদ্দেদে দওরান হজরত শাহ পীর মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকি ছাহেবের নিকট মুরিদ হই। একদিবস তিনি বলেন, বাবা মাওলানা ছাহেব, আমার সমস্ত শরীরে আল্লাহর জেকের জারি করিয়া দাও। মাওলানা ছাহেব তাওয়াজ্জোহ দেওয়ামাত্রই তাঁহার

সমস্ত লোমকূপ হইতে আল্লাহ আল্লাহ জেকর জারি হয়। এক দিবস তিনি মাওলানা ছাহেবকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নানা মৌলবী এরাদতুল্লাহ ছাহেবের কবরের ধারে জিয়ারতরে জন্য লইয়া বলিলেন, বাবা/ ইতি মস্ত অলি ছিলেন, এইস্থানে আর একটি জবরদস্ত লোকের কবর আছে। মাওলানা ছাহেব বৃক্ষের শাখা হস্তে ধরিয়া ফয়েজ আকর্ষণ করিতেছিলেন, তেজ ফয়েজের জন্য তিনি দাঁড়াইতে অক্ষম হইতেছিলেন, মাওলানা ছাহেব এক দিবস সুফি সাহেবকে বলেন, আপনি কলেরার বালা দূর করিতে যে দোয়াখানী করেন, তাহা অতিব আশ্চার্য ফলদায়ক আপনার পানিপড়া যে গ্রামে লইয়া যায়, তথা হইতে উক্ত পীড়া দূরীভূত হইয়া যায়। আপনি ইহা আমাকে শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, বাবা খোদা তোমাকে এই কার্য্য করিবার জন্য পয়দা করেন নাই, আল্লাহ, মহান উদ্দেশ্যের জন্যই তোমাকে পয়দা করিয়াছেন, ইহা খোদা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন। মাওলানা ছাহেব দ্বিতীয় বার উক্ত তদবীর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, যে গ্রামে কলেরায় বহু লোক মরিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়া গ্রামের পুরুষদিগের নামাজ পড়িতে বলি, মছজেদ, খানকাহ কিম্বা কোনপাক স্থানে বসিয়া তাহাদিগকে সমবেত করিয়া বহু সহস্র বার তওবা এস্তেগফার নিজে করি, তাহাদিগকেও করিতে বলি, আমি কাঁদিয়া চক্ষের পানি জারি করি, তাহারাও চক্ষের পাণি জারি করেন। যে গ্রামে দৈনিক ১০/২০ জন করিয়া মরিতেছে, তথায় তিন দিবসের বেশী এই দোয়াখানী করিতে হয় না। কচিৎ কোন স্থানে তিন দিবসের বেশী দোয়াখানী করিতে হয়। ইহাই আমার বড় দোয়াখানি। তিনি বলিলেন, অতিরিক্ত আরও একটি তদবীর বলিতেছি, তওবা এস্তেগফার করার পরে তিনবার ছুরা ইয়াছিন, ৩বার ছুরা রহমান ৩ বার ছুরা মোলক, ৩বার ছুরা হাদিদ, ৪০বার ছুরা মোজাম্মেল ও ৪০বার ছুরা তাগাবোন পড়িয়া রদ্দে-বালার দোওয়া করিলে বালা দূরীভূত হয়। তিনি ন্যায্য মোকদ্দমার জন্য খতমে-খাজাগান আমল

করিতেন, প্রায় ইহাতে সুফল ফলিতে দেখা যাইত। তিনি এক সময় বলেন বাবা, নকশে ছোলায়মানি, মোহরে ছোলায়মানি ইত্যাদি কেতাব এরূপ অনেক কথা আছে, যাহার অর্থ বোধগম্য নহে, উহা জাদু তেলেছেমাত হইতে পারে। বর্দ্ধমানের মোর্শেদ-ছাহেব আমাকে কতকগুলি তাবিজাত চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমিও দেখিয়া শুনিয়া কতকগুলি তাবিজাত চিহ্ন করিয়া দাও। মাওলানা ছাহেব তাবিজাতের কতকগুলি চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন। এক দিব তিনি বলিয়াছিলেন, বাবা, 'নাদে-আলি' নামক দোয়াতে জ্বেনভূত দফা হইয়া যায়। ইয়াবদ্দুহোর নকশাতে এই বিষয়ের উপকার হয়। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, প্রথম দোওয়ার মর্ম্মে যেন শেরকের গন্ধ পাওয়া যায়, 'বমুহ' শব্দ আরবি অভিধানে খুজিয়া পাওয়া যায় না, উহা কোন জ্বেনের নাম হইবে। তিনি সেই হইতে উক্ত তাবিজদ্বয় ব্যবহার করেন নাই। তিনি চেহেলকাফের সুদক্ষ আলেম ছিলেন, জ্বেন দৈত কে বোতলে বন্ধ করিয়া উহা ছাড়িয়া দিলে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে গড়াইয়া যাইত। তিনি স্বপ্নযোগে হজরত নবি(ছাঃ) ও বেহেশতে জেয়ারত করিয়াছিলেন, ইহা তিনি বলিয়াছিলেন।

তিনি শরিয়তের এতবড় পায়বন্দ ছিলেন যে, কখনও কোন বেদয়াতি মৌলবী কিম্বা পীর বশিরহাটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার নিকট গমন করিতেন না। তাঁহার ধোকায় পড়িতেন না। যে কোন মছলায় তাঁহার সন্দেহ হইলে, মাওলানা ছাহেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব যখন বাংলা পড়িতেন, তখন কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইয়া যান, তাঁহার শরীর শীতল হইয়া যায়, সেই সময় জনৈক কবিরাজ তাঁহাকে বিষাক্ত বটীকা খাওয়াইছিল, এই জন্য তাঁহার স্মৃতি শক্তি প্রায় ১২ আনা লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং তিনি সুফি ছাহেবের নিকট স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হওয়ার জন্য দোওয়া চাহিতেন। মাওলানা ছাহেব যখন কোরআন শরিফ

পড়িতেন, তখন ৩টি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, প্রথমটি এই — একদিবস স্বপ্নযোগে সৈয়দপুরের মছজেদে জুমা পড়িতে গিয়া শুনিলেন যে, হজরত খেজের (আঃ) মছজেদে আগমন করিয়াছেন, মাওলানা ছাহেব মছজেদের বাহিরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখেন, হজরত খেজের (আঃ) - এর দুইহস্তে দুইটি রোহিত মৎস্য আছে, তিনি বলিলেন বাচ্চা, তুমিই ইহার একটি গ্রহন কর। মাওলানা ছাহেব উহা গ্রহণ করিতেই তাঁহা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল।

ছুফি ছাহেব ইহার এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, খোদাতায়ালা তোমাকে জাহেরী ও বাতেনি উভয় এলমেই পারদর্শী করিবেন, তোমাকে হাফেজ করিবেন, খোদাতায়ালা তাঁহাকে হাফেজে-হাদিস করিয়াছিলেন, কত সহস্র হাদিস যে তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন, তিনি যে হাদিস দুই একবার দেখিতেন, তাহা তাঁহার পক্ষে চিরস্মনীয় হইয়া যাইত। আল্লামা আবদুল গনি নাবেলছি লিখিয়াছেন, হজরত খেজের (আঃ) — কে দেখার তা'বির আয়ুদীর্ঘ হওয়া। মাওলানা ছাহেব বলেন, হজরত খেজের দ্বিতীয় মৎস্যটি কাহার জন্য আনিয়াছিলেন, ইহা জানার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া গেল।

দ্বিতীয়টি এই তিনি যেন মক্কা শরিফে উপস্থিত হইয়া জমজমের পানিতে ওজু করিয়া হাতিমে জামাতের নামাজের এক রাকয়াতে শরিক হইয়াছিলেন।

আর একবার তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যেন তিনি মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া হজরতের রওজা শরিফের মধ্যে বসিয়া অতি আগ্রহের সহিত দরুদ শরিফ পড়িতেছেন। তিনি তথায় হজরতের ও তাঁহার ছাহাবাদ্বয়, হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) র তিনটি কবর দেখিয়াছিলেন। ছুফি ছাহেব এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, বাবা, মক্কা শরিফেরর হজ্জ্ব ও মদিনা শরিফের রওজা জিয়ারত তোমার নছিবে হইবে। খোদাতায়ালার অনুগ্রহে বহু বৎসরের পরে এই স্বপ্নের

তা'বির বাস্তবে পরিণত হয়। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব বাল্যকালে বহুবার স্বপ্নে দেখিতেন, যেন তিনি শূন্যমার্গে উড়িয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও দেখিতেন, যেন শত্রুরা তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাওয়া করিয়া যাইতেছে কিন্তু তাহারা জমিতে, আর তিনি শূন্যমার্গে উড়িয়া যাইতেন, শত্রুরা কিছুই করিতে পারিত না।

ছুফি ছাহেব ইহার তাবির করিয়াছিলেন, বাবা, তুমি উচ্চ দরজা লাভ করিবা, তোমার সহযোগীগণ তোমার সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে, কিন্তু তাহাদের বিদ্বেষে তোমার কোনই ক্ষতি হইবে না। আর এক তাবির এই যে, তুমি বা তিনি কামালাত লাভ করিবে, তোমার উর্দ্ধ জগতে রুহানি ছায়ের (আত্মিক ভ্রমণ) করা সম্ভব হইবে।

মাওলানা ছাহেব বলেন, ইহাও তাবির হইতে পারে, বঙ্গ, আসাম ও বর্ম্মায় রেল, ষ্টিমার, নৌকা যোগে ভ্রমণ করিয়া থাকি, ইহা উড়িয়া যাওয়ার অনুরূপ। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, মরিয়া গিয়া গোরে শান্তিতে আছেন। ইহার তাবির এই যে, স্বপ্নে মৃত্যু দেখিলে, দর্শকের দীর্ঘায়ু হওয়া বুঝা যায়।

মাওলানা ছাহেব নিজের ওস্তাদজি ছুফি ছাহেবকে অতিরিক্ত সন্মান করিতেন, ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের লক্ষণ। হাদিছ শরিফে উল্লিখিত আছে।

ما اكرم شاب شيخا من اجل سنه الا قيض الله له
عند سنه من يكرمه رواه الترمذى ★

"হজরত বলিয়াছেন যে, কোন যুবক বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তিকে তাহার বয়সের জন্য সন্মান করে, আল্লাহ সেই যুবকের বার্দ্ধক্যের সময় তাহার জন্য এরূপ লোককে নিয়োজিত করেন যে, তাঁহার সন্মান করিবে।

শ্রদ্ধেয় পাঠকগণ নিজেদের শিক্ষকগণের আদব সন্মান করা

অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, যদি তাঁহাদের খেদমত করিয়া আন্তরিক দোওয়া লইতে পারেন, তবে বুঝিবেন, আপনারা দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ লাভের অধিকারী হইতে পারিবেন।

ছুফি ছাহেব আন্দাজ ৯৫/৯৬ বৎসর বয়সে তিন পুত্র ও কয়েকটি কন্যা রাখিয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যান।

انا لله و انا اليه راجعون

তাঁহার এন্তেকালের সময় মাওলানা ছাহেব বিদেশে ছিলেন, তিনি বাটী পৌঁছিয়া নিত্যান্ত মর্ম্মহত হইয়া টাকী নারায়ণপুর হইতে বশিরহাটে তাঁহার মাজার শরিফের নিকট সজল নেত্রে জেয়ারত করিতে দণ্ডায়মান হন, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিতে পান যে, যেন একটি পূর্ণচন্দ্র কবরের মধ্যে হইতে উদিত হইতেছে, ইহাতে তিনি বুঝিলেন, ছুফি ছাহেব অলিয়ে-কামেল ছিলেন। ওস্তাদ ও শাগরেদের এরূপ অপূর্ব্ব মহব্বত অতি কমই দেখা যায়; খোদা এইরূপ মেহেরবান ওস্তাদকে আ'লা ইল্লিনে স্থান দিন।

মাওলানা ছাহেব যখন বশিরহাটে পড়িতেন তখন মুনশী গোলাম কিবরিয়া ছাহেবের নিকট বাংলা পড়িতেন, ইনি মোছলেম হিতৈষীর প্রবীন সম্পাদক মুনশী আবদুর রহিম ছাহেবের মামু ছিলেন, তিনি অতি পরহেজগার ছিলেন, তিনি ২৪ পরগণা জেলার টাকীর বড় বড় জমিদারের ফার্সি ও বাংলা ভাষার শিক্ষাদাতা ছিলেন, ইনি ডাক্তার জহুরোলহক ছাহেব প্রভৃতি কয়েকটি উপযুক্ত শিক্ষিত পুত্র রাখিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। খোদা তাঁহাকে বেহেশতে উচ্চস্থান দিন।

মাওলানা ছাহেবের কলিকাতা মাদ্রাছায় অধ্যায়ন

তিনি অনুমান ১৫ বৎসর বয়সে প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসা

আলিয়ায় সর্ব্বনিম্ন ক্লাসে (জমাতে) বৎসরের ৬ মাস বাকি থাকিতে ভর্ত্তি হইয়া পড়া আরম্ভ করেন। ৬ মাস পড়িয়া পরীক্ষার সময় তিনি বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, ছুফি চাহেব যে যশোহরের চরবালিদিয়াবাসী জনাব মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ছাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ও তাঁহাকে গৃহ শিক্ষক নিয়োজিত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে উক্ত পীড়িতাবস্থায় শিয়ালদহ হইতে বারাসাত পর্য্যন্ত রেলে, তথা হইতে বশিরহাট পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীযোগে তাঁহার আত্মীয়গণের নিকট অর্পণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান। খোদার মেহেরবাণীতে তিনি উক্ত পীড়া হইতে সুস্থ হইয়া পুনরায় কলিকাতা মাদ্রাছায় ফিরিয়া যান, তখন মাদ্রাছার পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি ক্লাসের অতি ভাল ছাত্র ছিলেন' এই হেতু পৃথকভাবে তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তিনি ৬ মাস অধ্যায়ন করতঃ পরীক্ষায় জমাতের প্রথম নম্বর হইয়া পাস করিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তির অনুমান ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি অষ্টম জমাতে ১৪ দিবসে পাঞ্জগানা কেতাবখানা সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ ও আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তিনি সপ্তম ক্লাস পর্য্যন্ত কেবল খারিজি শিক্ষকের নিকট পড়িয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন গৃহ শিক্ষকের নিকট তাঁহার শিক্ষা করার আবশ্যক হয় নাই, তিনি নিম্ন জমাত হইতে টাইটেল পর্য্যন্ত প্রথম নম্বর হইয়া পাস করিয়াছিলেন, তিনি জমাতে-উলাতে বেঙ্গলের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া ছিলেন। ষষ্ঠ জমাত হইতে ৩ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া টাইটেল পর্য্যন্ত ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তিনি ৫টি রৌপ্য মেডেল পাইয়া মহা যশস্বী হইয়াছিলেন। জামাতে ছুয়ম হইতে আরম্ভ করিয়া টাইটেল কোর্স পর্য্যন্ত পরীক্ষায় পরীক্ষণীয় বিষয়ের একটি নম্বর ও তাঁহার কাটা যায় নাই এবং অদ্য পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পৌণে দুইশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার ন্যায় একটিও কৃতীসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই। তিনি মাদ্রাছা হইতে

বাসস্থানে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার সমপাটি ছাত্রগণ তাঁহার নিকট কেতাব গুলি বুঝিয়া লইতেন, তিনি একবার 'তকরীর' করিয়া দিলে, কেতাবের 'হাশীয়া' সমেত তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। এমতেহানের সময় হাশীয়া ও টীকার কথা গুলি লিখিয়া দিতেন। তাঁহার ক্লাসের ছাত্রেরা কেতাবের সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া পরীক্ষার সময় আগাগোড়া লিখিয়া দিতেন, ইহাতে তাঁহাদের পরীক্ষাগারে অনেক সময় থাকিতে হইত কিন্তু মাওলানা ছাহেব ফার্সি ও আরবী লিখিতে এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, নিজের তৈয়ারী আরবী ও ফার্সিতে অতি সংক্ষেপে প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া অল্প সময়ের মধ্যে চলিয়া যাইতেন; কিন্তু ফলবাহির হইলে, দেখা যাইত যে, তিনি অন্যান্য সমস্ত সমপাটি হইতে বহু বেশী নম্বর পাইয়াছেন। তাঁহার সমপাঠি শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম' নোয়াখালী নিবাসী ছাত্রগণ হয়ত উপরের ক্লাসে পড়িয়া ও তাহার সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য আপ্রাণ রাত্র দিবস পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করিতেন না, কিন্তু শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব সন্ধ্যার পরে মাত্র ২/১ ঘন্টা ও প্রভাতে ২ ঘন্টা পড়িতেন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। তিনি অনেকসময় এমতেহান দিয়া উহার ফল কিরূপ বাহির হইবে, এজন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলে সেই রাত্রে স্বপ্নযোগে মাদ্রাছার মৌলবী আহমদ ছাহেবের কামরার বহিরের প্রাচীরে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত দেখিতে পাইতেন যে, তিনি প্রতম নম্বর হইয়াছেন, ইহা বহুবার সংঘটিত হইয়াছিল; ইহাতে তাঁহার পাঠ্যকালীন অন্তর শুদ্ধির অনুমান করিয়া লউন।

তিনি বাল্যকাল হইতে এত বড় পরহেজগার ছিলেন যে, সুদীর্ঘ ১২/১৩ বৎসরের মধ্যে কখনও থিয়েটার, সার্কাস দেখেন নাই এবং জীবনে কখনও ছিগারেট, বিড়ি ও তামাক পান করেন নাই, পান খাওয়ার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি যে গৃহ শিক্ষক মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ ছাহেবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তিনি তাঁহাকে

মাত্র তিন জমাত পর্য্যন্ত মাদ্রাছার উপরিস্থ বোর্ডিংয়ে এরূপ সুন্দররূপে পড়াইয়াছিলেন যে, ইহার পরে আর তাঁহাকে খারিজি ওস্তাদের নিকট পড়িতে হয় নাই। তিনি নিজের সন্তানের ন্যায় মাওলানা ছাহেবের শিক্ষা প্রদানের আয়াস স্বীকার করিয়া ছিলেন, মাওলানা ছাহেব তাঁহার এত আদব ও ভক্তি করিতেন যে, তাঁহার বিনা অনুমতি ও ইঙ্গিতে কোন কার্য্য করিতেন না, যশোহরবাসী মৌলবী ছাহেবের অভিভাবকগণের অর্থ সঙ্কটের জন্য অনেক সময় তাঁহার টাকা কড়ির টানাটানি হইত, কিন্তু মাওলানা ছাহেবের এত গুরুভক্তি ছিল যে, তিনি নিজ হইতে ৫/১০ টাকা প্রদান করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিতেন না, এজন্য মাওলানা ছাহেব তাঁহার আন্তরিক দোওয়া লাভ করিয়া অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছেন। দুঃখের কথা উক্ত শিক্ষক ছাহেব তিন বৎসর তত্ত্বাবধান করার পরে রক্তপিত্ত কাশরোগে আক্রান্ত হইয়া মাওলানা ছাহেবকে অভিভাবক শূন্য অবস্তায় ত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ উক্ত পীড়িতাবস্তায় কাল যাপন করিয়া কয়েকজন পুত্র কন্যা রাখিয়া এন্তেকাল করিয়া যান, খোদা এরূপ মেহেরবান ওস্তাদকে বেহেশতে উচ্চ দরজা প্রদান করুন। যদিও মাওলানা ছাহেব অভিভাবক শূন্য হইয়া পড়িলেন, তথাচ স্বয়ং রাব্বোল আলামিন খোদাতায়ালা অভিভাবক্ত করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব টাইটেল জমাতে প্রথম নম্বরের ডিগ্রী ও শেষ মেডেল লাভ করিলেন। তিনি আরবী ক্লাস পড়িয়া ২টার পরে ৪টা পর্য্যন্ত ইংরাজী পড়িতেন, প্রত্যেক ইংরাজি ক্লাসে তিনি স্কলারশিপ পাইতেন। টাইটেল অন্তে তিনি এংলো পার্শিয়ান ডিপার্টমেণ্টে সেকেণ্ড ক্লাস পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফাষ্ট ক্লাসে পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু যদিও তাঁহার এম, এ, ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িবার আগ্রহ ছিল, কিন্তু মাওলানা ছাহেব ১৩/১৪ বৎসর বয়সে মাতা পিতার অনুরোধে তাঁহার ঘনিষ্ট আত্মীয়ের এক চাচার এতিম কন্যার সহিত বিবাহ করিয়াছিলেন, কাজেই মাওলানা ছাহেবের সেই

সময় সাংসারিক চিন্তা তাঁহার এই বিবাহ উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল, দুঃখের সহিত তাঁহাকে ইংরাজি পড়া হইতে বিরত হইতে হইল। সেই সময় মাদ্রাছার হেড মৌলবী ছাহেব মাওলানা ছাহেবের উন্নতি দেখিয়া মাদ্রাছা আলিয়ার শিক্ষক হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চাকুরীর (বনাম দাসত্বের) শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে অভক্তি জন্মিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, যখন তিনি ষষ্ঠ জমাতে ৩টাকা বৃত্তি পাইতেন, সেই সময় গ্রীষ্মের ছুটির এক সপ্তাহ পূর্বে দেশ হইতে তাঁহার কোর-আন শরিফের শিক্ষক বশিরহাটবাসী মুনশী মির আবদুল মির আবদুল খালেক ছাহেব বশিরহাট ভবনে মৃত্যু পীড়ায় শায়িত হইয়া পত্র দ্বারা শেষ সময়ে একবার সাক্ষাৎ করার আকুল আকাঙ্খা জানাইলেন, এজন্য তিনি মাদ্রাছার হেড মৌলবী, মৌলবী আহম্মদ ছাহেবের নিকট এক সপ্তাহের ছুটির আবেদন করেন, কিন্তু তিনি ভয় দেখাইলেন যে, তোমার বৃত্তি নষ্ট হইতে পারে। এই ভয়ে তিনি ছুটির পূর্ব্বে বশিরহাটে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, ছুটির পরে তথায় পৌছিয়া তাঁহার এন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং চক্ষের পানিতে বক্ষঃ ভাসাইয়া দিলেন। সেই হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, সামান্য ৩টি টাকা বৃত্তির জন্য ভক্তিভাজন শিক্ষকের সহিত শেষ মুহূর্ত্তে জিয়ারত করিতে পারিলেন না, আর চাকুরীর দাসত্ব ইহা অপেক্ষা আরও অধিক এবং খোশামদ করার মাত্রা অতি অধিক মাত্রায় বাড়িয়া যায়, ইহাতে হয়ত সময় মত মাতা পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের আহ্বান সত্ত্বেও তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে। এই হেতু তিনি চাকুরী পেশা অবলম্বন করেন নাই।

মাওলানা ছাহেবের পীরে কামেলের খেদমত লাভ

মাওলানা ছাহেব ইহার পরে একজন পীরে-কামেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময় তিনি প্রথম তাঁহার নিকট চাকুরীব্রত

অবলম্বন করা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন উক্ত হজরত বলিলেন, বাবা, উপযুক্ত আলেমগণ ওয়াএজ না হওয়ায় অল্প শিক্ষিত লোকেরা উপদেষ্টা হইয়া দেশের আংশিক কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক সময় জাল হাদিছকে হজরতের হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিয়া এবং শরিয়তের আকিদার খেলাফ মত প্রচার করিয়া এবং বিপরীত মছলা প্রকাশ করিয়া দেশে অশান্তি স্থাপন করিয়া থাকেন, কাজেই তোমার ওয়াএজ হওয়া উচিত। আরও বক্তারা আজগবি গল্প গুজব বর্ণনা করিয়া ও রাগ-রাগিনীসহ মছনবি পাঠ করিয়া দেশে অনর্থের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছেন, হজরত পীর ছাহেবের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি ওয়াজ ব্রত অবলম্বন করেন, তিনি কোর আন ও হাদিছ ও শরিয়তের মছলা-সংক্রান্ত ওয়াজ করিতে যেরূপ সুদক্ষ ছিলেন তাহা বঙ্গ আসাম বাসীদের নিকট প্রকাশ করা অনাবশ্যক। তাঁহার মধুমাখা ওয়াজ শ্রবণের আকুল আকাঙ্খা লইয়া কত লোক গোরবাসী হইল, দুই মাস ছয় মাস পূর্ব্ব হইতে পাথেয় পাঠাইয়া, টেলিগ্রামের পরে পাঠাইয়া, যাঁহাকে লোকেরা পাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার ওয়াজের বর্ণনা করা অনাবশ্যক।

তিনি যে পীরের খেদমতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনিই হাদিয়োল মিল্লাতে ওদ্দীন, আমিরোশ-শরিয়তের-বাঙ্গালা, মেজাদ্দেদে জামান শরিয়তের এলমে মহাসমুদ্র, পাঁচ তরিকার অতি প্রবীন পীর হজরত ছুফি মাওলানা শাহ মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) ছাহেব। কত লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাঁহার পাক হস্তে মুরিদ হইয়াছেন, তাহা স্থির করা সুকঠিন, কত সহস্র আলেম, মৌলবী মাওলানা, তাঁহার খলিফা, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কত সহস্র লোক তরিকত মা'রেফাতের জ্যোতিতে নিজেদের আত্মাকে উদ্ভাসিত করিয়া লইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত সহস্র মাদ্রাছা, মক্তব তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা প্রচলিত হইতেছে, তাহা গণনা করা যায়

না। কত সহস্র ফাছেক, মদ্যখোর, সুদখোর ও জেনাকার তাঁহার দৃষ্টিপাতে তওবা করিয়া খাঁটি ঈমানদার হইয়াছেন, তাহা ঠিক করা অসাধ্য ব্যাপার। তাঁহার খলিফাগণের মধ্যে নদীয়ার ছুফি তাজাম্মোল হোছায়েন মরহুম ছাহেব, যশোহরের ছুফি ছদরদ্দিন মরহুম ছাহবে, নদীয়ার মাওলানা শাহ নজমোল হক মরহুম ছাহেব, বরিশালের মাওলানা শাহ নেছারদ্দিন ছাহেব, যশোহরের খান বাহাদুর মাওলানা আহমদ আলি এনায়েতপুরি ছাহেব, মাওলানা আবদুল মাবুদ মেদিনীপুরী, মরহুম মাওলানা আবদুল জব্বার নেজামপুরী মৌলবি ইউছুফ আলি, মাওলানা আবদুছ ছালাম ছাহেব, (অশ্বদিয়া) নওয়াখালাবি, মাওলানা হাজি মোহাম্মদ হাতেম লালগঞ্জি, মাওলানা আবদুল্লাহ বশেকপুরী, মাওলানা হাফিজুল্লাহ বশেকপুরী, মাওলানা আজিজর রহমান বশেকপুরী, মাওলানা ছালামতুল্লাহ আমানাতপুরী, মাওলানা আহমদুল্লাহ নওয়াখালাবি, মৌলবী আবদুল আউওল ভবানিগঞ্জি, মৌলবী আবদুল আজিজ সোনাগাজাবি, মাওলানা আবদুর রউফ এনায়েতপুরী, মাওলানা আবুদুছ ছামাদ ঘাটলাবি, মাওলানা আবদুল জাব্বার নেজামপুরী, মৌলবী এলাহিবখশ নেজামপুরী, মৌলবী এছমাইল নেজাঃপুরী, মৌলবী ফছিহোর রহমান নওয়াখালাবি, মাওলানা আবদুল মজিদ মরহুম কেরওয়ারচরি, মাওলানা শাহ ছুফি গোলাম রহমান মরহুম নেজামপুরী, ছুফি শাহ ইয়াছিন মরহুম দেবীপুরী, বাগাদী নিবাসী মাওলানা ছালামতুল্লাহ খাঁ, মাওলানা ওয়ায়েজদ্দিন রামপুরী, মৌলবী আফছারদ্দিন এখলাছপুরী, মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল গফুর গণ্ডামারি, মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ কাশারাবি, মৌলবী আবদুল অহাব শায়েস্তানগরী, মৌলবী মোহাম্মদ আবুবকর শাহজাদপুরী, মৌলবী গোলাম রহমান চরহাজারি, মুনশী জিয়াউদ্দিন চরহাজারি, মাওলানা আবদুর রহমান নওয়াখালাবি, মৌলবী তমিজদ্দিন সেনবাগী, মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁমির আহমদপুরী, মাওলানা ফয়েজর রহমান

মোহম্মদপুরী, ছুফি মোছাহেবদ্দিন খুলনাবী, ছুফি ছয়েদ আলি বাগেরহাটী, ছুফি শাহ মোবারক আলি নেহালপুরী, ছুফি এমামদ্দিন বারুইপাড়াবি, মৌলবী ছায়েমদ্দিন আহমদ পাইকপাড়াবি, মুনশী কায়েমদ্দিন আহমদ বারুইপাড়াবি, মাওলানা আবেদ আলি এনায়েতপুরী, মৌলবী বাহাউদ্দিন সেরাজগঞ্জি, মোলবী মেহরুল্লাহ মরহুম শিকারপুরী, ছুফি শাহ হাজি মোহাম্মদ এবরাহিম মরহুম হাদলবি, মাওঃ মোয়োজদ্দিন হামিদি, মাওঃ আবদুল জাব্বার রোকনি, মৌঃ আবদুল বারি আবদুল্লাহপুরী, মাওঃ আবদুল ওয়াহেদ ফারুকি, সৈয়দ মৌঃ আবদুল মান্নান, মির গোলাম আহমদ পাঁচলাবি, ছুফি হাজি ছায়েমদ্দিন খঞ্জনপুরী (বগুড়া) কাজি মোলবী ইয়াকুব মরহুম বগুড়াবি, হাজি ছুফি কেছমতুল্লাহ রংপুরী, (পলাশবাড়ী) হাজী মৌলবী মির আজিজদ্দিন আক্কেলপুরী, মাওলানা আফছারদ্দিন ফরিদপুরী, মাওলানা শাহবদ্দিন (সানাইমুড়ি) মাওলানা মোঃ আশরাফদ্দিন সেক্রেঃ তোলাবা কমিটি (সোনাইমুড়ি) মৌলবী মহিউদ্দিন (সোনাইমুড়ি) মৌলবী ছেরাজল হক গাজারিয়াবি, মৌলবী ছফিউল্লাহ গাজারিয়াবি, মাওলানা আবদুল মজিদ ফেনিবি, মাওলানা গোলাম রহমান মরহুম রামপুরী (নওয়াখালি), মৌলবী হাফিজুর রহমান বগুড়াবি, খোন্দকার হাজি আজিজুল্লাহ খুলনাবি, মৌলবী আবদুল করিম মরহুম চাপাডাঙ্গী মৌলবী আয়নদ্দিন ফকিরহাটী, হাজি মোহম্মদ নুরদ্দিন শ্রীনাদাবি, কারি মৌলবী মোহম্মদ কাসেম শ্রীনাদাবি মৌলবী তাজদ্দিন ফর্রোখি শীবপুরী (বগুড়া), মাওলানা জবেদ আলি শীবপুরী (পাবনা), নবাব সুলতান আলম টালিগঞ্জি, মৌলবী আমিনোল ইছলাম, মৌলবী সৈয়দ ময়নল হক শিকারপুরী মরহুম (রাজসাহী) মির হাজি মোরাদ আলী মরহুম নহেলাবি, ডাক্তার শহিদুল্লাহ ডি, লিট, মৌলবী আবদুল হামিদ জাহানাবাদী মরহুম, কবি আবদুল হামিদ কাব্য বিনোদ মরহুম (নদীয়া) মৌলবী ময়ছরদ্দিন পাবানার রাজশাহীর মাওলানা মকবুল হোছেন

আক্কেলপুরী প্রভৃতি বহু বোজর্গ তরিকতে অগ্রণী হইয়াছেন। কত সহস্র জেন তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছেন, কত সহস্র জেন দৈত্যগ্রস্থ রোগী তাঁহার তদবীরে আরগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা স্থির করা অসম্ভব। কত সহস্র উন্মাদ তাঁহার তদবীরে সুস্থ হইয়াছে তাহা সঠিক গণনা করা যায় না। তিনি কখন ও সুদখোরের দাওয়াত গ্রহণ করেন নাই; সাতক্ষীরার বাকাল গ্রামে এক ঘুষখোর দুইটি ঘুষের টাকা তাঁহাকে দিয়াছিল, হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, বাবা, তোমারে টাকা বলিতেছে, ইহা ঘুষের টাকা, ইহা বলিয়া উহা ফেরৎ দিলেন। আরবের কতশত আলেম, বিশেষতঃ সায়খোদ দালাএল মাওলানা আবদুল হক মরহুম ছাহেবের প্রধান, খলিফা মাওলানা বদরুদ্দিন মরহুম ছাহেব বোখারা, আগফানিস্তান, হায়দারাবাদ, সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের বহু আলেম তাঁহার নিকট তরিকত শিক্ষা করিয়া খেলাফত পদ লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার খলিফাগণ কাদিয়ানি, রাফিজি, খ্রীষ্টান, অহাবী, বেদয়াতি প্রভৃতি দলের বিরুদ্ধে কতশত কেতাব লিখিয়াছেন, তাহার গণনা করা মুস্কিল। তাঁহার মুরিদগণ লেবাছ-পোষাক, রিতিনিতি চলন চরিত্র দ্বারা হজরতের রেছালাতমা'বের মৃত ছুন্নতকে জীবিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার মুরিদগণের মধ্যে কত সহস্র লোক ওয়াজ বক্তৃতা করিয়া দেশের হেদায়েত করিতেছেন, তাহা স্থির করা সুকঠিন। তাঁহার খলিফাগণই দেসের বেদয়াতি, কাদিয়ানি, খ্রীষ্টানদিগের সহিত তর্ক বাহাছ করিয়া ছুন্নত-অল জামায়াতকে সঞ্জীবিত করিতেছেন।

দেশের মহা মহা জটীল মস্‌লাগুলির মীমাংসা তাঁহার খলিফাগণ করিতেছেন, যে সমস্ত জটীল মছলার মীমাংসা কোন লোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় নাই, তাহা উক্ত আ'লা হজরত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকিত। ছুন্নত-অল-জামায়াতের রক্ষাকল্পে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারহেতু খাঁটি ইছলামি কালচারে যে সমস্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক সংবাদপত্রগুলির প্রকাশিত হইতেছ, তাহা তাঁহারই ইঙ্গিতে

পরিচালিত হইতেছে। দেশের বিপ্লব দমনে তাঁহার মহান ব্যক্তিত্ব যেরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে কেন, সমগ্র ভারতেও তাহার একটিও নজির নাই। কয়েক বৎসর গত হইতে চলিল, আসাম গোয়াল পাড়ার জনৈক মৌলবী ছাহেব শ্রদ্ধেয় মাওলানাছাহেবকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছিলেন, — "আমি এক রাত্রে স্বপ্নযোগে হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করা কালে তিনি বলিলেন, হে প্রিয় ! তুমি ২৪ পরগণার মাওলানা রুহল আমিন ছাহেবকে আমার পক্ষ হইতে জানাইয়া দাও যে, তিনি যেন "কছিদায়-বোর্দার" বঙ্গানুবাদ করিয়া দেশে দেশে প্রচার করেন ! আর তাঁহাকে জানাইয়া দাও, তাঁহার পীর ও দলের লোকেরাই এই জামানায় মোজাদ্দেদিয়েতের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাওলানা আফছারুদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, মাওলানা মনিরোজ্জামান ইছলামাবাদী ছাহেব হজরত ফুরফুরার পীর ছাহেবের নিকট রংপুরে উপস্থিত হইয়া কাশফোল কবুরের এজাজত গ্রহণ করেন। তিনি কয়েক দিবস রংপুর মুনশী পাড়ায় মাওঃ কারামত আলি ছাহেবের গোরের নিকট বসিয়া 'কাশফোল-কবুর' এর মোরাকাবা করেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। তৎপরে তিনি গৌড়ের শাদুল্লাপুরে হজরত আখি-ছেরাজ (রঃ) কবরের নিকট তিন মাস "কাশফোল-কবুর"-র মোরাকাবা করেন, এস্থানে তিনি কয়েকবার হজরত আখি ছেরাজ (রঃ) কে দেখেন কিন্তু প্রত্যেকবারে তাঁহাকে ফুরফুরার পীর ছাহেবের আকৃতিতে দেখেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর, আপনাকে ফুরফুরার হজরতের আকৃতিতে দেখিতেছি কেন? তদুত্তরে তিনি বলেন, "বাবা, ফুরফুরার হজরত এই জামানার মোজাদ্দেদ, এই হেতু আমি তাঁহার আকৃতি ধারণ করিয়া তোমার সহিত দেখা করিয়াছি।"

আ'লা হজরত নিজেই (অন্য কাহারও মধ্যস্থতায় নহে) শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে নকশবন্দীয়া মোজাদ্দেদিয়া কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া

এই চারি তরিকা শিক্ষা দিয়া নিজের খলিফা মনোনীত করিয়া বলেন, বাবা, অনেক সময় দেখা যায়, পীয় এন্তেকাল করার পর তাঁহার মুরিদেরা অনেকরূপ নকল মিশ্রিত করিয়া আসল জিনিষকে নষ্ট করিয়া ফেলে, কেহ নিয়মের অতিরিক্ত উচ্চ জেকর নর্তন-কুর্তন হাতে তালি দেওয়ার রীতি করিয়া লয়, কেহ সঙ্গীত বাদ্য, কাওএয়ালি সৃষ্টি করিয়া থাকে, কেহ স্ত্রীলোকদিগের হাত ধরিয়া মুরিদ করা ও তাহাদের খেদমত লওয়া নিজের পেশা করিয়া লয়, কেহবা কতকগুলি জাহেরী দোওয়া আজিফাকে তরিকত বুঝিয়া সমস্ত জীবন উহার জন্য যথেষ্ট সাধ্য সাধনা করিয়া থাকে। কেহ কিছু মৌখিক জেকর দ্বারা আনন্দ অনুভব করিয়া শরিয়তের আহকাম, ছুন্নত ও আদব ত্যাগ করিয়া থাকে, কেহ লেবাছ পোষাক চলন চরিত্র আকৃতি শরিয়তের বিপরীত করিয়া থাকে, অনেকে ফকিরি দাবী করিয়া হারাম ও সন্দেহমূলক বিষয় ত্যাগ করে না। একদল লোক সুদখোর ও হারাম খোরের বাটিতে আহার করা শরিয়ত ও তরিকতের পরিপন্থী মনে করে না। একদল লোক তরিকতকে অমূলক ও নাজায়েজ ধারণা করিয়া থাকে। তুমি এরূপ একখানা কেতাব রচনা কর, যাহাতে আসল তরিকত ও তাছাওয়ফনকল তরিকত ও তাছাওএয়ফ, আসল ফকির, নকল ফকির সহজে বুঝা যায়, শরিয়ত ও তরিকত উভয় বিষয়ের সমাবেশ থাকে, তরিকতের ও চারি তারিকার নিয়ম কানুন, নিয়ত ব্যবহার সবিস্তার বর্ণনা থাকে, প্রত্যেক দায়েরাও মাকামের মর্ম্ম স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত থাকে এবং আমার আকায়েদ ও শরিয়ত ও তরিকত সংক্রান্ত মত লিখিত থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, যেন আমার কোন মুরিদ আমার এন্তেকালের পরে কোন ভেজাল মিলাইতে না পারে।

মাওলানা ছাহেব নিজ পীরের শিক্ষা অনুয়ায়ী তরিকত দর্পন (তাছাওয়ফ তত্ব) নামক একখানা কেতাব রচনা করিয়া মলফুজাতে-ছিদ্দিকিয়া নামে অভিহিত করিয়া আ'লা হজরতের খেদমত শরিফে

টিকাটুলি মছজেদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া এজাজত লইয়া ছাপাইতে দেন। সেই কেতাবখানি পীরের নেক নজরে এরূপ উপাদেয় হইয়াছেন, যাহা বারম্বার না পড়িলে মনের তৃপ্তি নিবারণ হয় না। প্রাচীন পীরেরা বলিয়া গিয়াছেন, যদি তুমি সর্ব্বক্ষণ পীরের খেদমত লাভে সক্ষম নাহও, তবে তাঁহাদের রচিত কেতাবগুলি অধ্যয়ণ কর, ইহাতে পীরের সঙ্গ লাভের ফল দর্শিতে পারে। 'তরিকত-দর্পণ' কেতাবখানি পাঠে তাহাই লাভ হইয়া থাকে।

হে পাঠক, আপনি হইত তরিকতের নাম শুনিয়া অরুচি প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আপনার জানিয়া রাখা উচিত, প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে নফছ নামক একটি আত্মিক জিনিষ আছে, সে প্রত্যেক মনুষ্যকে পাপের পথে পরিচালিত করিতে চাহে, ইহা তাহার স্বভাব। যেরূপ অঙ্গারের স্বভাব মলিনত্ব, সেইরূপ কুচিন্তা উদয় করা কুপথে পরিচালিত করা ও কুমত গঠন করা ইহার চিরা চরিত রিতি, মকতুবাতে এহইয়া মনিরিতে লিখিত আছে; একজন পীর বোজর্গ স্বপ্নযোগে একটি ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট ইন্দুরকে দেখিয়া উহাকে পদাঘাত করেন, অমনি সে না মরিয়া বন্য শূকররূপে পরিণত হয়। পীরছাহেব বিস্মত নয়নে ইহা দেখিতে দেখিতে শূকরটিকে পদাঘাত করেন, হঠাৎ শূকরটি বৃহৎ হস্তী আকারেে পরিণত হইয়া যায়।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে হস্তী, তুমি কোন জগতের জীব? সে বলিল, আমি বাহ্য জগতের জীব নহি, আমার নাম নফছ (আম্মারা), আমি আত্মিক জগতের জীব, আমি আপনার পদাঘাতে সঙ্কুচিত হইব না, আমি আত্মিক জ্যোতিঃ প্রবাহ, জেকরের কশাঘাত, মোরাকাবার নূর ও পীরে কামেলের তাওয়াজ্জোহ দ্বারা শাসিত, সঙ্কুচিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকি। অঙ্গারের মলিনত্ব যেরূপ অগ্নি দ্বারা দূরীভূত হয়, সেইরূপ কামেল পীরের সঙ্গ লাভে নফছের স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয়। মাওলানা রূমি নফছের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

সমস্ত (দেহ) প্রতিমার মাজ তোমার নফছ; বাহ্য প্রতিমা ছোট সর্প ও তোমার নফছ বহৎ অজগর। অগ্নি দুই প্রকার, প্রকাশ্য অগ্নি পানি দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, আর দ্বিতীয় প্রকার প্রস্তর নিহিত অগ্নি, ইহা ঠুনকী (চক্‌মক্) পাথরের মধ্যে বিরাজ করিতেছে, সহস্র সমুদ্রের পানি দ্বারা ধৌত করিলে, ইহা নির্ব্বাপিত হইতে পারে না, ইহাই তোমার শরীরে লুকায়িত নফছ। মানব দেহে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি স্বভাবগুলির সমাবেশ আছে, ইহা নফছের প্রক্রিয়া। ইহার জন্যই চক্ষু হারাম দৃষ্টি করিয়া ও অন্তর কলুষিত ধারণা করিয়া মহা গোনাহের সঞ্চয় করিয়া থাকে; এই চক্ষের প্রেরণায় লোকে মহা গোনাহজনক ব্যাভিচারে লিপ্ত হইয়া থাকে। খোদা বলেন —

"তিনি চক্ষুগুলির বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরসমূহ যাহা গোপন করে তাহা অবগত আছেন।"

এই নফছ তোমার অন্তরে 'রিয়া' গরিমা ইত্যাদির সৃষ্টী করিয়া দিয়া তোমার সমস্ত জীবনের এবাদত কার্য্যগুলি বরবাদ করিয়া দিয়া থাকে। মাওলানা রূমি লিখিয়াছেন, একজন কৃষক চল্লিশ বৎসর যাবৎ গম সংগ্রহ করিয়া অবশেষে জানিতে পারিল, ইন্দুরে ছিদ্র করিয়া তাহার সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

এইরূপ অনেক দরবেশ বহু যুগ ধরিযা এবাদত করিয়া থাকে, কিন্তু নফ্‌ছ শুদ্ধি করারে উপায় নাজানায় উক্ত নফছ তাহার অন্তরে রিয়া, গরিমা সৃষ্টি করিয়া দিয়া যুগ যুগের বন্দিগীকে নাম কবুল করিয়া দিয়াছে।

এই নফ্‌ছ শুদ্ধি করিতে চহিলে, কামেল মোকাম্মেল পীরের শুভ দৃষ্টীর দরকার, ইহা ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য কোন উপায় নেই। তাই এতক্ষণ ধরিয়া আপনাকে তরিকতের আলোচনা শুনাইয়া কষ্ট দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

মাওলানা ছাহেব নিজেরে পীরের আদব সন্মান করিতে অতি

দক্ষ ছিলেন, যেরূপ ইনি তাঁহার ভক্তি করিতেন, তিনিও সেইরূপ তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অনেক সময় মাওলানা ছাহেব বড় জটিল মসলার মীমাংসার জন্য আ'লা হজরতের স্মরনাপন্ন হইতেন, পক্ষান্তরে পীর হইয়াও তিনি স্নেহের পাত্র মুরিদ মাওলানা ছাহেবেরে নিকট কোন কোন মস্‌লা সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাই প্রকৃত খোদা ও শরিয়তভক্ত পীরের লক্ষণ। হজরত নবি (ছাঃ) এল্‌মে-আওয়ালিন ও আখেরিন প্রাপ্ত হইয়াও কোন অস্পষ্ট উদ্দেশ্যে হজরত আবুবকর, ওমার প্রভৃতি শিষ্যগণের নিকট কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের এমাম আ'জম সময় সময় তাঁহার শিষ্য এমাম আবু ইউছফ, এমাম মোহাম্মদ, এমাম জাফর প্রভৃতি ছাহেবগণের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন, পীর ও মুরিদের মধ্যে কি অপূর্ব্ব প্রীতি প্রেম, শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ! মুরিদ নিজের স্বাধীনতাকে পীরের মর্জ্জির মধ্যে বিলাইয়া না দিলে, কি প্রকৃত মুরিদ হইতে পারে?

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব লিখিয়াছেন, যেরূপ মৃত জীবিতদের হস্তে মর্পিত হইয়া থাকে, খাঁটী মুরিদ সেইরূপ পীরের ইচ্ছায় অনুগত হইয়া থাকে। মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব লিখিয়াছেন, মুরিদের অন্তরে পীরের এরূপ মহব্বত ও ভক্তি থাকা আবশ্যক, যেন তিনি ইহার চক্ষের পুত্তলী স্বরূপ হয়েন। হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব লিখিয়াছেন, মুরিদ পীরের যত অধিক পরিমান মহব্বত করিবে, ততধিক পীরের আধ্যাত্তিক জ্যোতিঃ (ফয়েজ) তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইবে।

হজরত বলিয়াছেন ঃ "এক মুছলমান অন্য মুছলমানের দর্পন স্বরূপ।" দর্পণে যেরূপ নিজের প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয়, দর্পণ স্বরূপ পীরের ফয়েজ ঐ পরিমাণ মুরিদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইবে, যে পরিমাণ তাহার মহব্বত থাকিবে।

পীরের চলন চরিত্র লেবাছ-পোষাক রীতি নীতিতে মুরিদের পূর্ণ

তাবেদার হওয়া নিত্যান্ত দরকার। খাঁটি পীরের লক্ষণ কি, তাহাই এস্থলে আলোচ্য। খোদা বলিয়াছেন, অলিউল্লাহগণ পরহেজগার হইবেন। হজরত বলিয়াছেন, যাহাকে দেখিলে খোদার জেকর মনে পড়ে, তিনি তাহার সবচেয়ে বড় ভালবাসার পাত্র।

এইরূপ পীরের সম্বন্ধে মাওলানা রুমি বলিয়াছেন, এক জামানা অলিউল্লাহগণের সঙ্গলাভ শত বৎসর রিয়া শূন্য এবাদত অপেক্ষাও উত্তম। খাঁটি পীরের দ্বারা মুরিদেরা জেকর-ফেকর মোরাকাবা, পরহেজগারি শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, জাল পীরের দ্বারা মিথ্যা, ফেরেব, জুয়াচরি, অর্থ পিপুসা ও হারামখুরি শিক্ষা লাভ হয়। যে পীর সুদখোর, হারামখোরের দাওয়াত ও উপঢৌকোন গ্রহন করেন, তিনি পরহেজগারির মস্তক পদাঘাত করায় জাল পীর নামের উপযুক্ত। যাহার দরবারে হালালে হারাম বিনা বাদ বিচারে স্তুপীকৃত হইতে থাকে, তিনি কি আসল পীর হইতে পারেন?

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, "মানুষ যতক্ষণ সন্দেহজনক বিষয় ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পরহেজগার হইতে পারে না।"।

আরও তিনি বলিয়াছেন, "হারাম স্পষ্ট, হালাল স্পষ্ট, এতদুভয়ের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক বিষয় আছে, যে ব্যক্তি উহা হইতে পরহেজ করে নিজের সম্ভ্রম ও দীন বাঁচাইতে পারে। আর যে ব্যক্তি উহাতে পতিত হয়, হারামে পতিত হয়"

ইহাতে বুঝা যায়, যে পীরেরা হারামখোরের দাওয়াত ও উপঢৌকন গ্রহণ করে, তাহারা পীরের নামের কলঙ্ক।

যে পীরের খেদমতে যুগ যুগান্তর কাটাইলে, শরীরের জেকর ও মোরাকাবার নূর পরিলক্ষিত হয় না, তিনি পীর নহেন।

তরিকতের পীরেরা একবাক্যে বলিয়াছেন, কারামত প্রকাশিত হওয়া পীরত্বের শর্ত্ত নহে, বরং শরিয়তে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকাই প্রধান কারামত।

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায় কারামতের ২/৭৩/৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মিসরে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী ছিল, সে লোকের মনোভাব বলিয়া দিত, ইহাতে বহু মুছলমান তাহার চক্রে পড়িয়া ভ্রান্ত হইতেছিল। এক দিবস একজন মুছলমান বিদ্যান তাহাকে হত্যা করার ধারণায় বিষ মিশ্রিত ছুরি বস্ত্রের মধ্যে গোপন করিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দরজাটি খুলিতে বলিলেন। যোগী ঘরের মধ্যে হইতে বলিয়া উঠিল, তুমি লুকায়িত বিষ মিশ্রিত ছুরিখানা বাহিরে রাখিয়া গৃহে প্রবেশ কর। তখন উক্ত আলেম বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, হে যোগী, তুমি কিরূপে আমার লুক্কায়িত অস্ত্রেরে কথা অবগত হইলে? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল, আমি আমার নফছের কামনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি, এইহেতু এইরূপ অলৌকিক শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছি, আলেম বলিলেন, তুমি কি মুসলমান হইবা? সে বলিল, হাঁ। আলেম বলিলেন, ইহার কারণ কি? সে বলিল, আমি আমার নফছকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইছলাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, আর নফছের বিরুদ্ধাচরণ করাই আমার নিয়ম, এই হেতু আমি মুছলমান হইলাম। ছহিহ মোছলেমের একটি হাদিছে আছে ঃ— দাজ্জাল মৃত খেজের (আঃ) কে জীবিত বহু অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করিবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোন অলৌকিক ঘটনা দেখান পীরের পক্ষে জুররী ও আবশ্যক নহে। ইহা জাদুকরদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইতেও পারে। একদল ভাল পীর তছখিরে কুলুবের আমল জানে, তাহারা সেই আলেমের জন্য বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে; উপস্থিত লোকদিগকে পঙ্গপালের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া থাকে; খুলনা জেলার দক্ষিণ দেশে এরূপ একদল ভিক্ষুকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোন নৌকার ধারে দাঁড়াইয়া মোহিনী মন্ত্র পড়িতে থাকে, ইহাতে নৌকার লোকেরা হত জ্ঞান হইয়া নৌকার টাকা কড়ি, চাউল ডাউল সমস্ত দিয়া ফেলে। অনেক পীর

এইরূপ মোহিনী মন্ত্র দ্বারা লোকদিগকে বাধ্য ও তাহাদের টাকা কড়ি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

হজরত বাএজিদ বাস্তামি (রঃ) একজন কারামত বিশিষ্ট পীরের সংবাদ শুনিয়া শিষ্যগণসহ তাঁহার পরীক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, সেই পীর বাহির হইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি কেবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহা দেখিয়া হজরত বা এজিদ বাস্তামি (রঃ) তাঁহাকে ছালাম না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কেবলার সন্মান করিতে জানে না, সেই ব্যক্তি কিরূপে পীর হইবে?

পীরের এক লক্ষণ এই যে, হজরতের ছুন্নতের তাবেদার হইবেন, মোজাদ্দেদ ছাহেব বলিয়াছেন, পর্ব্বত তুল্য খয়রাত অপেক্ষা হজরতের একটি ছোট ছুন্নতের দরজা অধিক।

কতক পীরে মোছাফাহা করেন না, কিন্তু মোছাফাহা করা ছুন্নত, ইহাতে তাহার গরিমা প্রকাশ পায়।

কতক পীর পাকা দাড়ীতে কাল খেজাব করিয়া থাকে অথচ হজরত বলিয়াছিলেন, কাল খেজাবকারী বেহেশ্তের ঘ্রাণ পাইবে না।

কতক পীর দ্বারওয়ান নিযুক্ত করিয়া রাখে, কিন্তু হজরত নবি (ছাঃ) এর কোন দ্বারওয়ান ছিল না।

কতক পীর বলিয়া থাকেন, আমাদের ব্যতীত সত্যপরায়ণ পীর দুনইয়াতে নাই, আর কাহারও নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ নহে। ইহা হিংসা ও অহঙ্কারের লক্ষন। হজরত বলিয়াছেন হিংসা মানুষের দীন বরবাদ করিয়া ফেলে। অহঙ্কারী ব্যক্তি নিশ্চয় দোজখে প্রবেশ করিবে। এই হিংসা ও অহঙ্কার গোনাহ কবিরা। পীর হওয়া দূরের কথা, একজন পরহেজগারের মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না, এইরূপ অহঙ্কারী ও হিংসুক লোক পীর হইতে পারে না।

এক দল পীর, দল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অন্য পীরকে কাফের

বলিয়া ফৎওয়া প্রচার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ মুছলমানকে কাফের বলে, সে হজরতের হাদিছ অনুযায়ী নিজেই কাফের হইয়া যায়।

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব বলিয়াছেন, যদি কোন মুছলমানের মধ্যে এরূপ একটি কার্য্য দেখা যায় যে, উহার ৯৯ প্রকার অর্থে কোফর প্রমাণিত হয় এবং এক প্রকার অর্থে ইছলাম প্রমাণিত হয়, তবে তাহার প্রতি ইছলামের হুকুম দেওয়া উচিত।

কেহ কাহারও প্রতি কোফরের ফৎওয়া দিলে, দেখিতে হইবে, দুনইয়ার বড় বড় অধিকাংশ আলেম উহা ছহিহ বলেন কিনা? যদি তাঁহারা উহা ছহিহ না বলেন, তবে উক্ত ফৎওয়া বাতীল। যদি এই নিয়ম প্রতিপালন করা না হয়, তবে ছাহাবাগণ, এমামগণ, মোহাদ্দেছগণ, পীরগণ এমনকি হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবি ও হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব পর্য্যন্ত কাফের হইয়া যাইবেন। পীরের আসল কারামত মুরিদগণের অন্তর নুরে নূরানি হওয়া।

ছা'দ বোনাএবের হাফেজ আবদুল্লাহ ছাহেব শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি জ্বেন হাজির করার আমল জানিতেন, হুগলী জেলার একটি কিশোর বয়স্ক সুন্দর সুশ্রী ছেলেকে একটী পরী উড়াইয়া লইয়া যায়। হাফেজ সাহেব আমল করিয়া উক্ত ছেলেটিকে আনয়ন করিয়াছিলেন' ছেলেটি প্রকাশ করিয়াছেন, আমাকে উক্ত পরী লইয়া গেলে, তাহার বৃদ্ধা মাতা তাহাকে তিরষ্কার করিয়া বলে, তুমি কেন আদম সন্তানকে তাহার পিতামাতাকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া রাখিয়া আনিয়াছ? তদুত্তরে সে বলিয়াছেন, আমি নিঃসন্তান, এই ছেলেকে পোষ্যপুত্র করিব। বৃদ্ধা বলিল, তুমি হুগলী জেলার একটি ছেলেকে আনিয়াছ, সেই জেলায় একজন জবরদস্ত পীর আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে, জ্বেনের বাদশাহকে নিমেষে হাজির করিতে পারেন,

বা জ্বালাইয়া দিতে পারেন। তিনি জাব্বারী, কাহ্হারীর ফয়েজ দ্বারা তোমাকে নিমেষে জ্বালাইয়া দিতে পারেন। পরীটা বলিল, সত্য বটে খোদাতায়ালা তাঁহাকে আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ হইতেছেন, আর তিনি একন জেনকে জ্বালাইবার কার্য্য করেন না।

কলিকাতার একজন রুটি বিক্রেতা বলিয়াছেন, আমরা কয়েকজন রুটি বিক্রেতা ফুরফুরার হজরতের মুরিদ ছিলাম, আমাদের বাসার নিকট একজন আজানগাছির মুরিদ ছিল, সে ব্যক্তি আমাদিগাকে ফুসলাইয়া পুনরায় আজানগাছি ছাহেবের নিকট মুরিদ করিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন, আমাদের কেহ কেহ আজানগাছি ছাহেবের নিকট গিয়াছিল, এক রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিলাম, যেন ফুরফুরার হজরত উলঙ্গ তরবারি হস্তে ধারণ করিয়া গরম নজরে আমাদের দিকেদৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন, তোমরা আমার মুরিদ হইয়া এখন একজন বেদয়াতির নিকট মুরিদ হইতে যাইতেছ? আমি ইহা দেখিয়া পরদিবস সকলকে জানাইয়া দিলে, সকলেই পুনরায় ফুরফুরার হজরতের নিকট গিয়া নূতন করিয়া তওবা করি।

চট্টগ্রামের মাওলানা আবদুল জাব্বার ছাহেব প্রথম ফুরফুরার হজরতকে নেজামপুরে লইয়া যান, তথায় একজন জবরদস্ত মাওলানা ছিলেন, তাঁহার নাম মাওলানা গোলাম রহমান ছাহেব, ইনি নিজের এলমের গৌরবে হজরতের নিকটে বসিতেন না, মগরেবের নামাজের সময় ফুরফুরার হজরত বলিলেন, বাবা মাওঃলানা ছাহেব, আপনি নামাজ পড়ুন। মাওলানা ছাহেব নামাজ আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরীরে মহা কম্পন উপস্থিত হইল, তিনি অতিকষ্টে ছুরা ফাতেহা শেষ করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন অন্য ছুরার কোন আয়ত মনে পড়িতেছিল না, বহুক্ষণ পরে ছুরা ফালাক ও ছুরা নাছ পড়িয়া মামাজ

শেষ করিলেন। পরে তিনি মাওলানা আবদুল জাব্বারকে বলিলেন, আপনি মানুষ আনেন নাই। একজন ফেরেশতা আনিয়াছেন, তৎপরে তিনি হজরতের নিকট মুরিদ হইয়া গেলেন।

ত্রিপুরা জেলায় রামপুর গ্রামেরে মাওলানা ওয়াএজদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফুরার হজরত ফরিদগঞ্জের সভায় আসিয়াছিলেন, আমি কয়েকটি জটিল মছলা জিজ্ঞাসা করিব ধারণায় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি ওয়াজ আরম্ভ করিয়াছেন। আমি সভার পূর্ব্বে উপস্থিত হইতে না পারায় আক্ষেপ করিতেছিলাম। তৎপরে তিনি ওয়াজের মধ্যে আমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া দিলেন। সভা অন্তে বলিলেন, বাবা মাওলানা ওয়াএজদ্দিন ছাহেব। আপনি আমার বাটিতে যাইবেন। তৎপরে আমি একা এক সময় ফুরফুরায় উপস্থিত হইলাম। হজরত পীর ছাহেব আছরের নামাজ দহলিজে পড়িলেন, আমি মছজেদে জামায়াতে নামাজ পড়িয়া দহলিজে উপস্থিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, একজন পীর মানুষ জামাত ত্যাগ করেন। অমনি পীর ছাহেব বলিলেন, বেশী বর্ষা হইতেছে, এজন্য আমি জমাতে উপস্থিত হইতে পারিলাম না, ইহাতে আপনি মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিবেন না, ইহার পরে কয়েক গাড়ী ইষ্টক আনীত হইল, তিনি গাড়োয়ানদিগের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, এইরূপ দুনইয়াদার লোক কিরূপ পীর হইবেন। অমনি পীর সাহেব বলিলেন, বাবা আমি দুনইয়াদার পীর। আমি মনে মনে লজ্জিত হইতেছিলাম, পরে তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়া তরিকত শিক্ষা করিতে থাকি।

আমরা শুনিয়াছি যখন হজরত পীর সাহেব প্রথমে নওয়াখালী টাউনে ওয়াজ করেন, সেই সময় একজন মাওলানার এইরূপ নির্দ্ধারীত যাবতীয় মছলার উত্তর তিনি ওয়াজ প্রসঙ্গে প্রদান করেন।

নওয়াখালী জেলার বসেকপুরের মাওলানা আবদুল্লাহ ছাহেব বলেন, এক সময় আমরা পাঁচ জন লোক রাত্রির ট্রেণে শিয়াখালায় উপস্থিত হইয়া ফুরফুরায় পৌছিয়া অসময়ে পীর ছাহেবের বাটীতে অতিথি হওয়া অনুচিত ধারণায় অন্য কোন লোকের দহলিজে শয়ন করিলাম। অতিরিক্ত মশার জন্য তথা হইতে রওয়ানা হইয়া পীর ছাহেবের দহলিজে উপস্থিত হইলাম। আমরা শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদের গ্রামবাসী তথাকার মোদার্রেছ মাওলানা হাফিজুল্লাহ ছাহেব বলিলেন, আমরা কয়েকজন লোক আহার করিতে বসিয়াছিলাম, আমাদের বাসন দেওয়া হইলে, পীর ছাহেব বলিলেন, আরও ৫ খানা বাসনে ভাত তরকারী দিয়া উঠাইয়া রাখ। আমরা বলিলাম, হুজুর আমরা সকলেই বাসন লইয়াছি। তিনি বলিলেন, ৫ খানা বাসনের ভাত তরকারী উটাইয়া রাখ না কেন। যাহা হউক, আপনারা কয়জন? আমরা বলিলাম, আমরা ৫ জন। তিনি বলিলেন, পীর ছাহেব আপনাদের জন্য ভাত তরকারী রাখিতে বলিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব বলিয়াছেন, আমি ১৩৩৯ সালের শেষ জ্যোষ্ঠ বশিরহাটে একটা বিরাট সভা করার জন্য বৈশাখ মাসে ফুরফুরার আ'লা হজরতকে দাওয়াত দিতে লোকের বাটীতে যাই। বর্ষা পড়িতেছিল, ষ্টেশন হইতে নামিয়া পাল্কীর বন্দোবস্তো করার জন্য এক দোকানে দাঁড়াইয়া আছি। এমতাবস্থায় একজন মৌলবী ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি চট্টগ্রামের বাশেন্দা, তিনি বলিলেন আপনি কোথায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, ফুরফুরার হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, ফুরফুরার হজরত আমাকে বিদায় দান কালে বলিয়াছিলেন, আপনি যান, আর একজন মেহমান আসিতেছেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মাওলানা আফচারদ্দিন

ছাহেব বলিয়াছেন, আমি মেছুয়া বাজারে জমিয়ত অফিসে ছিলাম। সেই সময় ফুরফুরার হজরতের বড় ছাহেবজাদা মওলানা আব্দুল হাই ছাহেব বাড়ীতে পীড়িত ছিলেন। হঠাৎ আমি শুনিলাম, যেন পীর ছাহেব বলিতেছেন, বাবা মাওলানা আফছারদ্দিন, এই ঔষধটা লইয়া আইস। আমি সেই ঔষধ লইয়া ফুরফুরায় উপস্থিত হইয়া জনাব পীর ছাহেবকে এই ঘটনা উল্লেখ করায় তিনি বলিলেন হাঁ বাবা, আমি বলিয়াছিলাম, যদি মাওলানা আফছারদ্দিন এখানে থাকিতেন, তবে আবদুল হাই এর জন্য এই ঔষধটা আনিয়া দিতে পারিতেন।

উক্ত মাওলানা আফছারদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, এক সময় আমরা ফুরফুরার হজরতের সঙ্গে কোন একে গ্রামে দাওয়াতে গিয়ছিলাম। তিনি পাল্কীযোগে ট্রেনের পূর্ব্বে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের স্টেশনে পৌঁছিতে দেরী হইল, তাঁহার আসবাবপত্র সমস্ত আমাদের সঙ্গে ছিল, ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গেল আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছিতে ট্রেনের নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টাকালে বিলম্ব হইল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, লাইনের পয়েন্ট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথায় দুইখানা ট্রেন একত্রিত হয়াছিল দুইখানা ট্রেন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আধঘন্টা সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আমরা তথায় গিয়া টিকিট লইয়া আসবাবপত্র সহ গাড়ীতে উঠিলেই ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ভিংরা ষ্টেশনের ৮ মাইল দূরে নলুয়া গ্রামের খোন্দকার মৌলবী আবদুল মজিদ ছাহেব বলিয়াছেন, আমি ৭ বৎসর যাবৎ জৌনপুরী মাওলানা আবদুর রব ছাহেবের নিকট মুরিদ হইয়া কিছু ফয়েজ লাভ করিতে পারি নাই। এক রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেবকে ওয়াজ করিতে দেখি, আর এক রাত্রে উক্ত হজরতকে উত্তর দক্ষিণ লম্বামান এক মছজেদে দক্ষিণ পূর্ব্ব রোমে

বসিতে দেখিয়া আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হই, তিনি বলিলেন, বাবা, তোমার না আসিলেও চলিত, তৎপরে তিনি আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন, আমি শয়ন করিলে তিনি একখানা কম্বল দিয়া আমাকে ঢাকিয়া দিয়া আমার লতিফা কলবের উপর পরপর তিনবার ফুক দিলেন, ইহাতে আমার কলব কম্পিত হইয়া উহা হইতে জেকর জারি হইতে লাগিল। আমি জাগরিত হইয়া উক্ত জেকর শুনিতে পাইলাম, আমার পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা আমার নিদ্রিত অবস্থায় কলবের জেকর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তৎপরে আমি ছোট সুন্দরদিয়াতে তাঁহার নিকট বয়বত করিয়া নূতন ছবক লই।

হুগলী জেলার পাহাড়পুরে দুইজন অলীর মাজার আছে, ফুরফুরার হজরত একজন অলীর সংবাদ জানিতেন, তিনি সেই অলীর কবরের পাঁচ রশি দূরে মৌলবী মছউদোছ ছোবহান ছাহেবের দহলিজে বসিয়া মোরাকাবা করিতেছিলেন, তিনি ইহা জানিতেন না যে, দক্ষিণ দিকে একজন অলীর মাজার আছে, কিন্তু তিনি দক্ষিণ দিক হইতে একটি তীক্ষ্ণ সুবাসের ঘ্রাণ অনুভব করিলেন, যাহার তুলনা দুনিয়াতে নাই। মোরাকাবা শেষ করিয়া তিনি উক্ত মৌলবী ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐদিকে কোন অলির মাজার আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ আছে। এখনও মুছলমান বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত অনেক আএমা জাএদাদ আছে, এখানকার লোকেরা উহার অধিকারী হইয়া আছে।

নওয়াখালীর রায়পুরা মৌজার নিকটবর্ত্তী চর-মাদারির মুনসী আবদুছ ছামাদ ছাহেব বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফুরার হজরত কেরওয়ার চরে আসিয়াছিলেন, আমি, চরপাতার মৌলবী আহমদুল্লাহ ছাহেব ও নাগের দিঘিরপাড়ের কারি এছমাইল ছাহেব তাঁহার পাক হস্তে মুরিদ হইয়াছিলাম, এক সময় একজন সুদখোর, পণখোর,

লোকদিগকে এবং আমাকেও জেয়াফতের দায়ত দিয়াছিল। জেয়াপতের দুই দিবস পূর্ব্বে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি গোছল করিয়া জুতা পায়ে দিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়ার জন্য প্রথম দরওয়াজার নিকট গিয়া দেখি তথায় বিষ্ঠা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, বাহিরে পা রাখিলেই জুতা বিষ্ঠায় কলুষিত হবে এই আশঙ্কায় দ্বিতীয় দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, উহার সম্মুখে বিষ্ঠারাশি রহিয়াছে, সেই দ্বার দিয়া বাহির হইতে পারিলাম না, একটু পরে দেখি, বাটীর চারি পার্শ্বস্থ পগারগুলি বিষ্ঠা রাশিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এমতাবস্থায়, আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। জিয়াফতের তারিখের পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি যেন এক খ্রীষ্টানের জিয়াফতে উপস্থিত হইয়াছি, সে আমার খাওয়ার জন্য শূকর-মাংস উপস্থিত করিয়াছে। আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিলাম, অবশেষে সে ব্যক্তি মূলা ও শইল মৎস্যের তরকারী উপস্থিত করিল, আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতেছিলাম, সে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছিল, আমি আপনার জন্য ইহা ভাল করিয়া রন্ধন করাইয়াছি। তথাপি আমি উহা খাইতে অস্বীকার করিতে ছিলাম, এই গোলমালের মধ্যে দেখিলাম, ফুরফুরার হজরত পাল্কীতে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন বাবা, আমি রায়পুর হইতে চাঁদপুরে যাইতেছি।

আরও উক্ত মুনশী ছাহেব বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি যে, ফুরফুরার হজরত যেন দিঘীরপাড়ে সভা করিতেছেন, আর আমি যেন তাঁহার হাত পা টিপিয়া দিতেছি। কিছু দিবস পরে উক্ত হজরত দ্বিতীয়বার কেরওয়ার চরে আগমন করিলেন, আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাত পা টিপিতে গেলাম, ইহাতে তিনি বলিলেন, বাবা, আমি মুরিদগনের দ্বারা হাত পা টিপিয়া লই না। আরও তিনি বলিয়াছেন, যে সময় নওয়াখালীর মাওলানা হামেদ ছাহেব

ফুরফুরার হজরতের বিরুদ্ধে একখানা বাতীল ফৎওয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় কারি এবরাহিম ছাহেবের শিষ্য কারি আবদুল মজিদ ছাহেব কোরাণ পাকের খতম শুনাইতে ছিলেন আমিও সেই খতম শুনিতে শরিক হইয়াছিলাম। তাঁহার সম্মুখে ফুরফুরার হজরতের আলোচনা উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুরিদ কারি এছমাইল ছাহেব বলিলেন, আমি তাঁহার নিকট মুরিদ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখন আমি তাঁহার বয়য়ত ফছ্‌খ করিতেছি, আরও অনেক কথা বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই ব্যাপারে আমি দুঃখিত হইলাম। সেই রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিলাম যে, আমরা প্রায় ৫০ জন লোক কোন দাওয়াত হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, আমাদের অগ্রে কারি এছমাইল ছাহেব যাইতেছেন, হঠাৎ কারী এছমাইল ছাহেব একটা বৃহৎ পুষ্করিণীতে পড়িয়া ডুবিয়া যাইতেছেন, তিনি এমতাবস্থায় চীৎকার করিয়া আমাকে বলিতেছেন, হে মুনশী সাহেব, আপনি ফুরফুরার হজরতের আপনিই আমাকে উদ্ধার করুন। আরও তিনি বলিয়াছেন, যে দিবস ছোট সুন্দরদিয়াতে ফুরফুরার হজরত সভা করিয়াছিলেন, উহার পূর্ব্ব রাত্রে আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছিলাম যে, তিনি যেন বলিতেছেন, আমি আগামীকল্য ছোট সুন্দরিদিয়াতে সভা করিব, তুমি তথায় উপস্থিত হইবা।

যদি কখনও আমার 'তাহাজ্জদ' পড়া ত্রুটি হয়, তবে পীর ছাহেব আমাকে স্বপ্নযোগে উহা পড়িতে তাকিদ করেন। নওয়াখালী জেলার বশুরহাটের নিকটবর্ত্তি চর হাজারি গ্রামের দরবেশ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি, যেন বেহেশতের মধ্যে একটি সংবাদ উচ্চ শব্দে ঘোষনা করা হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের জন্য শহরত দেওয়া হইতেছে? উত্তর হইল হামেদ সাহেব পাগল হইয়া একখানা বাতীল ফৎওয়া প্রচার করিয়াছেন, আর

ফুরফুরার হজরত জামানার মোজাদ্দেদ হইয়াছেন। নওয়াখালী জেলার শ্রীনদী গ্রামের মাওলানা হাজী ছুফি ছাহেব মোহাম্মদ হাতেম ছাহেব কলিকাতা টীকাটুলি মছজেদে এক রাত্রে ফুরফুরার হজরতের বালিশ ও বিছানার উপর নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তিনি কয়েকবার স্বপ্নযোগে দেখেন, যেন আছমান হইতে দলে দলে ফেরেশতা নাজেল হইতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন, ফুরফুরার হজরত এই জামানার মোজাদ্দেদ।

ভবানীগঞ্জের মাওলানা আজিজর রহমান ছাহেব বলিয়াছেন, চরপাতার মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেব আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাহার হাতে মুরিদ হইবেন। আমি তাঁহাকে এস্তেখারা করিতে বলিলাম। তিনি চারি দিবস পরে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে একটা বিরাট মজলিশ হইয়াছে, তথায় হজরত নবি (ছঃ) এর চারি খলিফা, হজরত বড় পীর ছাহেব, হজরত মোজাদ্দেদ ছৈয়দ আহম্মদ বেরেলবি ও হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর ডাহিন দিকে ফুরফুরার পীর ছাহেব আছেন, মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেব অনির্দ্দিষ্টভাবে বলিলেন, আমাকে শিক্ষা দিন। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফুরফুরার হজরতের প্রতি তাহার শিক্ষা প্রদানের আদেশ দিলেন। তিনি শিক্ষা লইলে, সমস্ত লতিফা জারি হইয়া গেল। তৎপরে তিনি উক্ত হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নকশবন্দীয়া তরিকা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি ১৩৩৮ সালে এন্তেকাল করিয়াছেন।

উক্ত মাওলানা ছাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার হজরত চর পৌয়ার মজলিশে উপস্থিত হইলে, একজন লোক ১৮ বৎসর বয়সের এক পুত্রকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, সেই ছেলেটি মাতৃগর্ভ হইতে বোবা হইয়াছিল, মগরেবের পরে তাহার পিতা হজরতকে তাহার বাকশক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করিতে আবেদন করিল। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, হজরত মোরাকাবার পরে ইহার জন্য দোয়া করিবেন।

হজরত বলিলেন, এশার অজিফার পরে দোয়া করিব। অজিফার পরে তিনি ইশারা করিয়া তাহাকে মুখ খুলিতে বলিলেন, সে মুখ খুলিয়া দাঁড়াইলে, তিনি ৩ বার ফুক দিলেন। অমনি তাহার জবান খুলিয়া গেল, সে বাহিরে গিয়া বলিল, বাবা এই দিকে আসুন।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে সময় ফুরফুরার হজরত রামপুরের খলিল মিঞার বাটীতে আসিয়াছিলেন, তিনি একজন লোককে কিছু দুধ আনিতে আদেশ দেন, সে ব্যক্তি বাটী গিয়া দেখে, তাহার গাভীর দুধ বাছুরে খাইয়া ফেলিয়াছে, সে অন্য এক সুদখোরের গাভীর দুধ তাহার বিনা অনুমতিতে দোহন করিয়া আনিয়াছিল। খলিল মিঞা ছাহেব সমস্ত দুধ বাটীর মধ্যে জাল দিতে পাঠাইয়া দেন, সেই বাটিতে দুধ জাল দিতে দিতে দুধ সূতার ন্যায় হইয়া লাকড়ির সহিত জড়াইয়া উঠিতেছিল। উহা ৩৬ হাত লম্বা হইয়াছিল, সমস্ত দুধ এইরূপ হইয়া গিয়াছিল। হজরত পীর ছাহেব ইহা শুনিয়া দুধের অবস্থা তদন্ত করিতে বলিলেন, যে ব্যক্তির দুধ আনিয়াছিল, সে বলিল, উহা অপরের গাভীর দুধ তাহার বিনা অনুমতিতে আনা হইয়াছে। রায়পুরার মুঃ আশরাফ আলি পণ্ডিত ছাহেব বলিয়াছেন, সে সময় ফুরফুরার হজরত বশেকপুরে তশরিফ আনিয়াছিলেন, আমি বেলা ১১ টার সময় রওয়ানা হইয়া দুই ঘন্টার মধ্যে কিরূপে ১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বশেকপুরের ওয়াজের সভায় উপস্থিত হইলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। বিরাট সভার লোকদিগের অসংখ্য টুপি দৃষ্টীগোচর হইতেছিল। যেন প্রত্যেক টুপিতে নূর আলোকিত হইতেছিল।

নওয়াখালী জেলার কেওড়া গ্রামের আবদুল ব্যাপারীর পুত্র কলিকাতায় গিয়া টীকাটুলি মছজেদে ফুরফুরার হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, নদীয়ার এক সুদখোর জমিদার ৫টা টাকা হজরতকে

নজর দিয়াছিল, তিনি উহা জেবে রাখিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া বলিলেন, তুমি কি সুদ খাইয়া থাক? অমনি সে হজরতের পায়ে হাত দিয়া বলিল, ইহার পরে যদি আমি সুদ লই, তবে যেন আল্লাহর দীদার ও নবীর শাফায়াত হইতে বঞ্চিত হই। হজরত পীর ছাহেব টাকাগুলি না লইয়া ছুফি তাজাম্মোল হোছেন ছাহেবের নিকট আমানত রাখিয়া বলিলেন, যদি সে এক বৎসর পর্য্যন্ত সুদের তওবা কায়েম রাখে, তবে উহার বিহিত ব্যবস্থা করা হইবে। আবদুল ব্যাপারীর পুত্র বলেন, আমি সেই জমিদারকে ধর্ম্মতলার বড় মছজেদে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া বলিলাম, হজরত পীর ছাহেব যখন আপনাকে বলিলেন, তুমি কি সুদ খাও, তখন আপনি কেন তাঁহার পা ধরিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যখন হজরত পীর ছাহেব আমার দিকে নজর করিলেন, তখন আমি বড় একটা অজাগর আমাকে দংশন করিতে ধাবিত হইতেছে ইহা দেখিতে পাইলাম। এইহেতু আমি তাঁহার পা ধরিয়া উক্ত কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম। রায়পুরার হাজি আশরাফদ্দিন পণ্ডিত বলিয়াছেন; আমি চট্টগ্রামের কাছেম আলি শাহজীর সহিত উপযুক্ত পীর ধরিবার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ছিলাম, তিনি মাইজ ভাণ্ডারের ভক্ত ছিলেন, তিনি বলিলেন, মাইজ ভাণ্ডারেরর পীরের উপর আপনার ভক্তি হইবে না। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আপনার জন্য সুসংবাদ আনিয়াছি, ফুরফুরার পীর ছাহেব নওয়াখালীতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কারামত দেখিয়াছি। নওয়াখালীর একটা লোক একটা বোবা ছেলেকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল, উক্ত পীর ছাহেব তাঁহার মুখে ফুক দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার ছেলে রাত্রে তিনবার পায়খানায় যাইব বলিয়া ডাকিলে, তুমি উত্তর দিবা। তাহাই হইল, সেই ছেলেটা সেই হইতে বাকশক্তি পাইয়াছিল। আমি ইহা শুনিয়া হজরত পীর সাহেবের নিকট মুরিদ

হইলাম।

দেবীপুরের শাহ ইয়াছিন সাহেব বলিয়াছেন, দুর্গাপুরের ব্যাপারীর বাড়ীর মুনশী ইউছফ আলি ছাহেব শিবপুরের আবদুল আজিজ দরবেশের নিকট মুরিদ হইয়া বহু টাকাকড়ি তাহাকে দিয়া ফেলে সে ব্যক্তি নামাজ রোজা কোরআন পাঠ ত্যাগ করে, তাহার পেটের মধ্যে একটা জ্বেন প্রবেশ করিয়া কথা বলিত, তাহাকে নামাজ পড়িতে ও কোরআন পড়িতে বাধা দিত। কোন কারণে তাহার আবদুল আজিজ দরবেশের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। এক সময় সে ব্যক্তি মাওলানা আবদুর রব সাহেবের বোটে সেই জ্বেনটি তাড়াইয়া দেওয়া উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়, জ্বেনটি পেট হইতে বলিতে থাকে, আমাকে তাড়াইয়া দেওয়া ইহার কাজ নহে। এক সময় সে ব্যক্তি ফুরফুরার হজরতের নাম শুনিয়া কলিকাতায় যাইতে চাহে, ইহাতে জ্বেনটি কোন কথা বলেনা। সে ব্যক্তি টীকাটুলি মছজেদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাকে কোন অজিফা পড়িতে বলেন, সেই হইতে সেই রুগী সুস্থ হইয়া গিয়াছে।

ভবানীগঞ্জের কুশাখালীর হানিফ মুনশী বলিয়াছেন, তাহার এক পুত্র ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ ছিল, যখন তাহার এন্তেকালের সময় উপস্থিত হয়, সে অন্য লোকের নিকট মুরিদ হইতে অস্বীকার করিতেছিল, সে ঐ অবস্থায় বলিতে লাগিল, তোমরা ভাল বিছানা বিছাইয়া দাও, ফুরফুরার হজরত আসিয়াছেন, সেই সময় তাহার শরীর হইতে কলেমার জেকর স্পষ্টভাবে শুনা যাইতেছিল।

শায়েস্তানগরের অন্ধ আশরাফ আলি মিঞা ফুরফুরার হজরতের নিকট মুরিদ হইয়াছিল, তিনি তাহাকে সুদখোরের বাটিতে খাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, সে এই নিষেধ অমান্যকরিয়া দুই দিবস সুদখোরের

বাটীতে খাইয়াছিল, ইহাতে সে পাগল হইয়া যায়, এই অবস্থায় সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিত। তৎপরে লোকেরা তাহাকে কলিকাতায় হজরত পীর ছাহেবের নিকট লইয়া যায়। হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, সে কি সুদখোরের বাটীতে খাইয়াছে? সঙ্গীরা বলিল, হাঁ তৎপরে পীর সাহেব তাহাকে তওবা করাইয়া দিলে, সে সুস্থ হইয়া যায়।

জমিয়তে-ওলামার সেক্রেটারী মাওলানা আফছারদ্দিন ছাহেব বলিয়াছেন, ফুরফুরার হজরতের এক ফুকে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তি কোন গ্রামের এক বাকশক্তি রহিত ম্যাটট্রিক পাশ যুবক তারাবাড়িয়া মাদ্রাছা গৃহে বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তথার বঙ্গ গৌরব মৌলবী এ, কে, ফজলোল হক ছাহেবেও উপস্থিত ছিলেন।

পাঠক ! যিনি অলিয়ে কামেল হয়েন, কেবল যে মনুষ্যেরা তাঁহার অনুগত্য স্বীকার করেন, তাহা নহে, এমনকি জ্বেনদৈত্যেরাও তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে। কত দেশী বিদেশী লোক পীর হওয়ার দাবী করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের পীরত্বের স্পষ্ট প্রম্যণ হয় না, সহস্র সহস্র জ্বেনদৈত্যগস্ত রোগী যে পীরের তদবীরে সুস্থ হইয়া থাকে, তাঁহার অলিয়ে-কামেল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মুরিদেরা পীরের পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা কারামত সাজাইয়া প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু জ্বেন-দৈত্যের অনুগত্য স্বীকার, ইহাতে মিথ্যা, ভেজালের কোন উপায় নাই।

ফুরফুরার হজরত মুরিদগণকে কুওয়াত ও জাব্বারী কাহহারীর মোরাকাবা শিক্ষা দিতেন, এই ফয়েজ দ্বারা জ্বেনদিগকে বিতাড়িত করা, বন্দী করা এবং জ্বেনের বাদশাহকে হাজের করা সম্ভব হইয়া থাকে।

ইহাও মনে রাখা উচিত, হজরত শাহ ওলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল জমিল কেতাবে লিখিয়াছেন, পীর হওয়ার পাঁচটি শর্ত্ত আছে, এক শর্ত্ত এই যে, সে ব্যক্তি বহু জামানা পর্য্যন্ত পীরের খেদমতে থাকিয়া

নূর ও আত্মিক শান্তি লা করিয়া থাকে।

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরায়-কারামত নূরোন-আলা-নূর কেতাবদ্বয়ে লিখিয়াছেন এই তরিকত শিক্ষা আদান প্রদানের উপরই নির্ভর করে, ইহা টুপি ও শেজরা প্রদানের উপর নির্ভর করে না।

ফুরফুরার হজরত বহুকাল পর্য্যন্ত হজরত মাওলানা শাহ ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের খেদমতে থাকিয়া সমস্ত তারিকা শিক্ষা করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে আমাদের দেশের কতিপয় লোক ১০/১১ বৎসর বয়সে পীরের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু শিক্ষা না করিয়া বোট, পাগড়ী, টুপি, শেজরা পাইয়া মস্ত বড় পীর হওয়ার দাবী করিয়া বসিলেন, নিরক্ষর লোকেরা তাহাকে অতুলনীয় পীর ধারণা করিয়া তাহার খেদমতে হাজের হইয়া শেজরা লইয়া খেলাফতের দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা একেবারে জাল পীরত্ব ও খেলাফত।

হজরত শাহ ছুফি ফতেহ আলি ছাহেব মুরিদগণকে মূহূর্ত্তের মধ্যে হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করাইয়া দিতেন। হজরত মাওলানা গোলাম ছালমানি মরহুম ছাহেব (যিনি) তাঁহার খলিফা ছিলেন বলিয়াছিলেন, এক দিবস কলিকাতা মাদ্রাছার মোদার্রেছ হজরত মাওলানা ছায়াদাত হোছেন ছাহেব আমার পীর ছাহেবের নিকট বসিয়াছিলেন, হজরত পীর ছাহেব একটি হাদিছ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তৎশ্রবণে মাওলানা ছায়াদত হোছেন ছাহেব বলিলেন, হুজুর ! এই হাদিছটি ছহিহ নহে। পীর ছাহেব বলিলেন, না মাওলানা, ইহা ছহিহ হাদিছ। মাওলানা ছাহেব ইহা অস্বীকার করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি অচৈতন্য হইয়া গেলেন। পীর ছাহেব আমাকে বলিলেন, তুমি মাওলানার মস্তকে পানি দাও। কিছুক্ষণ পরে মাওলানা ছাহেব চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, হাঁ ছুফি ছাহেব, হাদিছটি নিশ্চয়ই

ছহিহ। মাওলানা ছাহেব চলিয়া গেলে, আমি হজরত পীর ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর । এই ব্যাপারটি কি ? হজরত পীর ছাহেব বলিলেন, ইনি একটি হাদিছের ছহিহ হওয়া অস্বীকার করিতেছিলেন, এই হেতু আমি তাঁহার উপর এস্তেগ্ রাকের ফয়েজ নিক্ষেপ করিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করাইয়া দিলাম। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, হে ছায়াদত হোছাএন, উহা আমার ছহিহ হাদিছ। ইহা শুনিয়া মাওলানা ছাহেব উহার ছহিহ হওয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

কলিকাতার শেখ খোদাবখশ বলিয়াছেন, জনাব ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের জনৈক মুরিদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, আমি এত পরিশ্রম করি, কিন্তু আমার কলব জারি হইতেছে না। ছুফি ছাহেব বলিলেন, তুমি কি কোন সুদখোরের জিয়ারত খাইয়া থাক ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ আমার জামাতা সুদখোর, তাহার জেয়াফত খাইয়া থাকি। ছুফি ছাহেব বলিলেন, এই হেতু তোমার কলব জারি হয় না। তৎপরে ছুফি ছাহেব বলিলেন, তুমি এই বিছানার দিকে লক্ষ্য কর, তাঁহার তাওয়াজ্জহে বিছানা বিকম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, বিছানা তাওয়াজ্জোহ দ্বারা বিকম্পিত হয়, কিন্তু হারাম ভক্ষণে তোমার হৃদয় এরূপ কলুষিত হইয়াছে যে, উহা কম্পিত হইল না।

এক দিবস মেদিনীপুরী শাহ মোর্শেদ আলি ছাহেবের একজন মুরিদ কলিকাতা বিবি ছালেটের মছজেদে হজরত মাওঃ শাহ ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হুজুর আমি দরুদ পড়িয়া থাকি, হজরত নবি (ছাঃ) এর ছায়া দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিতে পাই না, ইহার কারণ কি? তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি দরুদ শরিফ কিরূপ পড়িয়া থাক। হজরত বলিলেন, ছাল্লে আলাছইয়েদেনা মোহাম্মদ বলিয়া আমার অছিলা দিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া

সরুপ পড়। তিনি তাহাই করা মাত্র হজরতের জিয়ারত তাঁহার নছিব হইয়া গেল।

এক দিবস হজরত ছুফি ছাহেব পাল্কীতে যাইতেছিলেন, এক বিহারাকে সর্পে দংশন করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, কোন ভয় নাই, তোমরা চলিতে থাকে, তিনি কুয়তের ফয়েজ দ্বারা বিষ আকর্ষণ করিয়া লইলেন, অমনি বিহারা সুস্থ হইয়া গেল।

হজরত ছুফি ছাহেব ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেব কে সমধিক কাশফ শক্তি সম্পন্ন ধারণা করিতেন, এই হেতু এক দিবস তিনি ফুরফুরার হজরতকে বলিলেন, বাবা ! তুমি আমার অছিলা দিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত করার নিয়তে বসিয়া তাঁহার সহিত জিয়ারত হইলে, অমুক বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর জানিয়া লইবা। ফুরফুরার হজরত, হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভ করিয়া সেই বিষয়টি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর জানিয়া লইলেন। এই হেতু তাহাকে রছুল-নোমা পীর বলা হইত।

এক সময় হজরত ছুফি ছাহেব এবং তাঁহার কন্যা জোহরা খাতুন পৃথক পৃথক পাল্কীতে যাইতেছিলেন, একস্থানে উভয় পাল্কী নামান হইয়াছিল, হজরত জোহরা খাতুনের পাল্কী হজরত ছুফি ছাহেবের পাল্কী হইতে একটু দূরে নামান হইয়াছিল, তিনি পাল্কীতে হাত মারিয়া হজরত ছুফি ছাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন, এইস্থানে গাজার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, আমি এই দুর্গন্ধ সহ্য করিতে পারিতেছি না, এই স্থান হইতে পাল্কী সরাইতে বলুন। ছুফি সাহেব পাল্কী সরাইতে আদেশ দিয়া এই বিষয়ের তদন্ত করিতে লাগিলেন, লোকেরা বলিল বহু বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে একজন গাঁজাখোর লোক থাকিত। যাঁহারা আহলোল্লাহ হন, তাঁহাদের দৃষ্টী এত প্রবল শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এই ছেলছেলা ভুক্ত শাহ তালেবুল্লাহ ছাহেব খুলনা জেলার

শোলপুরে উপস্থিত হইলে, তথাকার বড় মিঞা ইউছোফ আলি ছাহেব নিজের মৃত পিতার গোরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কাশফ করিয়া বলেন, আপনার বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতেছি, তিনি নদীর ধারে বসিয়া ওজু করিতে দাড়ী খেলাল করিতেছেন, বড় মিঞা বলেন, আমার পিতা প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন, তিনি ওয়াক্তিয়া নামাজ মছজেদে পড়িতেন এবং প্রত্যেক ওয়াক্তে নদীর পাড়ে বসিয়া ওজু করিতেন। তাহাই শাহ ছাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা অবিকল দাদা পীর ছাহেবের কন্যার কাশফের তুল্য।

হজরত ছুফি ফতেহ আলি ছাহেব চট্টগ্রামের বাশেন্দা ছিলেন, তিনি নিজের ওয়ালেদা মাজেদাকে সঙ্গে লইয়া হজ্জে রওয়ানা হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার ওয়ালেদা মাজেদা এন্তেকাল করেন, এই হেতু তিনি হজ্জে যাইতে পারিলেন না। তিনি মাওলানা মোহম্মাদ রাশেদ মরহুম সহ ফুরফুরা শরিফে পড়িতে থাকেন, তৎপরে তাঁহারা উভয়ে ঢশাতে পড়িতে থাকেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে কলিকাতার নিকটস্থ দমদমা গোরাবাজারে চাকুরি করিতে থাকেন। একদা উক্ত ছুফি ছাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম, ফুরফুরার পীর কেবলাহ ছাহেবের ওয়ালেদ ছাহেব ও মাওলানা রাশেদ মরহুম ছাহেবের এক মামাত ভাই উক্ত দমদমা মকামে ছিলেন। সেই সময় একজন অল্প বয়স্ক সুন্দর যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন তোমাদের এখানে যে একটি অল্প বয়স্ক ছেলে আছে, তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। তাহারা প্রথমে উল্লিখিত মাওলানা সাহেবের মামাত ভাইকে উপস্থিত করিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি ইহাকে দেখিতে চাহিনা। এই ছেলেটি অতি সত্বর বেহেশতে চলিয়া যাইবে। সেই ছেলেটি ৭ দিবস পরে এন্তেকাল করিয়াছিল। তৎপরে ছুফি সাহেবকে আনয়ন করা হইল, তদ্দর্শনে তিনি বলিলেন, তুমি 'কিমিয়া' চেষ্টা

করিতেছ কেন? তোমার জাতই 'কিমিয়া' হজরত ছুফি ছাহেব বাল্যকালে 'কিমিয়া' চেষ্টা করিতেন। তিনি মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম ছাহেবকে বলিলেন, তুমি সত্বরই দমদমা হইতে হুগলীতে বদলী হইয়া যাইবা এবং তোমার শরীরে খ্রীষ্টানের দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, তুমি পৃথক পৃথক দুই ছেট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবা, যে ছেটটি দ্বারা খ্রীষ্টান উর্দ্ধতন কর্ম্মচারির সহিত সাক্ষাৎ করিবা সেই ছেটটি চাকুরির সময় উর্ত্তীর্ণ হইয়া গেলে খুলিয়া রাখিয়া অন্য ছেটটি ব্যবহার করিবা। ফুরফুরার হজরতের ওয়ালেদ ছাহেবকে বলিলেন, তুমি এমামত করিবা। তুমি এমামত করিবা। তিনি বলিলেন, আল্লাহো আকবর বলিলেই আমি অচৈতন্য হইয়া যাই। এই হেতু এমামত করিতে পারি না, কোন গতিকে নিজের নামাজ পড়িয়া থাকি। তিনি তাঁহার শরীরে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোমার ওয়ালেদা একটা কোরবানি মানসা করিয়া ছিলেন, উহা আদায় করা হয় নাই, তিনি যেন উহা আদায় করেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমার এক মামাত ভগ্নীর উপর জ্বেনের আছর আছে, তৎশ্রবণে তিনি মৃত্তিকার উপর বৃদ্ধা অঙ্গুলী দ্বারা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, সেই জ্বেন দফা করিয়া দিলাম।

তিনি বলিলেন, আমি গায়েব জানার দাবী করিতেছি না, আমি যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলিতেছি। ইনি হজরত খেজের রাহমাতুল্লাহে আলায়হে ছিলেন।

মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ মরহুম ছাহেবকে বলিলেন, আমি দ্বিতীয়বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। উক্ত মাওলানা মোহাম্মদ রাশেদ ছাহেব এত বড় ওলী ছিলেন যে, তিনি গায়েব হইতে ফেরেশতা কর্ত্তৃক শব্দ শুনিতেন, তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাহাজ্জদ ত্যাগ করেন নাই। তিনি হুগলী জেলার পাহাড়পুরের মাওলানা আবদুল্লাহ মছউদি ছাহেবের মুরিদ ছিলেন, তিনি মস্ত বড় অলি ছিলেন, তাহার লাশ

মোবারক কলিকাতা গোবরা কবরস্থানে আছে । যখন তিনি মাদ্রাছা আলিয়াতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মোনছেফি পাশ করিলেন, তখন তিনি নিজের সার্টিফিকেটখানি ছিড়িয়া ফেলেন, প্রিন্সিপাল লিছ ছাহেব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আমি এই জন্য পাশ করিয়াছি যেন আমাকে লোকে অকর্মন্য না বলে। প্রিন্সিপাল ছাহেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, হে আবদুল্লাহ। তোমাকে আমি 'মছউদী' উপাধী দিলাম। যদি কলিকাতার কোন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিত, অমনি তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন।

এক তারিখে ফুরফুরার হজরত স্বপ্নযোগে দেখিলেন, তিনি তাহার মামাত ভাই মোহাম্মদ ও অন্যান্য কয়েকজন লোকের সঙ্গে হজরত মাওলানা ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের দরজা সম্বন্ধে বিতর্ক করিতেছিলেন, অবশেষে সকলের মতে স্থিরিকৃত হইল যে, তিনি কোতবোল এরশাদ ছিলেন।

খুলনা জেলার শোলপুর গ্রামের মৌলবী ছাএম মরহুম ছাহেব বলিয়াছেন, এক দিবস মগরেবের নামাজের পরে আমরা এক মছজেদে জনাব ছুফি ফতেহ আলি ছাহেবের নিকটে বসিয়া মোরাকাবা করিতেছিলাম, মছজেদে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছিল না, এই অন্ধকারের মধ্যে একজন তালেবকে কেহ চপেটাঘাত করিল। সেই ব্যক্তি মোরাকাবা সমাপন করিয়া হজরত ছুফি ছাহেবেরে নিকট এই চপেটাঘাতের দোষ নিকটস্থ একজন লোকের উপর আরোপ করিলেন, সে ব্যক্তি চপেটাঘাত করা অস্বীকার করিতেছিলেন, হজরত ছুফি ছাহেব বলিলেন, একটি জেন আমার নিকট তাওয়াজ্জোহ লইতেছিল, আর তুমি তাহার শরীরের উপর পা দিয়াছিলে, এই জন্য সেই জেনটি তোমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে।

আরও উক্ত মৌলবী ছাহেব বলিয়াছেন, এক সময়ে আমরা

হজরত ছুফি ছাহেবের খেদমতে থাকিয়া মোরাকাবা করিতেছিলাম, কিন্তু এই মোরাকাবাতে কাহারও মনে শান্তি হইতেছিল না, আমরা তাঁহার নিকট এই অশান্তির কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি ফুরফার হজরতকে, কাশফ করিয়া অবস্থা তদন্ত করিতে আদেশ দেন। তিনি কাশ্‌ফ করিয়া বলেন, অনতিদূরে দুইটি সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, তাহারা আমাদের উপর জাদু বাণ নিক্ষেপ করিতেছে, এই হেতু তালেবগণের এই অবস্থা হইতেছে। হজরত ছুফি ছাহেব ফুরফুরার হজরতকে কুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা সেই জাদু সন্যাসীদ্বয়ের উপর ফিরাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। জাদু তাহাদের উপর ফিরিয়া গেলে, তাহারা হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, যদি আপনি আমাদিগকে ক্ষমা না করেন, তবে আমারা এই জাদুতে মরিয়া যাইব। তিনি বলিলেন, তোমরা এই অঙ্গীকার কর যে, আমরা কখনও কোন লোকের উপর জাদু করিব না। তাহারা অঙ্গীকার করিলে, তিনি ফুরফুরার হজরতকে কুওয়াতের ফয়েজ দ্বারা উক্ত জাদু আকর্ষণ করিয়া লইতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি জাদু আকর্ষণ করিয়া লইলে, তাহারা সুস্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। হজরত ছুফি ছাহেব বলিলেন, যদি আমি এখানে না থাকিতাম, তবে তালেবগণের মস্ত বিপদ হইত।

হজরত ছুফি ছাহেব চট্টগ্রামের নেজামপুরের ছুফি নূর মহম্মদ ছাহেবের মুরিদ ছিলেন, ইনি বহু জামানা পর্য্যন্ত মোজাদ্দেদ হজরত সৈয়দ আহমদ বেরেলবির সঙ্গে থাকিয়া তরিকত ও মারেফাতে কামেল মোকাম্মেল হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত জেহাদে যোগদান করিয়া গাজী হইয়াছিলেন, ইনি প্রথমে কলিকাতার মিসরিগঞ্জে মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মছজেদে একটি হোজরাতে থাকিতেন।

হাজি খোদাবখশ্‌ ছাহেব বলিয়াছেন, একটি যুবক উক্ত হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া যায়, আমি তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করায়

তিনি বলিলেন, এই যুবক জ্বেন বাদশার পুত্র, ইহার বিবাহ আগামীকল্য হইবে, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলে, ফজরে আসিবে। আমি ফজরে তথায় উপস্থিত হইলে, ছুফি ছাহেব আমাকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পর তিনি চক্ষু খুলিতে বলেন, আমি চক্ষু খুলিয়া দেখি যে, আমরা উভয়ে জ্বেনের দেশে উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর ছুফি ছাহেব উক্ত যুবকের বিবাহ পড়াইয়া দিলে, আমাকে পুনরায় চক্ষু বন্ধ করিতে বলেন, কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া দেখি যে, আমি মৌলবী তৈয়ব ছাহেবের মছজেদে বসিয়া আছি। অনেক বিশ্বাসী লোকের নিকট শুনা গিয়াছে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় পুলিশ প্রহরীরা ছুফি ছাহেবের হোজরার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর তিনি সেই রাত্রেই অদৃশ্য ভাবে চট্টগ্রামেরে নেজামপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হজরত মাওলানা শাহ ছুফি নূর মোহাম্মদ ছাহেব দুইটা লোকের মধ্যে কোন বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন, ইহাতে একজন তাঁহার মীমাংসা অমান্য করিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে থাকে। তৎশ্রবণে হজরত শাহ সাহেব বলেন, একটা শূকর উহাকে খইয়া ফেলিবে। সে ব্যক্তি পথে রওয়ানা হইলে একটি বন্য শূকর আসিয়া তাহার পেট ফাড়িয়া মারিয়া রাখিয়া যায়।

এক ব্যক্তি উক্ত ছুফি ছাহেবকে কোন মোকদ্দামার জন্য কোর্টে উপস্থিত হইতে শমন দেয়, তিনি কোর্টের তলব বলিয়া তথায় উপস্থিত হওয়া কালে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত হন, হাকিম ইহা দেখিয়া বলিলেন, এইরূপ বোজর্গ লোককে কোর্টে হাজির করিতে ইচ্ছা করিনা, তিনি তাঁহাকে সাক্ষ্য প্রদান হইতে অব্যাহতি দেন। সেই রাত্রে হজরত ছুফি ছাহেবের বাটিতে কয়েকটি চোর প্রবেশ করিয়া কিছু লইতে না পারিয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। কিন্তু বাহির হইবার

কোন পথ পাইতেছিল না। ছুফি ছাহেব কারামতভাবে বাটিতে পৌছিয়া মুরগী জবহ করিয়া চোরদিগকে খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন, এদিকে যাহারা সাক্ষী মানিয়াছিল, তিনি তাহাদের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়িলেন। ছুফি ছাহেবের বাড়ী নেজামপুরে এবং তথা হইতে কোর্ট বহুদূরে অবস্থিত, একই রাত্রে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া বড় কারামত। যাহারা তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছিল, তাহারা উক্ত হজরতের নিকট তওবা করিয়া মুরিদ হইয়া গেল।

নেজামপুরের মাওলানা আকরাম আলি ছাহেব তাঁহার দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন, তাঁহার খলিফা মাওলানা আবদুছ ছোবহান ছাহেব এখনও মজযুব অবস্থায় জীবিত আছেন।

মাওলানা ছাহেবের

এলমে-লাদুন্নিলাভ

পাঠক ! আপনি ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন, যে মাওলানা ছাহেব ১১/১২ বৎসর বয়সে স্বপ্নযোগে হজরত খেজের (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটি রোহিত মৎস্য পাইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে এলমে-লাদুন্নির বীজ তাঁহার অন্তরে বপন করা হইয়াছিল, তৎপরে উহার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। মোজাদ্দেদে-জামান ফুরফুরার হজরতের এই এলমে লাদুন্নির ফয়েজ তাঁহার অন্তরে নিক্ষেপ করার দিবস হইতে, মাওলানা ছোহেব কোন প্রতিবাদ লিখিতে বসিলে, তাঁহার অন্তরে শত শত আর্শ্চয্যজনকে তত্ত্ব সকল প্রতিবিম্বিত হইতে থাকিত ও তাঁহার মস্তিষ্কে বহু গবেষণাপূর্ণ মর্ম্ম সকল উদয় হইতে থাকিত।

মাওলানা সাহেবের

কেরাত-তত্ত্ব শিক্ষা

যখন তিনি বশিরহাটে খাঁ ছাহেবের মছজেদে থাকিতেন, তখন তিনি বশিরহাটের ছুফি আবদুশ শাফি ছাহেবের নিকট হইতে মখরেজ, ইত্যাদি কেরাতের নিয়ম কানুন শিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে যখন তিনি মাদ্রাছা আলিয়াতে জমাতে দুওমে কিম্বা আউওলে পড়িতেন, তখন এক দিবস মাওলানা বেলাএত হোসেন ছাহেব বলিলেন, তোমরা কি একজন উপযুক্ত কারীর নিকট হইতে কেরাত শিক্ষা করিতে ইচ্ছা কর ? তৎশ্রবণে মাওলানা ছাহেব ও তাঁহার সমপাটিগণ বলিলেন, হাঁ আমরা তাঁহার কেরাত শুনিতে ইচ্ছা করি। পরদিবস কারী বশিরুল্লাহ ছাহেব তাঁহাদের ক্লাশে উপস্থিত হইয়া কেরাত শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ তাঁহার কেরাত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া যেন দেখিতে লাগিলেন যে, সেই অট্টালিকার ছাদ খসিয়া পড়িতেছে। অতঃপর তাঁহার কোরআন পাঠ শেষ হইলে, মাওলানা ছাহেব বলিলেন, আমরা আপনার নিকট কোরাআন পড়িব। বহু আবেদন করার পর তিনি উহা স্বীকার করিলেন। অতঃপর অনেক ছাত্র উপস্থিত হইয়া কেরাত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তালতবা নবাব ছাহেবেরে মছজেদে তিনি কেরাত শিক্ষা দিতেন। মাওলানা ছাহেব কোরআন শরিফের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট দোহরাইয়া পড়িয়া লইলেন এবং ইহার সঙ্গে শরহে-জজ্‌রি কেতাব খানাও পড়িয়া লইলেন। এই কারী ছাহেবেরে বাটী নওয়াখালী জেলার দৌলত পুর গ্রামে, ইনি অনেক দিবস মক্কা ও মদিনা শরিফে ছিলেন। মাওলানা ছাহেব যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তখনই উপযুক্ত আদব ও খেদমত করিতে ত্রুটি করিতেন না।

পাঠক ! আমরা গোলেস্তাঁ কেতাবে পড়িয়াছি, এমাম গাজ্জালি (রঃ) কে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি এত বড় পদ কিরূপে লাভ করিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যাহা না জানি, তাহা জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করি নাই। এইজন্যেই খোদা আমাকে এতে বড় দরজা দিয়াছেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব একজন উপযুক্ত আলেম হইয়াও একজন কারীর নিকট কেরাত শিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। অনেক জাহেরী বিদ্যায় বিদ্বান লোক পীরা আসনে সমাসীন হইয়া বিস্তর মুরিদ বানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তরিকতের এল্‌ম জানেন না, এই হেতু তাহাদের হেদায়েত-কার্য্য অঙ্গহীন হইয়া থাকে, কিন্তু লোক লজ্জায় ও সম্মান লাঘবের ধারনায় তাহারা তরিকতের পীরের খেদমত ও তদ্দরা সৌভাগ্য লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাও গরিমার লক্ষণ। ইহাই অনেক দেশী ও হিন্দুস্থানি পীরের দুরবস্থা। তাহাদের নিকট হইতে কেহ তরিকত শিক্ষা করিতে চাহিলে, এজ্জত রক্ষার জন্য তাহারা পুস্তকগত বিদ্যা হইতে কিছু শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে মুরিদের কোন ফলোদয় হয় না

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কাওলাল জমিলের শেষাংশে লিখিয়াছেন, যে পীর এল্‌মে জাহেরিতে অপরিপক্ক তাহাকে উহা শিক্ষা করিয়া আর যিনি এল্‌মে-বাতেনিতে অপরিপক্ক, তাহাকে উহা শিক্ষা করিয়া নিজের ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমাদের শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষা করিতে একজন হিন্দু পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যে মছলাতে সন্দেহ করিতেন, তাহা তিনি নিজ পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

মাওলানা ছাহেবের কেতাব রচনা

মাওলানা ছাহেব এক দিবস বশিরহাটের সন্নিকট বাগুণ্ডি গ্রামে আছরের নামাজের সময় নফি ও এছবাতের মোরাকাবা করিতেছিলেন, একটু তন্দ্রা (এস্তেগ, রাক) অবস্থায় তিনি দেখিতে পাইলেন, যেন এমাম আজম আবুহানিফা কুফি (রঃ) তাহার সন্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, তিনি শ্যামল বর্ণের লোক, ক্ষীণকায় বিশিষ্ট, তাহার দুই হস্ত, দুই পদ, গলদেশ ও কটিদেশ শৃঙ্খলা-সমূহের দ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে, আর চারি দিক হইতে তীর বল্লম তাহার শরীরে পতিত হইতেছে, তিনি অসহায় অবস্থায় সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা ভোগ করিতেছেন।

মাওলানা ছাহেব ইহা দেখিয়াই চৈতন্য লাভ করিয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন যে, ইহার মর্ম্ম কি? শেষে বুঝিতে পারিলেন যে, মজহাব-দ্রোহী অহাবী সম্প্রদায় কেতাব পত্র লিখিয়া তাঁহার অযথা দুর্ণাম রটাইয়া তাঁহার মজহাবধারী লোকদিগকে অহাবী বানাইয়া লইতেছে, খোদা কর্ত্তৃক এই অবস্থা তিনি অবগত হইয়া মাওলানা ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া কারামতরূপে নিজের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়া গেলেন।

মাওলানা ছাহেব সেই হইতে অহবীদের যাবতীয় আরবী, ফার্সি, উর্দ্দু এবং বাংলা ভাষায়, লিখিত কেতাবগুলি সংগ্রহ করিয়া উহার প্রতিবাদ লিখিতে আরম্ভ করেন, তিনি দিবারাত্র কলম চালাইয়া দেড় মাসের মধ্যে আটখানা কেতাব রচনা করেন, (১) মজহাব মীমাংসা, ইহাতে মজহাব মান্য করার কোরান ও হাদিছ সংক্রান্ত বহু দলীল আছে। (২) ছায়েকাতোল মোছলেমিন, হইতে চারি এমাম কত বড় মোহাদ্দেছ, ফকিহ, এমাম, মোজতাহেদ, অলি, পরহেজগার, সংসারবিরাগী ও খোদাভীরু ছিলেন, তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে, আর অহাবীদের কুমতগুলি ইহাতে বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। (৩) দাফেয়োল মোফছেদিন, ইহাতে আমাদের এমাম আজমের উপর অহাবিরা যে দোষারোপ করিয়াছে, উহার খণ্ডন করা

হইয়াছে।

(৪) ফেরকাতোন নজিন, ইহাতে হজরতের হাদিছ অনুসারে উম্মতে-মোহোম্মদী ৭৩ ফেরকা হইবে। এক ফেরকা বেহশতী, অবশিষ্ট ফেরকারা দোজখী, সেই বেহেশতী ফেরকা বর্ত্তমান জামানায় অহাবীরা নহেন, বরং চারি মজহাব অবলম্বীগণই সেই ফেরকা, ইহাই এই কেতাবখণ্ডে প্রমাণ করাহইয়াছে।

(৫) কেয়াছের অকাট্য দলীল।

(৬/৭/৮) নাছরোল-মোজতাহেদিন ১।২।৩ ভাগ, ইহাতে আমিন, রফাদাএন এবং এমামের পাছে ছুরা ফাতেহা পাঠ ইত্যাদি প্রায় ৯০টি মছলার মীমাংসা করা হইয়াছে।

মাওলানা ছাহেব যখন এই কেতাবগুলি লিখিতেন, তখন বহু জওয়াব তাঁহার মস্তিস্কে আসিয়া আলোড়িত হইত, বহু গবেষণাপূর্ণ তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইত, ইহাই এমাম আজমের রুহানি ফয়েজ বুঝিতে হইবে।

তিনি অহাবী মৌলবী বাবর আলি ছাহেবের ছেয়ানতল মোছলেমিন কেতাবের প্রতিবাদকল্পে তিন খণ্ড 'কামেয়োল-মোবতাদেয়িন' ও অহাবী মৌলবী আবদুল বারি ছাহেবের ছয়ফোল-মোহাদ্দেছিন কেতাবের রদ 'তরদীদোল-মোবতেলিন 'নবাবপুরের বাহাছ', 'লক্ষ্মীপুরের বাহাছ' ও কালিগঞ্জের 'বাহাছ' রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইসলাম দর্শন মাসিক পত্রিকাতে মৌলবী এফাজদ্দিন ছাহেবের প্রবন্ধের প্রতিবাদে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অহাবিদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

রংপুরের মৌলবী সৈয়দ আমানত আলি ছাহেব দাল্লীন জাল্লীনের কেতাব লিখিয়া বঙ্গ ও আসামের মুছলমানদিগকে জাল্লীন পড়িতে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি 'দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা' লিখিয়া দেশের লোকদিগকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

যখন যশোহরের মৌলবী ছেরাজদ্দিন ছাহেব আখেরে জোহর কেতাব লিখিয়া লোকদিগকে আখেরে-জোহর পড়া নিবারণ করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি 'আখেরে-জোহর' নামক কেতাব লিখিয়া উহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন। বেদায়াতি ফকিরেরা নর্ত্তন-কুর্দ্দন পীরকে ছেজদা করা, সঙ্গীত-বাদ্য, স্ত্রী লোকের হাত ধরিয়া মুরিদ করা ও তাহাদের খেদমত লওয়া জায়েজ বলিয়া লোকদিগকে গোমরাহ করিতেছিল, তখন তিনি 'রদ্দে-বেদয়াত', 'বাগমারি ফকিরের ধোকা ভঞ্জন' খোন্দকারের ধোকা ভঞ্জন এবং মাইজ ভাণ্ডারের বাহাছ ইত্যাদি কেতাব রচনা করেন।

যখন চট্টগ্রামের মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেব কটবন্ধক ও কটকবালার উপসত্ব ভোগ হালাল বলিয়া ঘোষণা করিতে ছিলেন, তখন তিনি 'এবতালোল-বাতেল' কেতাব লিখিয়া উহার হারাম হওয়া প্রমাণ করেন।

যখন জৌনপুরের বংশধর জনৈক্য মাওলানা, ফুরফুরার হজরত পীর ছাহেবকে ও তাঁহার মুরিদগণকে কাফের হওয়ার-ফৎওয়া দিতেছিলেন, তখন তিনি 'এহকাকোলহক' ও 'হাজিগঞ্জের বাহাছ' প্রকাশ করিয়া, উহা বাতীল ফৎওয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দেন।

যখন রংপুরের মাওলানা মোহাম্মদ আলি ছাহেব, হজরত সৈয়দ আহমদ ছাহেবকে এবং তাঁহার মুরিদ জৌনপুরী প্রভৃতি আলেমগণকে অহাবী, কাফের ইত্যাদি লিখিয়া জয়ডাঙ্গা বাজাইতেছিলেন, তখন তিনি 'কারামতে আহমদীয়া' ও রদ্দেহাফাওয়াতে শাহাবিয়া নামক কেতাবদ্বয় ছাপাইয়া উহার মূলোৎপাটন করেন। যখন দেশে একদল মৌলবী মৌলুদ, কেয়াম লইয়া হৈ চৈ করিতেছিলেন, তখন তিনি 'সেরাজ-গঞ্জের বাহাছ', 'গৌরীপুরের বাহাছ' 'কিশোরগঞ্জের বাহাছ' এবং 'মিলাদে-মোস্তাফা' লিখিয়া উহার মোস্তাহাব হওয়া সপ্রমাণ করেন।

যখন বঙ্গদেশের লোকেরা কোরআন শরিফ শুদ্ধভাবে পড়িতে

না পারায় তাহাদের নামাজ নষ্ট হইতেছিল, তখন তিনি কেরাত শিক্ষা নামক কেতাব লিখিয়া প্রচার করেন।

যখন দুদুমিয়ার বংশধরগণ অনেক কেতাব লিখিয়া এদেশে জুমা পড়িতে নিষেধ করিতেছিলেন, এবং হিন্দুস্তানের কোন কোন ফৎওয়া প্রচার করিয়া উহার সমর্থন করইয়া লইতে উদ্যোগী হইতেছিলেন, তখন তিনি 'গ্রামে জুমা' এবং গ্রামে জুমা সম্বন্ধে মক্কা শরিফ ও হিন্দুস্তানের ফৎওয়া' প্রচার করিয়া লোকের দ্বিধা ভঞ্জন করিয়াছিলেন। যখন ভ্রান্ত পীরেরা ছেজদা ও ছেজদা বনাম কদমবুছি জায়েজ করিয়া দিয়া দেশে অশান্তি ঘটাইতে ছিলেন, তখন তিনি 'কদমবুছির' ফৎওয়া ছাপাইয়া এই বালারদ করিয়া দেন।

যখন মৌঃ আকরাম খাঁ ছাহেব সঙ্গীত বাদ্য হালাল বলিয়া নব্য শিক্ষিতদিগের নিকট বাহবা লইতেছিলেন ও মৌলবি আলেম গণ তাহাদের বিদ্রূপবানে জর্জ্জরিত ও মর্ম্মাহত হইতেছিলেন, তখন তিনি 'ইছলাম ও সঙ্গীত' প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ ও 'কালনা জাবারি পাড়ার বাহাছ' নামক কেতাব লিখিয়া উহা হারাম প্রমাণ করিয়া দেন। যখন কাদিয়ানিরা অনেক কেতাব লিখিয়া মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাহেবের কুমত ছড়াইয়া দেশের ইংরাজী শিক্ষিত লোকদিগকে ভ্রান্ত করিতেছিলেন, তখন তিনি 'কাদিয়ানি রদ' ১ম হইতে ৬ষ্ঠ ভাগ পর্য্যন্ত ছাপাইয়া তাহাদের ভ্রান্তি বিমোচন করিয়া দেন। বাংলার অল্পশিক্ষিত মোল্লাগণ যখন বিবাহ পড়াইতে ও জানাজা পড়িতে মস্ত মস্ত ভুল করিতেছিলেন, তখন তিনি 'নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব' লিখিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করেন। বাংলার মুছলমান গণ সামান্য সামান্য কথা বলিয়া কাফেরী পাপে নিমগ্ন হইতেছে ইহা দেখিয়া তিনি 'কালেমাতোল কোফর' লিখিয়া মুছলমানদিগকে সাবধান করিয়া দেন।

অনেক ওয়ায়েজ ও বক্তা অমূলক গল্প, আজগবী কাহিনী ও বাতীল হাদিছ দ্বারা ওয়াজ করিয়া দেশের বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া

তুলিতেছিল, সেই সময় তিনি 'ওয়াজ শিক্ষা' ১ম ভাগ হইতে ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত ছাপাইয়া আলেম-বক্তাদিগাকে কোরআন হাদিছের ওয়াজ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যখন মুছলমানেরা আপদ বিপদে, পীড়া-ব্যাধিতে কাফেরি ও শেরেকি মন্ত্র পাঠকারী কবিরাজ, ওঝাদিগের শরাণপন্ন হইয়া অমূল্যরত্ন ঈমান নষ্ট করিতেছিলেন, আবার অল্পশিক্ষিত মোল্লারা নকশে-ছোলায়মানি ইত্যাদি বাজারী তাবিজাতের কেতাবগুলির তাবিজ লিখিতে, জাদু তেলেছমাত ও শেরেকি কালাম ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সেই সময়ও তিনি ফুরফুরার হজরতের ও অন্যান্য বোজর্গগণের নির্দ্দোষ পরীক্ষিত তাবিজগুলি ছয় খণ্ড তাবিজাত ছাপাইয়া দেশের শেরকমূলক কার্য্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও আসামের মুছলমানেরা সর্পঘাতে শেরেকি মন্ত্র পাঠকারিদের শরণাপন্ন হইয়া ঈমান রত্ন হারাইতেছেন, ইহা জানিয়া তিনি নিজের রচিত অধিকাংশ কেতাবে সর্পের ঔষধ ও কোরাআনের দোয়া লিখিয়া দিয়া যে অবর্ণনীয় উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভুক্তভোগীরা জানিতে পারিতেছেন।

অনেকে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া হজ্জ করিয়া থাকেন, কিন্তু হজ্জের ফরজ, ওয়াজেব না জানায় উহা ত্যাগ করিয়া হজ্জ নষ্ট করিয়া ফেলেন, অনেকে জাকাত, ফেৎরা ও কোরবাণী সংক্রান্ত মছলা না জানায় গোনাহগার হইতেছেন, এই হেতু তিনি 'হজ্জের মাছায়েল', 'জাকাত ফেৎরার মাছায়েল' এবং 'জেবহ ও কোরবাণীর' মাছায়েল লিখিয়া অশেষকল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, অনেক জটিল জটিল মছলা লইয়া এদেশে অনেক বাদানুবাদ হইতেছে এবং উহা অমীমাংসিত অবস্থায় রহিয়া যাইতেছে, তখন তিনি উহার মীমাংসাকল্পে 'জরুরী মছলা, ১ম হইতে ৩য় ভাগ পর্য্যন্ত জরুরী ফৎওয়া ১ম ভাগ, মাসায়েল

খণ্ড ১ম হইতে ৩য় ভাগ পর্য্যন্ত, 'অতি জরুরী মছলা-মাছায়েল' এবং ফাতাওয়ার আমিনিয়া ১ম হইতে ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে মুছলমানদের যে উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়।

যশোহর খড়কির মৌলবী আবদুল করিম ছাহেবের পুত্র মুঃ আবুনইমের চেষ্টায় তাহার চেলাগণের দ্বারায় ধোকা ভঞ্জন নামক একখানা পুস্তক অনেকগুলি বেদয়াতমূলক মত প্রচারিত হয়, তিনি উহার প্রতিবাদকল্পে মাসিক 'শরিয়তে' ধারাবাহিকরূপে 'আকায়েদ দর্পণ' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া 'ধোকাভঞ্জনে'র অসারতা প্রকাশ করেন।

অহাবী মৌঃ আকরাম খাঁ ছাহেব তাহার মাসিক পত্রিকায় চিত্রকলা অঙ্কিত করা জায়েজ হওয়ার প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশবাসী মুছলমানদিগকে ভ্রান্ত করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁহার 'সাপ্তাহিক হানাফী'তে ইছলাম ও চিত্রকলা প্রবন্ধ লিখিয়া উহার 'দান্দান শেকান' উত্তর দেন।

তরিকত পন্থীগণ-জেকর মোরাকাবার নিয়ম এবং নিয়ত ইত্যাদি লইয়া অনেক সময় বিব্রত হইতে থাকেন, সেই অভাব মোচনকল্পে তিনি 'তরিকত দর্পণ' ছাপাইয়া গিয়াছেন।

বঙ্গবাসী মুছলমানগণ খোৎবার অর্থ বুঝিতে পারেন না, সেই অভাব মোচনার্থে তিনি 'খোৎবার বঙ্গানুবাদ' করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে খোৎবার সময় উহার অনুবাদ পাঠ করা মকরুহ তাহরিমি, এই হেতু উহা নামাজের পরে শুনাইয়া দিতে হইবে।

খৃষ্টান পাদ্রীরা যে সময় হজরত নবি (ছাঃ) কে গোনাহগার, কোরআন, বিকৃত, বাইবেল অবিকৃত ও গরমনছুখ বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছিল, সেই সময় তিনি মাসিক পত্রিকা 'ইছলাম দর্শনে' চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়া হজরত নবি (ছাঃ) ও অন্যান্য নবিগণের বে-

গোনাহ হওয়া, কোরআনের আবিষ্কৃত হওয়া, তওরাত এবং ইঞ্জিলের বিকৃত ও মনছুখ হওয়াত প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

যখন নূতন নূতন বিজ্ঞানের ঘাত-প্রতিঘতে 'ইছলামীআকায়েদ' টলটলায়মান হইতেছিল, তখন তিনি 'ইছলাম ও বিজ্ঞান' কেতাব লিখিয়া ইছলামের আকায়েদকে দৃঢ় করিয়া দেন। খৃষ্টান রড ওয়েন, পামার ও সেল সাহেব ইংরাজিতে কোরআন অনুবাদ করিয়া গোল্ডসেক সাহেব বঙ্গ ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া, কাদিয়ানি মিষ্টার মোহম্মদ আলি, ডাক্তার আবদুল হাকিম ও মির্জ্জা বশিরদ্দীন ইংরাজীতে উহার অনুবাদ করিয়া অহাবী মৌলবী আব্বাছ আলি ও মৌলবী আকরাম খাঁ ছাহেবের বঙ্গ ভাষার উহার অনুবাদ করিয়া ও ব্রাহ্ম বাবু গিরিশিচন্দ্র সেন বঙ্গ ভাষায় উহার অনুবাদ করিয়া অনেক স্থলে ভুল ভ্রান্তি করিয়াছেন, স্বেচ্ছায় তাহারা অনেক অনেক স্থলে বিকৃত মত, ইছলামের কলঙ্ক, হজরত নবি (ছাঃ) এর অপযশ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার প্রতিবাদ কেহ করেন নাই। ফুরফুরার হজরত যখন মুরিদগণসহ হজ্জে যান, সেই সময় ইনস্পেক্টর আবদুল লতিফ ছাহেব স্বপ্নযোগে হজরত নবি (ছাঃ) এর জিয়ারত লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন, হজরত (ছাঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ফুরফুরার পীর ছাহেব দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে আমার পক্ষ হইতে জানাইয়া দিবা, তিনি যে সমস্ত কেতাব রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, আমি উহাতে রাজি আছি কিন্তু যদি তিনি কোরআন শরিফ অনুবাদ করাইয়া খৃষ্টান, কাদিয়ানি প্রভৃতি ভ্রান্তদিগের মত খণ্ডন না করেন, তবে আমি তাঁহার পক্ষের কোন কেতাব মঞ্জুর করিব না।

ইন্‌স্পেক্টর ছাহেব হজরত (ছাঃ) এর এই সংবাদ ফুরফুরার হজরতকে জানাইলে, তিনি শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের উপর এই গুরুভার অর্পণ করেন। অতঃপর ইনি নানা বাধা বিঘ্নে পড়িয়া কেবল আমপারা, আলেফ-লাম মিম, ছাইয়াকুল ও তেলকাররোছোল পারার তফছির ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি এই মহানকার্য্য

সম্পূর্ণ সামাধা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুছলমানদিগের মস্ত একটা সম্পদ পৃথিবীতে স্থায়ী হইয়া থাকিত।

মাওলানা ছাহেবের কোতবখানা স্থাপন।

মাওলানা ছাহেবের হৃদয়ে প্রথম হইতেই দুর্লভ কেতাবসমূহ লাভের আকুল আকাঙ্খা ছিল, সেহেতু তিনি মাদ্রাছার ছুটি অন্তে পুরাতন কেতাবসমূহ বিক্রেতা শেখ খোদবখশ ছাহেবের দোকানে গিয়া পুরাতন কেতাব সন্ধান করিয়া খরিদ করিতেন। তিনি মক্কা ও মদিনা শরিফে গিয়া চারি মন দুর্লভ কেতাব আনয়ন করিয়াছিলেন। হাদিছ, তফছির, ফেকাহ, আকায়েদ, আছুলে হাদিছ, অছুলে ফেকাহ, আছমায়োর রেজাল, তারিখ (ইতিহাস) ছিরাত, মন্তেক, হেকমত, নহো, ছরফ, বালাগাত প্রভৃতির যাবতীয় কেতাব যাহা মক্কা, মদিনা মিসর, বেরুত, হালাব, মরক্কো, হায়দারাবাদ এবং হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়, তৎসমুদয় কেতাব তিনি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

শিয়া, অহাবী, কাদিয়ানী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মজহাবের প্রায় সমস্ত তাঁহার লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে। খৃষ্টানদিগের লিখিত বহু পুস্তত, তাহাদের আরবী, ফার্সি, উর্দ্দু, বাংলা, ইংরাজী, বাইবেল এই কোতবখানায় আছে।

তিনি এই লাইব্রেরীতে আনুমানিক ২৫ সহস্র টাকার কেতাব সংগ্রহ করিয়া রেজিষ্ট্রীকৃত দলীল দ্বারা অকৃফ করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যেন তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তাঁহার পরে উক্ত কেতাবগুলি নষ্ট করিতে না পারে, বাহাছ তর্ককালে দেশীয় আলেমগণ উপযুক্ত জামিন রাখিয়া তৎসমুদয় লইয়া ইছলামী খেদমত করিতে পারেন। আমাদের দেশের আলেমগণ কোন মাদ্রাছায় পাশ করিয়া সীমাবদ্ধ এল্‌ম শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসেন, বহু শত কেতাব না

দেখিলে, তাঁহাদের এল্‌ম ও জ্ঞানের পরিপক্কতা লাভ হয় না। ২/১ খানা কেতাব পড়িয়া ফৎওয়া দিলে, অথবা সংক্ষিপ্ত কেতাবগুলি দেখিয়া ফৎওয়া প্রচার করিলে, অনেক স্থলে পদস্খলিত হইতে হয়, হয়ত শরহেবেকায়া দোর্রোল মোক্তারের ফৎওয়া অন্যান্য কেতাব কর্ত্তৃক দুর্ব্বল প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের মুখে শুনিয়াছি, এক সময় দিল্লীর মুফতি মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ ছাহেবের একটি ফৎওয়া তিনি দেখিয়াছিলেন, উহা দোর্রোল মোখতার হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কিন্তু রদ্দোল-মোহতারে উহা জইফ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই হেতু ফেকহের বহু কেতাব পাঠ করা দরকার।

কোরআন ও হাদিছের কতকগুলি 'এবারত' হইতে এরূপ মর্ম্ম বুঝা যায়, যাহা ছুন্নত-অল-জামায়াতের মতের বিপরীত, কাজেই অনেক তফছির ও টীকা পাঠ করিলে, ভ্রমপথে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

হয়ত কোন কেতাবে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মজহাবের কোন কথা লিখিত আছে, একজন হানাফী আলেম উহার দেখিয়াই নিজে মজহাবের কথা ধারণা করিয়া ফাছাদের সৃষ্টী করিয়া থাকেন, এই হেতু বহু কেতাব অনুসন্ধান করিলে, এইরূপ ভ্রমে পতিত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

আমাদের মাদ্রাছাতে 'আকায়েদের' কেতাব অতি কম পড়ান হইয়া থাকে, কাজেই আলেমেরা আকায়েদ তত্বে অভিজ্ঞতা অতি কম রাখেন, বহু 'আকায়েদের' কেতাব পড়িলে, এই অভাব মোচন হইয়া থাকে, অনেক অহাবী লোক মজহাবের এমামগণের ও তকলীদের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, আছমায়োর-রেজাল তারিখ, অছুলে হাদিছ ও অছুলে ফেকাহ না পড়িলে, এই দোষারোপের খণ্ডন করা মুস্কিল।

মুছলমানেরা সোনাভান, সূর্য্য, উজ্জ্বল, সমর্ত্তভান, আমির হামজা, জঙ্গনামা ইত্যাদি অমূলক পুস্তক পড়িয়া ও কামোত্তেজক

অশ্লীলতাপূর্ণ নাটক-নভেল পড়িয়া নিজদিগকে গোনাহগার ও চরিত্রকে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছেন এইহেতু লাইব্রেরীতে কোর-আন, হাদিছ ফেকাহ, আকায়েদের অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মনোভাবকে অন্য দিকে ফিরাইতে হইবে।

সত্য বটে, মাদ্রাছাতে এখওয়ানোছ ছাফা, ছাবয়ে, মোয়াল্লাকা এবং মাকামাতে হারিরী ইত্যাদি কয়েকখানা অমুলক গল্পের কাহিনীপূর্ণ কেতাব পড়ান হয়, কিন্তু ইহাতে আরবি ছাত্রদিগের আরবি সাহিত্যে জ্ঞান অর্জ্জন করার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত তাহারা এই সমস্ত কাহিনী সত্য বলিয়া ধারণা। করে না এবং ইহাতে ছাত্রদিগের চরিত্রে কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে অল্প শিক্ষিতেরা যে উক্ত পুথিগুলিকে পড়িয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের ভাষাজ্ঞান উদ্দেশ্য থাকে না, বরং তাহাদের অনেকেই ইহা সত্য ঘটনা বলিয়াই ধারণা করিয়া থাকে। আর অশ্লীলতাপূর্ণ নভেল পাঠে যে বাংলা শিক্ষিতদিগের চরিত্রে দোষ উপস্থিত হয়, ইহা বহু স্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, কাজেই এইরূপ নাটক নভেল ও অমূলক গল্পের পুস্তকগুলি সৰ্ব্বেব, পরিত্যাজ্য। মুছলমানেরা স্কুল ও কলেজে যে সমস্ত পুস্তক পড়িয়া থাকেন, উহার অধিকাংশ হিন্দু অথবা খৃষ্টানী কালচারে পরিপূর্ণ থাকে, আবার স্কুল ও কলেজের লাইব্রেরীতে এই ধরণের পুস্তকাবলী পরিপূর্ণ থাকে, কাজেই মুছলমানদিগের লিখিত ইতিহাস, কোরআন ও হাদিছের অনুবাদ বিবিধ প্রকারের ধর্ম্ম সংক্রান্ত কেতাব প্রত্যেক স্কুল, কলেজ ও প্রাইভেট লাইব্রেরীতে সঞ্চয় করিয়া রাখা মুছলমানগণের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

নূতন নূতন দর্শন ও বিজ্ঞানের পুস্তকে এছলামী আকায়েদের বিপরীত বহু মত সন্নিবেশিত থাকে, কাজেই এছলামী আকায়েদের কতকগুলি কেতাব প্রত্যেক লাইব্রেরীতে সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার। মূল কথা, প্রত্যেক লাইব্রেরীতে মুছলমান গ্রন্থকারগণের রচিত, যাহা

শরিয়তের খেলাফ না হয়, এরূপ সমস্ত কেতাব সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার।

মাওলানা ছাহেবের বিরুদ্ধে বাদিগণের সহিত তর্ক-বাহাছ

এমাম আজম (রহঃ) কুড়িবারেরও অধিক বাসরাতে গিয়া মো'তাজেলা, রাফিজি ও খারিজিদিগের সহিত বাহাছ করিয়া ইছলামী আকায়েদের বিজয় ডাঙ্গা বাজাইয়াছিলেন। তাঁহার ফয়েজেই মাওলানা ছাহেবের মস্তিষ্কে বাহাছ-মোনাজারার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যে দিবস ফুরফুরার আ'লা হজরত শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে 'ছায়ফুল্লাহ'র ফয়েজ শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিবস হইতেই বাহাছ করার শক্তি তাঁহার মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছিল।

নব্য শিক্ষিতেরা বাহাছ ও মোনাজারার কথা শুনিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু জানিয়া রাখুন সত্যমত প্রচারের জন্য বাহাছ করা এবাদত, ইহা দোর্রোল মোখতার কেতাবে লিখিত আছে।

হজরত আদম ও মুছা (আঃ) এর সহিত বাহাছ তর্ক হইয়াছিল, ইহা ছহিহ্ হাদিছে আছে।

হজরত এবরাহিম (আঃ) নমরুদের সহিত বাহাছ করিয়াছিলেন, ইহা কোরআন শরিফে আছে।

হজরত, নবি (ছাঃ) খৃষ্টানদিগের সহিত বাহাছ করিয়াছিলেন, ইহা তফছির কবিরে আছে।

হজরত, এমাম আ'জম (রহঃ) বহুবার বাহাছ করিয়াছিলেন, ইহা এস্তেহাযে-জোবাএদিতে আছে।

চিরকাল ওলামা সম্প্রদায় বিপক্ষদিগের সহিত প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন, নবাবী ও মেরকাত দ্রষ্টব্য।

(১) শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব প্রথমে খুলনা জেলার সাতক্ষীরার

অন্তর্গত মাহমুদপুর গ্রামে ২৪ পরগণার কুলিয়া নওয়াবস্তির ওহাবী মৌলবী গোলাম রহান ছাহেবের সহিত বাহাছ করিতে যান, কিন্তু উক্ত মৌলবী ছাহেব প্রথম বাহাছ করিব বলিয়া, গৌরব করিয়া শেষে বাহাছে অনুপস্থিত হন।

(২) তিনি সাতক্ষীরার কাগডাঙ্গা নিবাসী অহাবী মৌলবী হাছিবদ্দিন মরহুম ছাহেবের সহিত প্রথম দিবসে হাজিপুরে, কেয়াছ শরিয়তের দলীল হওয়া সমন্ধে ও দ্বিতীয় দিবস বলাডাঙ্গায় বেহেশতী কোন ফেরকা, এতৎসম্বন্ধে বাহাছ করেন উভয় বাহাছে মৌলবী হাছিবদ্দিন মরহুম ছাহেব পরাজিত হন, এই বাহাছের রোয়দাত মুদ্রিত হয় নাই।

(৩) তিনি সাতক্ষীরা ঝাউডাঙ্গা নামক স্থানে ১৩১৮ সালে অহাবী মাওলানা আকরমা খাঁ ছাহেবের সহিত বাহাছ করেন, মজহাব, কেয়াছ ও বেহেশতী ফেরকার নিদর্শন সম্বন্ধে বাহাছ হয়, ইহাতে খাঁ ছাহেব একেবারে নিরুত্তাপ হন, এই বাহাছের রোয়দাত মুদ্রিত হয় নাই।

(৪) তিনি যশোহর জেলার যাদবপুরের নিকটে পাদ্রিদিগের সহিত বাহাছ করিতে যান, কিন্তু পাদ্রী সাহেবেরা উপস্থিত হন নাই।

(৫) তিনি মাওলানা এহইয়া ছাহেব পাবনার ফরিদপুর গ্রামে কাদিয়ানী মিষ্টার ইয়াছিন ছাহেবের সহিত বাহাছ করেন, ইহাতে কাদিয়ানি ছাহেব লা-জওয়াব হন।

(৬) তিনি বগুড়ার গোশাই বাড়ীতে লাজোম্মা এক হিন্দুস্থানী মৌলবী ছাহেবের বিরুদ্ধে বাহাছ করেন, ইহাতে হিন্দুস্থানী মাওলানা টু শব্দও করেন নাই।

(৭) তিনি ধুবুরি গৌরপুরে শ্রীহট্টবাসী মাওলানা নূরোল হক ছাহেবের সহিত আখেরে জোহর ও মিলাদের কেয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করেন, ইহাতে মাওলানা নুরোল হক ছাহেব নির্ব্বাক ও

নিরুত্তর হইয়া যান, এই বাহাছের রোয়াদাদ গৌরিপুরের বাহাছ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৮) তিনি পাবনা সেরাজগঞ্জের মাওলানা আবদুর রহমান প্রভৃতি দেওবন্দী মাওলানাগণের সহিত কেয়াম, আখেরে জোহর গ্রামে জুমা সম্বন্ধে বাহাছ করেন, এই বাহাছে দেওবন্দী মাওলানার দল লাজওয়াব হইয়া যান, ইহার রোয়াদাদ সেরাজগঞ্জের বাহাছ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৯) তিনি খুলনা সাতক্ষীরার গাবরুয়া গ্রামে বেশরা খোন্দকার কলিমদ্দিন মিয়ার সহিত সঙ্গীত বাদ্য, গায়রোল্লাহর নামে মানসা ইত্যাদি মছলা লইয়া বাহাছ করেন, ইহাতে সেই খোন্দকার পরাজিত হইয়া যান।

(১০) তিনি খুলনা সাতক্ষীরা বিড়ালক্ষী গ্রামে মৌলবী আব্দুল আজিজ, বেদয়াতী মৌলবী এলাহি বখশ এবং ত্রিপুরার খোন্দকার মুনশী আব্দুল মজিদের সহিত বাহাছ করিতে যান, কিন্তু তাহারা কেহই বাহাছে উপস্থিত হন নাই।

(১১) তিনি যশোহরের লক্ষীপুরের অহাবী মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবী বাবর আলি প্রভৃতির সহিত মজহাব সম্বন্ধে বাহাছ করেন, ইহাতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন, এই বাহাছ সভার পরে এই অঞ্চলের বহু শত অহাবী, হানাফী মজহাব, অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই বাহাছের রোয়াদাদ লক্ষী পুরের বাহাছ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১২) তিনি মাওলানা গোলাম রাছুল মোলতানির সহযোগিতায় হুগলী নবাবপুরে অহাবী মাওলানা আব্দুন্নুর মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবী বাবর আলি প্রভৃতি ছাহেবগণের সহিত বাহাছ করেন, ইহাতে অহাবী মৌলবীগণ একেবারে পরাস্ত হইয়া যান, সেই গ্রামের বহু অহাবী হানাফী হইয়া যায়, ইহার বিবরণ নবাবপুরের

বাহাছ' পুস্তকে লিখিত হইয়াছে।

(১৩) তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত কালিগঞ্জ (নাজিমগঞ্জ) গ্রামে অহাবি মৌলবী বাবর আলী, মৌলবী এফাজদ্দিন' মৌলবী লোৎফোর রহান প্রভৃতি ছাহেবদিগের সহিত বাহাছ করেন, ইহাতে তাহারা একেবারে পরাজিত হইয়া যান, সেই অঞ্চলটি অহাবীদিগের কবল হইতে মুক্তি পায়, ইহা 'কালিগঞ্জের বাহাছ নামক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৪) তিনি ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত মোয়াজ্জমপুরে অহাবী মৌলবী লোৎফোর রহমান, মৌলবী বাবর আলি, মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবী আব্বাছ আলি প্রভৃতি ছাহেবদিগের সহিত বাহাছ করিতে যান, শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব তাহাদের প্রেরিত শর্ত্তনামায় দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়া লাঞ্চিত হইয়া প্রস্থান করেন, ইহাতে তথাকার অনেক লোক 'হানাফী' হইয়া যান, ইহা মোয়াজ্জামপুরের বাহাছ নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৫) তিনি বগুড়া জেলার হানাইলে অহাবি মৌলবী আবদুল গফুর, মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকি, মৌলবী ছয়ফদ্দিন প্রভৃতি ছাহেবগণের সহিত বাহাছ করিতে যান, অহাবীগণ বাহাছ করিতে অস্বীকার করিয়া প্রস্তান করেন, ইহাতে সেই অঞ্চলের বহু শত লোক 'হানাফী' হইয়া যান, ইহা সাময়িক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১৬) তিনি নদীয়া জেলার ঘোষবিলায় মাইজ-ভাণ্ডারিয়া বেদয়াতি মৌলবী আবু ছঈদ প্রভৃতির সহিত বাহাছ করেন, ইহাতে তাহারা পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন, সেই দেশ হইতে পীর-ছেজদা, সঙ্গীতবাদ্য, নর্ত্তন-কুর্দ্দন ইত্যাদি একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, ইহা মাইজ-ভাণ্ডারি বাহাছ নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৭) তিনি মুর্শিবাদাবাদের হরিহরপুরের গ্রামে মৌলবী

জহুরোল হক ছাহেবের সহিত সঙ্গীত-বাদ্য, আখেরে জোহর ও কেয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করেন, ইহাতে উক্ত মৌলবী ছাহেব একেবারে লা-জওয়াব হইয়া যান।

(১৮) তিনি ত্রিপুরার হাজিগঞ্জে মাওলানা আবুল ফারাহ জৌনপুরী ও মাওলানা আবদুল লতিফ মিরেশ্বরীর সহিত শেজরাতে কলেমা পরিবর্ত্তনের অপবাদ সম্বন্ধে বাহাছ করেন, মাওলানা আহমদ ছাঈদ দেহলবী ছাহেব এই বাহাছে ফুরফুরার পক্ষকে ডিগ্রি দেন। ইহা 'হাজিগঞ্জের বাহাছ' নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১৯) তিনি ত্রিপুরার চাঁদপুরে মিরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফ ছাহেবের সহিত কটকবালার উপসত্ব হারাম হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করেন, এই বাহাছে মিরেশ্বরী মাওলানা লাজওয়াব হন, ইহা 'এবতালোল-বাতেলে' ছাপান হইয়াছে।

(২০) তিনি ময়মন সিং জেলার কিশোরগঞ্জে আজানগাছি দলের সহিত বাহাছ করিয়া তাহাদের মতের অসারতা দেখাইয়া দেন, ইহাতে সেই দলের লোকেরা উহার কিছুই সদুত্তর দিতে পারেন নাই।

(২১) তিনি রংপুর জেলার পাবনাপুরে এক অহাবি মৌলবীর সহিত এক ছোটখাট বাহাছ করেন' ইহাতে সেই মৌলবী নিরুত্তর হইয়া যান।

(২২) তিনি ও লক্ষ্ণৌ নিবাসী মাওলানা আবদুশ শুকুর ছাহেব ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাটে শিয়া-মৌলবী দিগের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হন, শিয়া মৌলবীগণ উপস্থিত হইয়া বাহাছ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন, ইহার বিবরণ মাসিক 'ইছলাম দর্শনে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

(২৩) তিনি বশিরহাটে অহাবি মৌলবীদিগের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হন, কিন্তু অহাবিগণ এইবাহাছে উপস্থিত হন নাই।

(২৪) তিনি বশিরহাটে সঙ্গীত-বাদ্য সম্বন্ধে অহাবী মাষ্টার

আবদুল হক ছাহেবের সহিত বাহাছ করিতে উপস্থিত হন, কিন্তু সেই অহাবী মাষ্টার এক সভায় উপস্থিত হন নাই।

(২৫) তিনি দিনাজপুরের পলাশবাড়ীতে অহাবী মৌলবী দিগের সহিত বাহাছ করার জন্য শর্ত্তনামা প্রেরণা করেন, তিনবার সেই শর্ত্তনামা লইয়া আমাদের দলীয় লোক ফিরিয়া আসেন, তাহারা কিছুতেই উক্ত শর্ত্তনামায় দস্তখত করিতে হাজির হন নাই, তিনি কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া আসেন।

(২৬) তিনি কিশোরগঞ্জে ত্রিপুরাবাসী মাওলানা তাজোল ইছলাম ছাহেবের সহিত মিলাদের কেয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করেন, ইহা কিশোরগঞ্জের কেয়ামের বাহাছ নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

(২৭) তিনি বর্দ্ধমান জেলার কালনা-জাবারি পাড়াতে মৌলবী মোছলেম সাহেবের সহিত সঙ্গীত বাদ্য পুরুষের নিয়মের অতিরিক্ত চুল রাখা, হিন্দুস্থানে সুদ জায়েজ কিনা, মুরিদ স্ত্রীলোকের খেদমত লওয়া সমন্ধে বাহাছ করিয়া তাহাকে নিরুত্তর করেন।

(২৮) তিনি ঢাকা জেলার বাচামারাতে জৌনপুরী মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবদ্বয়ের সঙ্গে সুদখোরের জিয়াফত কবুল করা জায়েজ ও নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করেন, ইহা বাচামারার বাহাছ' নামক পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে।

মাওলানা ছাহেব জীবনে কত 'বাহাছ' করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা মুস্কিল। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে হানাফী আলেমগণ কোন সভা করিতে উপস্থিত হইলে, অবাহী মৌলবীগণ সদলবলে উপস্থিত হইতেন, ইহাতে হানাফী আলেমগণ ভয়ে প্রস্থান করিতেন, ইহা দেখিয়া হানাফীরা নিজেদের মজহাব ত্যাগ করিয়া অহাবী হইয়া যাইত, এইরূপে অহাবিগণ নিজেদের দল বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইত। আল্লাহতায়ালার মর্জ্জিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব কয়েক স্থানে বড় বড় 'বাহাছ সভা'

করিয়া অহাবী মৌলবীগণকে পরাস্ত ও সন্ত্রাসিত করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থানের বহু অহাবীকে 'হানাফী' করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাহাছের শর্ত্তনামা অহাবিগণ যাহা লিখিয়া দিত, হানাফিগণ তাহাতে 'সহি' করিয়া বাহাছ করিতে বধ্য হইতেন, অহাবিরা নিজেদের সুবিধা মত শর্ত্ত স্থির করিয়া লইয়া কেবল হানাফিদিগের উপর লম্বা লম্বা প্রশ্ন আওড়াইতেন, পক্ষান্তরে উক্ত শর্ত্তনামায় অহাবীদের উপর হানাফীদের কোন প্রশ্ন করার অভাব থাকিত না।

খোদার মর্জ্জিতে শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব এরূপ এক শর্ত্ত নামা' প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে উভয় পক্ষের মতামতের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, অহাবিগণ মোহাম্মদী মজহাব ধারণ করার দাবী করেন, অথচ তাহারা দুনইয়ার সমস্ত মোহাদ্দেছ ও স্বমতালবম্বী মৌলবীদিগের মত মান্য করিয়া থাকেন। মাওলানা ছাহেবের 'শর্ত্তনামায়' অহাবিগণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, তোমরা কেবল কোরান হাদিছ মান্য করার মৌখিক দাবী কর, ইহা তোমাদের মিথ্যা দাবী, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে কোরান-হাদিছ হইতে এই মতগুলি সপ্রমাণ করিয়া দেখাও, এই 'শর্ত্তনামা' এরূপ বজ্রকঠোর হইয়াছে যে, অদ্যাবধি কোন অহবি মাওলানা মৌলবী উহাতে দস্তখত করিতে সাহসী হন নাই, কোন স্থানে 'বাহাছের' কথা উপস্থিত হইলে, শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে তথায় উপস্থিত হওয়ার দরকার হয় না, কেবল তাঁহার শর্ত্তনামা' তথায় পাঠাইয়া দিলে, বিনা বাহাছে হানাফীদের জয় হইয়া থাকে।

যদি শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে খোদা এই সময় পয়দা না করিতেন, তবে প্রায় সমস্ত বঙ্গ-আসামের মুছলমানগণ অহাবীদের চক্রে পড়িয়া নিজেদের 'সত্য মজহাব' হারাইয়া ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হইত। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক সময়ে একদল বিদ্বান সত্য পথে প্রবল থাকিয়া দীনের কল্যাণ সাধন করিবেন, কোন লোকের বিরুদ্ধাচরণে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। হজরতের এই হাদিছ বর্ণে বর্ণে সত্য,

প্রত্যেক জামানায় এইরূপ 'ওলামা সম্প্রদায়' আবির্ভাব হইতে থাকিবে। যে ব্যক্তি মাওলানা ছাহেবের 'মজহাব সংক্রান্ত' কেতাবগুলি ভাল রূপে স্মরণ করিয়া লইবে, তাঁহার সহিত বাহাছ করিতে কোন অহাবী মৌলবী সক্ষম হইবে না। মাওলানা ছাহেব বাহাছের শর্ত্তনামা 'মজহাব মীমাংসা' কেতাবের শেষ ভাগে ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক দেশের হানাফীগণকে উহা পৃথকভাবে ছাপাইয়া সারা দেশে ছড়ইয়া দেওয়া দরকার।

মাওলানা ছাহেবের হজ্জে গমন

মাওলানা ছাহেব শৈশব অবস্থায় স্বপ্নযোগে মক্কা ও মদিনার জিয়ারত করিয়াছিলেন, খোদা বহুকাল পরে তাহা বাস্তবে পরিণত করেন। ১৩৩০ সনে হজরত পীর কেবলাহ ছাহেব হজ্জ ও জিয়ারত করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মোছলেম-হিতৈষী সংবাদ পত্রে ঘোষণা করেন, সেই ঘোষণা-বাণীতে বঙ্গ ও আসামের কত মাওলানা মৌলবী তাঁহার সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিনাই।

ফুরফুরার হজরত শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবকে বলিয়াছিলেন বাবা ! অনেক লোক হজ্জ করিয়া থাকেন, কিন্তু হজ্জের আরকান আহকাম না জানায় হয়ত বহু টাকার হজ্জ নষ্ট করিয়া বসেন। তুমি বঙ্গ ভাষায় পরিষ্কারভাবে হজ্জ ও জিয়ারতের যাবতীয় বিষয় লিখিয়া ছাপাইয়া হাজিদিগের হিত সাধন কর মাওলানা ছাহেব অল্প দিবসের মধ্যে হজ্জের-মাসায়েল' ছাপাইয়া কতক সঙ্গে করিয়া লন। বোম্বাই যাইতে যাইতে সেই কেতাব গুলি বিক্রয় হইয়া গেল। ষ্টীমারে উঠিয়া যখন হজ্জ, কেয়াম তামাত্তো ও বদলা হজ্জের নিয়ত দরকার হইল, তখন যাত্রীরা কেতাব কেতাব করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তখন আর কেতাব পাইবার কোনই উপায় ছিলনা, যাহাদের নিকট দুই

একখানা কেতাব ছিল, তাহাদের নিকট হইতে লোকে 'নিয়ত' ইত্যাদি শুনিয়া লইতে লাগিল। যাহারা হজ্জ ও জিয়ারতে যান তাহাদের 'হজ্জের মাসায়েল' কেতাব ব্যতীত কোন কার্য্য ছহিহভাবে করার উপায় নাই। একজন দারোগা মাওলানা ছাহেবকে হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বলিয়াছিলেন, মাওলানা ছাহেব ! আপনি কি ইতিপূর্ব্বে হজ্জ ও জিয়ারত করিয়াছিলেন, তিনি বলেন না। তখন দারোগা ছাহেব বলিলেন, আমি আপনার কেতাব পড়িয়া অবাক হইতেছি, এক তিল বিন্দু ইহাতে কমবেশী দেখিতে পাইলাম না, কোন লোক ইহা পড়িয়া বলিয়া ফেলিবে যে, লেখক বোধ হয় ২/৪ বার হজ্জ ও জিয়ারত করিয়া দেখিয়া শুনিয়া ইহা লিখিয়াছেন। এই হজ্জের বিশেষত্ব এই যে, হজরত পীর ছাহেবের স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এই ট্রেনের অনুমান - ৮৩২ জন লোক গিয়াছিলেন ১০ জন সেকেণ্ড ক্লাসের, ২২ জন ইন্টার ক্লাসে ও ৮০০ জন থার্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলেন রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ বড় বড় ষ্টেশনে পানির অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন হাজিরা পানি লইয়া গাড়ীতে উঠিলে, গার্ড সাহেব পীর সাহেবের হুকুম লইয়া গাড়ী ছাড়িবার হুকুম দিতেন। এক স্থানে কোন হাজীর একটি ব্যাগ পড়িয়া যায়, উহাতে ৫/৭ শত টাকা ছিল, শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়া দেওয়া হইল, দুইজন লোক ব্যাগের সন্ধানে ধাবিত হয়, গার্ড সাহেব ট্রেণখানি প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চাতের দিকে চালাইয়া লইয়া যাত্রীদ্বয়কে তুলিয়া লন, ভাগ্যক্রমে ব্যাগটি টাকা সমেত পাওয়া গিয়াছিল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা ১২টা ১৬ মিনিটে হাওড়া হইতে ট্রেনখানি ছাড়ে। জ্যৈষ্ঠ মাসে হিন্দুস্থানে এত গর্ম্মি যে, দিন ৮টা হইতে রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত গর্ম্মির উত্তাপে লোকের হাতে পাঙ্খা অবিরত চলিত। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বেলা ১ ঘটিকায় সময় বোম্বাই পৌছিয়া দেখাগেল যে, কলিকাতার টাইমের ১ ঘন্টা ৩ মিনিট পরে সেখানে সূর্য্য অস্তামিত

হয়। সেইবার হজ্জ যাত্রীদের সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, 'মোছফেরখানা' পূর্ণ হইয়া যায়। পীর সাহেবের সঙ্গী লোকদের জন্য সুরতিময়মনেরা একটা দুইতল বড় দালান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রায় একমাস উক্ত স্থানে থাকিতে হয় কিন্তু উক্ত জায়গাও সঙ্কুলান না হওয়ায় বাহিরে থাকার জন্য কয়েকজন কলেরা রোগাক্রান্ত হন। শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব ও কতিপয় লোক অন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় ছিলেন। এক জুমার দিবস হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব তথাকার সুরতিদিগের বড় মছজেদে জুমা পড়িতে যান, হজরত পীর ছাহেবের আদেশে ঘোষণা কার হইল যে, নামাজ অন্তে ওয়াজ হইবে। মাওলানা ছাহেব পীর ছাহেবের আদেশে হাদিছসমূহ পাঠ করিয়া উর্দ্দূ ভাষায় ওয়াজ বায়ানা করেন, শ্রোতারা তাঁহার ওয়াজে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তথাকার লোকেরা অন্যান্য মছজেদে তাঁহার ওয়াজের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, কিন্তু জাহাজ ছাড়িয়া যাওয়ার জন্য তাঁহাদের মনস্কামনা মনেই রাখিয়া গেল। সেই মছজেদের এমাম ছাহেব তালেবোল-এলমদিগকে বলিয়াছিলেন, "মিয়ারা, তোমরা কোরআনের হাফেজ দেখিয়াছ, হাদিছের হাফেজ দেখ নাই, এই দেখ ইনিই হাদিছের হাফেজ।"

বোম্বাইয়ের আবহাওয়া অতি ঠাণ্ডা, সেহেতু কতকসংখ্যক লোকেরা নিউমোনিয়া হইয়া যায়, সেখানকার জিনিষপত্র অতিরিক্ত মহার্ঘ্য, ২৪ দিবস তথায় থাকিলে, যাত্রীদের অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়, আবার স্টীমারে উঠিবার সময় ছোট কেয়ামত উপস্থিত হয়, পেষাওয়ারী, বোখারী, খোরাছানী এবং হিন্দুস্তানীরা জোরপূর্ব্বক প্রথমে গিয়া ভাল ভাল স্থানগুলি দখল করিয়া লইয়া থাকে, বাঙ্গালীরা শেষে গিয়া অতি অসুবিধাজনক স্থানগুলি অধিকার করে। ষ্টীমারের মধ্যভাগে মধ্যতলায় থাকায় ভাল, যাহারা অগ্র বা পশ্চাৎ ভাগে স্থান পায়, তরঙ্গের ধাক্কায় যখন ষ্টীমার কম্পিত হইতে থাকে, তখন কাহারও মাথা

ঘুরিয়া যায়, কাহারও বমি হইত থাকে। সেকেণ্ড ও ফাষ্টক্লাসের কামরাগুলি মধ্য ভাগে থাকে। এইরূপ নানা অসুবিধার জন্য যাত্রীদিগের কলিকাতা হইতে ষ্টিমারে আরোহণ করা শত গুণে ভাল। আমাদের দলের কয়েকজন যাত্রীর সহিত একটি অপিরচিত লোক বোম্বাই আসিয়া মিলিত হইয়া তাহাদের অতিরিক্ত সেবা ভক্তি করিতে থাকে। এক দিবস দেখা গেল, তাহাদের মধ্যে দুই একজন মরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোমরে টাকার থলিয়া নাই এবং সেই অপরিতিচত লোকটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহাতে লোকেরা অনুমান করিলেন যে, সেই লোকটি জুয়াচোর ছিল, খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দুইটা লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহাদের যাবতীয় টাকা কড়ি চুরি করিয়া লইয়া চম্পট দিয়াছে।

পাঠক ! মনে রাখিবেন, বোম্বাই ট্রেনে অনেক সময় জুয়াচোরেরা পান, বিড়ি ও সিগারেটের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া লোককে খাইতে দেয়, লোকটি বিশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে তাহারা তাহার টাকা-কড়ি লইয়া চম্পট দিয়া থাকে।

সেদিন বরিশালের একটি লোককে হজ্জ লইয়া যাইব বলিয়া একজন জুয়াচোর 'মোয়াল্লেম' নাম ধারণ করিয়া তাহার ১৫০ টাকা লইয়া পলায়ণ করিয়া গিয়াছে।

সাবধান ! আপনারা স্বদেশী পরিচিত লোক ব্যতীত কাহাকেও সঙ্গীরূপে ও কোন অপরিচিত লোককে 'মোয়াল্লেম' রূপে নিয়োজিত করিবেন না।

পুরাতন হাজিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া 'মোয়াল্লেম' স্থির করিয়া লইবেন।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব নওয়াখালীর মাওলানা মোহম্মদ হাতেম ছাহেবকে সঙ্গীরূপে মনোনীত করেন, তাঁহার পরামর্শে মাওলানা সাহেব চিলিপচী ও দুইটা অল্প মূল্যের খাটিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন,

তাঁহারা ডবল মাশুল দিয়া সেলুনের টিকিট লইয়াছিলেন, সেলুনের কামরাগুলি একেবারে ষ্টীমারের পশ্চাতে ছিল। তাঁহারা ১৭শত যাত্রীসহ "আরবস্থান" নামক ষ্টিমারে উঠিলেন, ৯ই আষাঢ় রবিবার বৈকাল ৫টা ১৬ মিনিটের সময় ষ্টীমারখানি বঙ্গোপসাগরের দিকে ধাবিত হইল। সাগরের তরঙ্গে ষ্টিমারখানি কাঁপিতে লাগিল, মগরেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন গতিকে-রেলিং ধরিয়া যাতায়াত চলিতেছিল, কিন্তু ইহার পরে আর যাতায়াত শক্তি থাকিল না, শুইয়া পড়িয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রভাতে মাওলানা ছাহেবের মস্তক ঘুরিয়া বমন হওয়ার লক্ষণ হওয়ায় তিনি চিলিপচী ও কিছু বিস্কুট লইয়া ফাষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের নিকট খাটিয়া বিছিইয়া বসিয়া পড়িলেন, ইহার পরে আর তাঁহাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। সিতাপুরের মোতাওয়াল্লি মৌলবী আবদুল হক ছাহেব সেলুনে থাকিয়া মাথাঘোরা, বমন ইত্যাদিতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ষ্টীমারের সন্মুখের দিকে যশোহরের একটি লোক তিন দিবস ব্যাপী অবিরত বমন করিতে মরণাপন্ন হইতেছিল, কিছু ভক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল না, মাওলানা ছাহেব তাহার এই দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকে তথা হইতে লইয়া ষ্টীমারের মদ্যস্থলে স্থাপিত নিজের খাটিয়ার উপর লইয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বমন বন্ধ হইয়া গেল। সাগরের মধ্য ভেদ করিয়া 'আরবস্থান' ষ্টীমারখানি যাইতেছিল, উহার দুই পার্শ্বে ছোট বড় বহু মৎস্য দলবদ্ধ অবস্থায় নর্ত্তন কুর্দ্দন করিয়া যাইতেছিল, কখন উড্ডীয়মান মৎস্য উড়িতেছিল, এই প্রকার একটি মৎস্য আসিয়া ষ্টীমারের উপর পতিত হইল। এক সময়ে কিসের উপর ষ্টীমারের ধাক্কা লাগিল, ইহাতে উপর তলায় পানি উঠিয়া হাজিদের বিছানাপত্র ভিজিয় গেল। কাহারও উনানের ভাত পড়িয়া গেল। অনেকে অনুমান করিলে, ষ্টীমারখানি একটি বৃহৎ আকার বিশিষ্ট মৎস্যের উপর ধাক্কা দিয়াছিল, এই জন্য এইরূপ ঘটিয়াছিল।

একদিবস জোহরের সময় অতিরিক্ত তরঙ্গের জন্য ষ্টীমার খানি

অত্যধিক কম্পিত হইতে লাগিল, সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল, শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব হজরত পীর ছাহেবের নিকট আরজ করিলেন, হুজুর! একটি লোক দ্বারা ঘোষণা করাইয়া দিন, যেন সকলেই 'দোয়ায় ইউনোছ' পাঠ করেন। হজরতের হুকুমে তাহাই হইল, দোয়া ইউনোছ পড়িতে পড়িতে অগ্নিতে পানি দেওয়ার ন্যায় ঢেউ কম হইয়া গেল, ষ্টীমারের কম্পন থামিয়া গেল। কতকগুলি লোকের নিকট হইতে ৬৪টাঃ সাত আনা চাঁদা লইয়া তার বিহীন টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতায় হাজি এলাহি বখশ ছাহেবকে তাঁহাদের সুস্থতা ও শান্তির সংবাদ অবগত করান হইল।

ষ্টীমারের চীনা খালাসিগণ তাঁহাদের দলের অনেক মোরগমুর্গী চুরি করিয়া লইয়া খাঁচাটাকে পানিতে ফেলিয়া দিয়াছিল। ষ্টীমারে কাপ্তেন 'ওয়্যারলেস' টেলিগ্রামে জানিতে পারিলে নছকুতারা বাঁকে বিষম ঝড় হইতেছে, এই হেতু তাহারা লাইন ছাড়া একটু দূর হইতে জাহাজ চালাইতে লাগিলেন, ইহাতে ষ্টীমারখানি 'জেদ্দায়' পৌঁছিতে দেরী হইল, আরবস্থানের ২/৩ দিবস পরে ফেরেঙ্গেস্তান ষ্টীমার বোম্বাই হইতে রওয়ানা হইয়া এই জাহাজের ২/৩ দিবস পূর্ব্বেই জেদ্দাই পৌঁছিয়া গেল।

ষ্টিমারখানা ১৯শে আষাঢ় বুধবার রাত্র সাড়ে দশটার সময় 'আদনে' পৌঁছিল, তখন ঘড়ি ধরিয়া দেখা গেল, কলিকাতার প্রায় ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট পরে তথায় সূর্য্য অস্তমিত হয়। তথায় বঙ্গদেশের ন্যায় মৎস্য প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়, সিঙ্গাপুরের আনারসের আমদানিও দেখা গেল। পেশাওয়ারিরা কাহারও কথা না শুনিয়া কামটকে মৎস্য বলিয়া খাইতে লাগিল। ষ্টীমারখানি ২০শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২টার সময় 'আদন' হইতে রওয়ানা হইয়া ২২শে আষাঢ় ১২টার সময় কামরানে উপস্থিত হইল। যাত্রীদিগের রোগ পরীক্ষার্থে তথায় ৩ দিবস থাকার নিয়ম ছিল, কিন্তু সেই জাহাজের যাত্রীগণ এক

দিবস তথায় থাকিয়া ২৩শে আষাঢ় রবিবার কলিকাতার টাইমের ৩টা ৩০ মিনিটে জাহাজে আরোহণ করিলেন। হজরত পীর ছাহেব কতকগুলি লোককে ডাকিয়া বলিলেন, জিদ্দাতে অবতরণ করিয়া কয়েক দিবস বালুকাময় ময়দানে অতি তীক্ষ্ম রৌদ্রের মধ্যে ক্যান্টিন করিতে হইবে, কাজেই কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তারবিহীন টেলিগ্রাম করিয়া শরিফ হোসেন ছাহেবকে এই ক্যান্টিন মওকুফ করিয়া দেওয়ার আবেদন করা হউক, তাহাই করা হইল। জিদ্দাতে ২৫শে আষাঢ় মঙ্গলবার ২টা ৪৫ মিনিটে উপস্থিত হইলে, শরীফ হোসেন ছাহেবের পক্ষ হইতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ষ্টীমারে আসিয়া বলিলেন, বাঙ্গালার পীর আমি রোশ শরিয়তে -বাঙ্গালা কোথায় আছেন ? তিনি বলিলেন আপনি কয়জন লোকের ক্যান্টিন মওকুফ চাহেন, তিনি ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, সমস্ত লোকের করন্টিন মওকুফ করিয়া দেওয়া হইল। যাত্রীরা বৈকালে ক্ষুদ্র নৌকায় (হুড়ীতে) উঠিয়া জেদ্দায় নামিলেন। তথায় যাত্রীদের বা'ও গাঠরি তদন্ত করার পর প্রত্যেকের নির্দ্ধারিত মোয়াল্লেমের উকিলের বাসায় রাত্রি যাপন করা হইল। জেদ্দায় কয়েকটি মছজেদ আছে, সামুদ্রিক মৎস্য অতিরিক লবণাক্ত বিধায় খাইলে, পেটের অসুখ হইতে পারে, এই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু আদন ও জেদ্দাতে মৎস্য খাইতে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা করা হইয়াছিল না। জেদ্দা সাগরের উপকূলে অবস্থিত বলিয়া অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল। তথায় বিরাট আকারের একটি গোর দেখা যায় উহা ৩২০ হাত লম্বা, অনেকে বলেন, ইহা হজরত দাদি হাওয়া বিবি কবর। জিরারত করিয়া চক্ষের পানিতে বক্ষঃ ভিজাইয়া বলিতে থাকেন, হে দাদি ! আপনি হাশরে আপনার এই গোনাহগার আওলাদের জন্য শাফায়াত করিবেন।

হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহবের দল মক্কা শরিফের আবদুল কাদের আমিন ছাহেবকে মোয়াল্লেম স্থির করিলেন,

কতকে নওয়াখালির আনছার আকরামদ্দিন ছাহেবকে, কতকে আহমদ মক্কি মরহুম ছাহেবকে মোয়াল্লেম স্থির করিলেন। ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার আছরের সময় উটের উপর আরোহণ করিয়া ২৯শে শনিবার প্রভাতে 'হেচ্ছা' নামক মঞ্জেলে উপস্থিত হইলেন, সেই দিবস বৈকালে তথা হইতে রওয়ানা হইয়া ৩০শে আষাঢ় রবিবার প্রভাতে মক্কা শরীফে উপস্থিত হইলে, মোয়াল্লেমেরা' এক ওয়াক্ত খোরাকের ব্যবস্থা করিলেন, জাহাজের আরোহিগণ 'কামরান' ত্যাগ করিয়া 'ইলামলাম পর্ব্বতের নিকটে উপস্থি হইয়া এহরাম বাঁধিলেন, কেহ কেবল ওমরার, কেহ কেবল হজ্জের, কেহ হজ্জ ও ওমরা উভয়ের নিয়ত করিলেন। যাহারা কেবল ওমরার নিয়ত করিলেন, তাহারা মক্কা শরিফে পৌছিয়া খানায় কাবার তওয়াফ করিয়া, ছাফা ও মারওয়ার দৌড়ন কার্য্য সমাধা করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া এহরাম খুলিয়া ফেলিবেন, যাহারা হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করিয়াছিলেন, হজ্জ পর্য্যন্ত এহরাম অবস্থায় থাকিলেন। মক্কা শরিফের ঘরখানা মুছলমানদিগের জন্য শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি যতই উহার দিকে কাবার চারি দিকে কঙ্করময় স্থান আছে হাজিরা কবুতর দিককে দানা দিয়া থাকেন, মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন, যখন হজরত নবি (ছাঃ) আবুবকর ছিদ্দিকসহ ছত্তর নামক গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় খোদার আদেশে অলৌকিকভাবে তথায় একটি বাবুলের বৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছিল, দুইটা কবুতর বাসা প্রস্তুত করিয়া ডিম পাড়িয়া তা দিতেছিল, মকড়সার দল জাল বুনিয়াছিল, যেন কাফেরেরা বুঝিতে পারে যে, মানুষ উহার মধ্যে যাইতে পারে না। সেই কবুতরের বংশ মক্কা শরিফে আছে। খোদার ঘর কা'বার এরূপ মহিমা যে দলে দলে কবুতরেরা উড়িয়া আসিতেছে, লোকের অনুমান হয় যেন উহারা কা'বা গৃহের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে, কিন্তু গৃহের সন্নিকটে আসিয়া একভাগ উহার ডাহিন দিক দিয়া অন্য ভাগ উহার বাম দিক দিয়া উঠিয়া যায়, কা'বার উপর দিয়া কোন

পক্ষী উড়িয়া যাইতে পারে না। উহার এক কোনে হাজারে-আছওয়াদ আছে, ইহা বেহেশতের একখানা প্রস্তর প্রথমতঃ উহা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান ছিল, লোকের উহা স্পর্শ ও চুম্বন করিতে করিতে কালবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

হাশরে উক্ত প্রস্তর স্পর্শ ও চুম্বনকারিদিগের জন্য সুপারিশ করিবে। উহার নিকঠ 'মকামে-ইবারাহিম' নামক একখানা প্রস্তর আছে। উহাতে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর পদচিহ্ন রহিয়াছে। উহার নিকট "জমজম" নামক কূপ আছে। ছাফা ও মারওয়া নামক দুইটি ছোট পাহাড় আছে, হজরত এবরাহিম (আঃ) তাঁহার প্রথম স্ত্রী ছারা বিবির অনুরোধে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা ও তাঁহার পুত্র এছমাইল (আঃ) কে লইয়া শাম দেশ হইতে বোরাকের উপর আরোহণ করতঃ রওয়ানা হইলেন, হজরত জিবরাইল (আঃ) সমভিব্যাহারে ছিলেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) বোরাকের উপর থাকিয়া কোন ভাল আবাদ শহর দেখিলে, তথায় তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে নামাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেছিলেন, কিন্তু হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিতেছিলেন, এস্থানে নামান খোদার আদেশ নহে। অবশেষে একটি বন-জঙ্গল বিজন প্রান্তরে বোরাককে নামিতে বলিলেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, এই স্থানটি বাসের উপযুক্ত নহে। তিনি বলিলেন, ইহাই খোদার হুকুম। হজরত এবরাহিম (আঃ) যখন মক্কা শরিফের নিকট তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন হজরত হাজেরা বিবি বলিলেন ইয়া নাবিয়াল্লাহ্। আপনি এই জনশূন্য প্রান্তরে সামান্য খাদ্য ও পানিরাখিয়া আমাদিগকে আশ্রয়হীন অবস্থায় কি জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন ? হজরত এবরাহিম (আঃ) ইহার কিছু সদুত্তর না দিয়া এবং স্বীয় স্ত্রী-পুত্রের দিকে না ফিরিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। হজরত হাজেরা (আঃ) তৃতীয় রাত্রে বলিলেন, হে খোদার নবি ! এস্থানে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া কি খোদার হুকুম ? তিনি বলিলেন,

হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, তবে আপনি চলিয়া যান, খোদা আমাদিগকে কিছুতেই মারিয়া ফেলিবেন না। কয়েক দিবসে উক্ত খাদ্য ও পানি শেষ হইয়া গেলে, শিশু পুত্র পানির পিপাসায় কাতর হইয়া ছঠপঠ করিতেছিল, তখন হজরত হাজেরা বিবি 'ছাফা' পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিকে অবলোকন করিতে ছিলেন যে, কোন পথিক কি পানি লইয়া যাইতেছে? কোন কূপের ধারে কি পক্ষীর দল উড়িয়া বেড়াইতেছে? কিন্তু পানির কোন চিহ্ন না দেখিয়া তথা হইতে নামিয়া কতক আস্তে আস্তে কতক ধাবিতাবস্থায় 'মারওয়া' পাহাড়ের উপর উঠিয়া চারিদিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এইরূপ সাতবার 'ছাফা' পর্ব্বতের উপর ও সাতবার 'মারওয়া' পর্ব্বতের পর আরোহণ করিয়া পানির কোন সন্ধান না পাইয়া এই ভয়ে এত্রস্তভাবে পুত্র এছমাইলের দিকে রওয়ানা হইলেন যে, পাছে কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলে। তিনি তথায় আসিয়া দেখেন যে, হজরত জিবরাইল (আঃ) এর পদাঘাতে ঝরণা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে পানি অতি দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, পুত্র উক্ত পানি পান করিতেছে। হজরত হাজেরা এই আশঙ্কায় যে, পাছে উক্ত পানি উথলিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে, বড় বড় পাথর চারিদিকে স্থাপন করিয়া পানির চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পথ রূদ্ধ করিয়া দেন, সেই স্থানটি 'জমজমের কূপে' পরিণত হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব বলিয়াছেন, আমাদের দলের পাবনা জেলার হাদোন নিবাসী — হাজি এবরাহিম মরহুম ছাহেব একবার শেষ রাত্রে উক্ত পানি পান করিয়া মধুর ন্যায় মিষ্ট স্বাদ পাইয়াছিলেন। এই পানি রোগ মুক্তির নিয়তে পান করিলে, খোদার মর্জ্জিতে রোগ মুক্তি হইয়া থাকে। কা'বা ঘরের ছাদের পয়োনালা যেদিকে আছে, সেইদিকে হজরত এছমাইল (আঃ) ও বহু নবীর মাজার শরিফ আছে। মক্কা শরিফের চারিদিকে একটি সীমা রেখা আছে, উহাকে হেরম শরিফ'

বলে, উহার মধ্যে কোন পশু বধ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অনেকে ইহা দেখিয়াছেন যে একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল শিকার করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে, ছাগলটি দৌড়াইয়া হেরম শরিফের রেখার মধ্যে উপস্থিত হইল, অমনি বাঘটি ছাগল শিকার না করিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব হজরত নবি (ছাঃ), হজরত আলি, হজরত বিবি ফাতেমা ও হজরত আবু বকর (রাঃ) প্রভৃতির পয়দা এশের স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি 'আবু কোবাএছ' পাহাড় পরিদর্শন করিতে যান, যেখানে চন্দ্র দুইভাগে বিভক্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। উহার নিম্নদেশে হজরত বড় পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কোঃ) এর মছজেদ রহিয়াছে, তাহাও তিনি পরিদর্শন করেন।

তিনি 'জান্নাতোল মোয়াল্লা' কবরস্থান জিয়ারত করিতে যান, যখন তিনি উম্মোল মো'মেনিন হজরত কাধিজাতোলকোবরা (রাঃ) র মাজার শরিফ জিয়ারত করিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন, অমনি দেখিতে পান, যেন মাজার শরিফের মধ্য হইতে পুর্ণিমার চাঁদ উদয় হইতেছে। হজরত পীর ছাহেব কেবলার (রহঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি ইহা তাঁহার বেলাএতের নূর দেখিতে পাইয়াছ। তৎপরে তিনি হজরত নবি (ছাঃ) এর দাদা আবদুল মোত্তালেব ও পরদাদা হাশেমের গোর পরিদর্শন করেন, তৎপরে আবদুর রহমান বেনে ওমার ও অন্যান্য কয়েকটি কবর ও মছজেদোল জ্বেন' পরিদর্শন করেন।

হজ্জের পূর্ব্ব দিবস তাঁহারা মিনাবাজারে উপস্থিত হন, তথায় মছজেদোত খায়েফ' নামক একটি বড় মছজেদ আছে, উহার চারিদিক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টীত, উহার মধ্যস্তলে এক গুম্বজ বিশিষ্ট মিনার আছে। অনেকে বলেন, এই স্থানে হজরত আদম (আঃ) এর কবর রহিয়াছে, যে স্থানে গুম্বজটি আছে, ইহা তাঁহার নাভিস্থল মিনাবাজারে তিনটি

প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ আছে, উহাকে 'জামারা নামে অভিহিত করা হয়। হাজিরা স্তম্ভ তিনটির উপর কঙ্কর মারিয়া থাকেন। যে সময় হজরত এবরাহিম (আঃ) পুত্র এছমাইলকে কোরবানী করিতে যাইতেছিলেন, তখন শয়তান প্রথমস্থানে হজরত হাজেরাকে বলিয়াছিল যে, এবরাহিম তোমার পুত্রকে জবহ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে, তিনি বলেন, ইহা হইতেই পারে না। শয়তান দ্বিতীয় স্থানে হজরত এছমাইলকে ও তৃতীয় স্থানে হজরত এবরাহিমকে কুমন্ত্রণা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। সেই তিন স্থানে তিনটি স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে, হাজিরা উক্ত স্তম্ভের উপর কঙ্কর মারিয়া শয়তানকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধেয় মাওলান ছাহেব মিনা পাহাড়ের উপর উক্ত গর্ত্তগুলি পরিদর্শন করিতে যান, যেস্থানে হজরত এবরাহিম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে কোরবানী করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। গর্ত্তের মধ্যভাগ অন্ধকারময়, সেই অন্ধকারময় গর্ত্তে কোরবানী করার উদ্দেশ্য এই ছিল, যেন কোন লোক জানিতে পারিয়া বাধা প্রদান করিতে না পারে। তিনি হজরত এছমাইলের গলদেশে কয়েকবার ছুরি চালাইলেন, কিন্তু গলা কাটিল না, তখন তিনি রাগান্বিত হইয়া একখানা পাথরের উপর ছুরি ফেলিয়া মারিয়াছিলেন, ছুরির আঘাতে পাথরখানা ১৯ অঙ্গুলী পরিমাণ গভীর হইয়া কাটীয়া গিয়াছিল। হজরত এবরাহিম (আঃ) ছুরির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি পাথর কাটিয়া ফেলিলে, কিন্তু এছমাইলের গলা কাটিলে না কেন? তৎশ্রবণে ছুরি বলিল, যে খোদা আপনাকে তিনবার এছমাইলের কোরবানীর আদেশ করিয়াছেন, তিনিই আমার উপর ৭০ বার তাঁহার গলা না কাটার আদেশ দিয়াছেন।

মাওলানা ছাহেব সেই পাথরখানা পরিদর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে 'আরফাত' ময়দানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, খোদা হজরত আদম (আঃ) কে ছরন্দিপে ও হজরত হাওয়া (আঃ) কে জেদ্দায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, বহু দিবস রোদন ক্রন্দন করারপরে প্রথম এই আরফাত

ময়দানে উভয়ের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় এই হেতু এই ময়দানটিকে আরফাত নামে আখ্যাত করা হয়। এই স্থানে তাঁহাদের গোনাহ মাফ হয়, এই হেতু তাঁহাদের সক্ষম আওলাদকে গোনাহ মা'ফির জন্য এই স্থানে উপস্থিত হওয়ার আদেশ করা হইয়াছে। উক্ত ময়দানে রৌদ্রের উত্তাপ এত বেশী যে, তাঁবুর মধ্যে থাকিয়াও হাজিদের অসহ্য হইয়া পড়ে। মাওলানা ছাহেব ৯ই জেলহাজ্জে জোহর পড়িয়া মাওলানা আহমদ আলি এনাএতপুরী ও নওয়াখালীর মাওলানা হাতেম ছাহেব সহ জাবালে রহমতের উপর উঠিয়া এমামের খোৎবা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, সেইস্থলে এই কারামত পরিলক্ষিত হইল যে, কিছুক্ষণ পরে সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইহাতে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গেল। হজ্জের সময় এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, যেন সমস্ত পার্থিব চিন্তা একেবারে দূরীভূত হইয়া বিস্ময়কর শান্তি অনুভূত হইতে লাগিল। এক দিবস 'মেছেফালা' মাদ্রাছায় হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেবের ওয়াজের দাওয়াত হয়, বহু আরববাসী তথায় উপস্থিত হন, মাওলানা ছাহেব অনর্গল হদিছ পাঠ করিয়া আরবিয়ান দিগকে ও উহার উর্দ্দু অনুবাদ হিন্দুস্থান ও বঙ্গবাসী দিগকে শুনাইয়া দেন, বড় বড় 'আরবি আলেম' তাঁহার হাদিছের ওয়াজ শ্রবণে অবাক হইয়াছিলেন। হজ্জ সমাপনন্তে উটের উপর আরোহণ করিয়া ১৩ দিবসে মদিনা শরিফে উপস্থিত হন, যে সমস্ত দরিদ্রলোক তাঁহাদের দলে ছিল অনেকে পদব্রজে মদিনায় রওয়ানা হইয়া যান। অনেক সময় মাওলানা ছাহেব নিজে কিছু দূরে পদব্রজে চলিয়া তাহাদের কোন কোন লোককে উটের উপর আরোহণ করাইয়া লইতেন। মদিনা শরিফে হজরতের মাজার শরিফ জিয়ারত করেন, নিয়মের বিপরীতে এক রাত্রে হজরত পীর ছাহেব ও শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব এবং বড় পীরজাদা মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব, কোন্নগরের হাজি আবদুল মতিন ছাহেব, হাজি আবদুল মইন ছাহেব ও নওয়াখালী শ্রীনদীর মাওলানা

মোহাম্মদ হাতেম ছাহেব খাদেমগণের অনুমতি লইয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর মাজার শরীফের মোরাকাবা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করেন। তিনি জান্নাতোল বাকির' কবরস্থানে হজরত আএসা ও হজরতের কয়েক বিবি, হজরত এমাম হাছান, হজরত ওছমান হজরত জয়নোল আবেদিন, (রাঃ) এমাম মালেক, আবু ছইদ খুদরি ও অন্যান্য বহু বোজর্গের মাজার জিয়ারত করেন। তৎপরে ওহোদ পর্ব্বতের অধোদেশে হজরতের চাচা আমিরোশ-শোহদা হজরত (রাঃ) প্রভৃতি শহিদগণের মাজার জিয়ারত করেন।

খোদার মর্জিতে হজ্জ ও জিয়ারত সমার্পনের পর জাহাজে আরোহণ করেন, বর্ষাকালে সাগর তরঙ্গময় ছিল, হেমন্তকালে আমাদের পুষ্করিণীর ন্যায় সমুদ্রের পানি স্থির দেখিয়া খোদার অসীম কোদরতের কতা মনে পড়ে। মাওলানা ছাহেব অনেক সময় মক্কা ও মদিনা শরিফে কেতাবের দোকানে বসিয়া দুর্লভ কেতাবগুলি সন্ধান করিতেন, তিনি প্রায় চার মন দুর্লভ কেতাব তথা হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

মাওলানা সাহেবের জন্মভূমি টাকী নারায়ণপুর ত্যাগ করতঃ বশিরহাটে বাস স্থান স্থির করার বিবরণ

ইছমতী নদীর নিকটস্থ টাকী, নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থিত মাওলানা ছাহেব বলেন, তাঁহার জীবনে তিনি এই নদী ভাঙিতে বড় দেখেন নাই, ৫/৬ বৎসর হইতে টাকীর মাইলখানি দূরে রাজনগর নামক একটি ছোট খাল ভাঙিতে ভাঙিতে নদীর আকারে পরিণত হইয়া যায়, সেই নদীর প্রবল দার ঠিক টাকী, নারায়ণ পুরের উপর প্রতিঘাত করিতে থাকে, ইহাতে টাকীর বড় জমিদারের বৃহৎ অট্টালিকা ও বাজারের অনেক দোকান নদী সাৎ হইতে থাকে, নারায়ণপুরের আংশিক নদীতে

ভাঙ্গিতে থাকে, ইহাতে সেই গ্রমবাসীগণ বিচলিত হইয়া পড়ে, মাওলানা ছাহেব এক রাত্রে স্বপ্নযোগে পুষ্করিণির সিড়ির ধাপ ফাটীয়া পতনোন্মুখ দেখিয়া নিজের ওয়ালেদ ছাহেবকে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বশিরহাট যাওয়ার অনুমতি চাহিয়া ছিলেন, তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। আর এক দিবস তিনি স্বপ্নযোগে বশিরহাটের বাজেম মিঞা ও অন্য একটি অপরিচিত লোককে এবং নারায়ণপুরের নিকটস্থ নদীতে তীরবেগে স্রোত চলিতেছে, ইহা দেখিতে পান, তাহারা মাওলানা ছাহেবকে বলিতেছিলেন, যখন নদীর অবস্থা এরূপ তখন কেন আপনি এত টাকা ব্যয় করিয়া এই খানে দালান করিয়াছেন? তদুত্তরে মাওলানা ছাহেব বলিলেন, আমি'ত গায়েবের কথা জানিনা, কাজেই এরূপ করা হইয়াছে। তৎপরে তিনি এক সময় রংপুর জেলার বদরগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট কোন দোকানে হজরত পীর ছাহেব কেবলার নিকট বাটী পরিবর্ত্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, হুজুর, আমি যে টাকীতে বাস করি, তথায় ও সৈয়দপুরে ১৫০ ঘর কাঙ্গাল মুছলমানের বাস, কিন্তু উহার চারিদিকে প্রায় ৪/৫ হাজার ঘর হিন্দুদের বাস, কয়েকটি বড় বড় জমিদার ও আছে, মুছলমানেরা তাহাদের ভয়ে তথায় কখনও গো-কোরবানী করিতে সাহসী হয় নাই। তৎশ্রবণে হুজুর বলিলেন, বাবা। চারিদিকে যেরূপ হিন্দু মুছলমানে সংঘর্ষ হইতেছে, যদি কখনও তথায় এইরূপ দাঙ্গা ফাছাদ আরম্ভ হয়, তবে তাহারা তোমার বিরাট 'কোতোবখানা' নষ্ট করিয়া দিতে পারে, কাজেই বাঙ্গালায় এরূপ কোতোবখানা আর কেহই সংগ্রহ করিতে পারিবে না। নদী না ভাঙ্গিলেও তোমাকে এই স্তান হইতে 'হেজরত' করা আবশ্যক। বোধহয় এই কারণেই খোদার হুকুমে নদী ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই হইতে মাওলানা ছাহেব বশিরহাটে জমি ক্রয় করার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথায় প্রসিদ্ধ মীর ছাহেবগণের একটি আম্রকানন ছিল, উহার প্রায় সাড়ে বার আনা অংশ আন্দাজ ২২/২৩ বিঘা ভিটাবাড়ী খরিদ করিলেন, ইহা কালেক্টার

তালুকের অংশ, বাৎসরিক খাজনা আন্দাজ ৬ টাঃ ৭ আনা হইবে। নারায়ণপুরের তিনি যে ভিটাতে বাস করিতেন, উহা নিষ্কর ভূমি ছিল, বশিরহাটের যে জমি খরিদ করিলেন, উহাও কোন হিন্দু জমিদারের অধীন নহে। এই বশিরহাটে কিম্বা তাঁহার নিজের খরিদা বাঁটীতে অবাধে গো-কোরবানী হইয়া থাকে। তিনি নিজের ভ্রাতা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণকে এই বশিরহাটে আসিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, যদি কখনও হিন্দু ও মুছলমানে ফাছাদ লাগে, তবে তোমরা নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে, আমি এই ৪/৫ ক্রোশ জমি অতিক্রম করিয়া তোমাদের উদ্ধার করিতে পারিব না, কিন্তু তাঁহারা নানা অসুবিধা ধারণায় বশিরহাটে আসিতে স্বীকৃত হন নাই। টাকী রোড রেল ষ্টেশন হইতে নামিয়া ২ মাইল পথ অতিক্র করিয়া নারায়ণপুরে ও তিন মাইল অতিক্রম করিয়া সৈয়দপুরে পৌছিতে হয়। এই পথের দুই ধারে কেবল হিন্দুদিগের বাস। আর বশিরহাট রেল ষ্টেশন হইতে নামিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে বশিরহাট 'মাওলানা বাগে' পৌছিতে পারা যায়, এই পথের দুই দিকে কেবল মুছলমানদিগের বাস।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা ছাহেব বলেন, যখন তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটীতে আসেন, অনেক সময় ধার কর্জ্জ করিয়া দিন যাপন করিতে হইত, অতি অল্পদিবসের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি দেশের চারিদিকে বিঘোষিত হইয়া পড়িলে, খোদা তাহার কষ্টের দিন দূরীভূত করিয়া দেন। তাঁহার ছোট ভাই মৌলবী রুহল কুদ্দুছকে তিনি নিজ ব্যয়ে পড়াইয়া অবশেষে ফুরফুরা মাদ্রাছায় পাঠাইয়া দেন, তথা হইতে মাদ্রাছার শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া নারায়ণপুরে একটি মক্তবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন।

মাওলানা ছাহেব প্রথমে মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন এক সময় বর্ষাকালে তিনি বিদেশ হইতে বাটিতে আসয়া দেখেন তাঁহার বান কাষ্ঠের একটি আলমারিতে উইপোকা লাগিয়া প্রায় সমস্ত দুর্লভ

কেতাবগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই হৃদয় বিদারক অবস্থা দর্শনে তিনি নিত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, কতকগুলি দুর্লভ কেতাব আর তিনি কোন স্থানে খুজিয়া পান নাই। সেই সময় তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে পাকা দালান প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দেন, মাওলানা ছাহেব নিজের বিরাট কেতাবখানা ও নিজের রচিত কেতাগুলি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য এবং শিয়া, অবাহী ও অমুছলমান শত্রুদের অত্যচার হইতে রক্ষা পাওয়ার ধারণা নারায়ণপুরে পাকা তিনটি ঘর প্রস্তুত করেন।

হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন " পোক্তাঘর মানুষের ক্ষতিকর হইবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে, উহাতে কোন দোষ হইবে না।" কুফা শহরে বাসগৃহ সমূহ, কিন্তু একবার ঘটনাক্রমে অগ্নি লাগিয়া সমস্ত ঘর পুড়িয়া যায়, সেই সময় হজরত ওমার (রাঃ) তাহাদিগকে পোক্তাঘর প্রস্তুত করিতে আদেশ দেন। মদিনা শরিফের মছজেদের কড়ী, অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম কাষ্ঠের ছিল, একাধিকবার অগ্নি লাগিয়া উহা পুড়িয়া যায়, এই হেতু আলেমগণের ফৎওয়া লইয়া তুর্কি সুলতানগণ উক্ত মছজেদকে পোক্তা অট্টালিকা করিয়া দেন, এখন মক্কা ও মদিনা শরিফের অধিকাংশ ঘরবাড়ী পোক্তা এমারত।

মাওলানা ছাহেব ২০/২৫ হাজার টাকার পাঠ্য কেতাব ও নিজ রচিত শতাধিক কেতাব রক্ষাকল্পে বশিরহাট বাড়ীতে চারি কামরা পোক্তা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তিনি বশিরহাটে আসিয়া ছিলেন, উহার বিশেষত্ব এই যে, তথায় প্রায় ৪ শত ঘর সম্ভ্রান্ত মোছলমানের বাস। রাজা প্রতাপাদিত্য যে সময় দিল্লীর বাদশাহর বিদ্রোহী হইয়া ওঠেন, সেই সময় জেনারেল আজমি খাঁ দিল্লীর বাদশাহর পক্ষ হইতে তাহাকে দমন করিতে আসেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে না পারায় মানসিংহ তাহাকে দমন করিতে আসিয়া যে স্থানে তাহাকে পরাজিত করেন, সেই স্থানের নাম হইয়াছে সংগ্রামপুর, ইহা বশিরহাটের ইছামতী নদীর অপর পারে অবস্থিত। মোল্লা কোতবদ্দিন আহমদ ওরফে বড়েবাগদাদী

দিল্লীর বাদশাহর পীর ছিলেন, ইনি সেনাপতি মালেক আ'জম ছাহেবের সঙ্গে বশিরহাটে উপস্থিত হইয়া বাসস্থান স্থির করেন, ইনি দিল্লীর বাদশাহর পক্ষ হইতে সাত শত বিঘা লাখেরাজি জমি জীবিকা নির্ব্বাহের অবলম্বন স্বরূপ পাইয়াছিলেন, ইনি বশিরহাট আবাদ করেন, এই বংশে ফকির মোহাম্মদ নামক একজন সেনাপতি ছিলেন, ইনি হুগলীর কাজিওল-কোজত ছিলেন, ইনি বশিরহাটের শাহী মছজেদ মেরামত করিয়াছিলেন। খান বাহাদুর মাওলানা মোহাম্মদ ছাদেক নামে একজন লোক ছিলেন, ইনি অযোধ্যার বাদশাহ গাজী উদ্দিন হায়দারের উজির ছিলেন, তৎপরে আটাওয়াতে কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহার রচিত অনেক কেতাব আছে, তিনি তরিকতপন্থী দরবেশ ছিলেন। মৌলবী কাজি রহমাতোল হক ছাহেব, ইনি এলমে-জাহেরী ও বাতেনিতে 'কামেল' ছিলেন, ইনি বশিরহাট শাহী মছজেদের এমাম ছিলেন। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে কাজী মৌলবী ছেরাজল হক, কাজি এশরারোল হক, কাজি হামিদোল হক প্রসিদ্ধ। মাওলানা গোলাম এহইয়া ছাহেব, ইনি একজন বড় জবরদস্ত আলেম ছিলেন, তাঁহার পৌত্র খান বাহাদুর মৌলবী গোলাম কাছেম ছাহেব, ইনি একজন জমিদার এবং খুলনা ও ২৪ পরগণার লীডার ছিলেন।

এই বশিরহাটের গৌরবের বিষয় এই যে, এইস্থানে প্রাচীন কালের ৬ গম্বুজ বিশিষ্ট বৃহদাকারের একটি মছজেদ আছে, উহার ভিত্তির উপরিস্থিত প্রাচীর ৮ ফুট প্রস্থ, দুইটি পাথরের স্তম্ভের উপর ৬টি গম্বুজ প্রস্তুত করা হইয়াছে, মেহরাবের উপরে 'তোগরা' অক্ষরে লিখিত আছে, উহা ৮৭১ হিজরীতে (ইংরাজী ১৪৬৬ সনে) মজলেছে-মোয়াজ্জেম মোকারাম মজলেছে আ'জম কর্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহা বাংলার স্বাধীন পাঠান বাদশাহ সুলতান বার বখশার আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার অন্যতম গৌরবের বিষয় এই যে শাহ আলি নামক একজন বাগদাদ নিবাসী জবরদস্ত অলি মাজার তথায় বর্ত্তমান

আছে, সম্ভবতঃ যে সময় বশিরহাট আবাদ করা হইয়াছিল, সেই সময় তিনি তথায় আসিয়াছিলেন। তিনি অবিবাহিত দরবেশ ছিলেন। ছুফি ছাহেব বলিয়াছেন, অনেক সময় রাত্রিকালে বাঘের দল আসিয়া তাঁহার কবর জিয়ারত করিত তিনি নৌকা যোগে বশিরহাটে উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে নৌকা চালাইতে বলেন, নৌকা ঘুরিয়া ফিরিয়া কয়েক দিবস পরে পুনরায় এই বশিরহাটে উপস্থিত হয়, তিন বার এইরূপ হইলে, তিনি বলেন, আমার কবর এই স্থানে হইবে বুঝা যাইতেছে, তখন তিনি তথায় বাসস্থান স্থির করেন। অনেক লোক তাঁহার গোর জিয়ারত করিয়া থাকেন, এইস্থানে আরও অনেক অলিউল্লার বাস ছিল। শ্রদ্ধেও মাওলানা এছাহেবের ওস্তাদ ছুফি ছাহেবের নানা মৌলবী এবাদাতুল্লাহ ছাহেব একজন মস্ত বড় অলি ছিলেন। ছুফি ছাহেব বলিয়াছেন, যখন তিনি জেকর করিতেন, তখন তাঁহার পরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গ পৃথক পৃথক হইয়া যাইত ইহা কেহ কেহ দেখিতে পাইয়াছিল, উক্ত মৌলবী ছাহেব বলিতেন, বশিরহাটের বাদশাহ শাহ অলিছাহেব, তাঁহার জন্য আমার কোন বোজর্গি জাহিত হইতে পারে না, তোমরা আমাকে নদী পারে বাসকোলা সংগ্রামপুরে দফন করিও, কিন্তু তাঁহার এন্তেকালের পর তাঁহাকে বশিরহাটে সাঁইপালাতেই দফন করা হইয়াছিল। শাহ মহদুর, শাহ ধোনাগাজী ও ছুফি মোহঃ রমজান, শাহ মিঞা বড় দরজার দরবেশ ছিলেন। মাহিবাটী নিবাসী মৌলবী বদরুদ্দোজা শাহী মছজেদে থাকিতেন, তিনি মস্ত দরজার ওলি ছিলেন, তিনি নদীতে ডুব দিয়া গায়ের হইয়া গিয়াছিলেন।

এই স্থানে অনেক নামজাদা আলেম ছিলেন, তন্মধ্যে মৌলবী ফারাগাত আলি, মৌলবী গোলাম মখদুম, ও মৌলবী তাফাজ্জোল আলি ছাহেব ইনি হুগলী মাদ্রাছার মোদার্রেছ ছিলেন। মাওলানা আমানাতুল্লাহ ছাহেব হেদাএতল-ইছলাম প্রণেতা, ইনি উক্ত ছুফি ছাহেবের নানার ভাই ছিলেন। মৌলবী আবদুল হাই ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট,

মৌলবী মোজহাব হোছাএন, মৌলবী মোহাম্মদ আলি মোনসেফ ও মৌলবী মতলুব হোছাএন বশিরহাটের উকিল ও কাজী বাকাউল্লাহ ও কাজী মোহাম্মদ রহিম, কাজী ছিলেন।

মোহাম্মদ বশির নামক একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁহার নামে বশিরহাট নামকরণ করা হইয়াছে। একজন ফকির এক দিবস পর্যায়ক্রমে এক এক বাটীতে আহার করিলে বৎসর শেষ হইয়া যাইত, তবুও প্রথম বাটীতে আসিতে পারিত না, যেহেতু এই স্থানে প্রায় ৪শ ঘর সম্ভ্রান্ত মোছমানের বাস, এই হেতু সাঁইপালা নামকরণ করা হইয়াছিল।

মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেবের কতকগুলি স্বপ্ন

হজরত নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, সত্য স্ব প্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম। হজরত বলিয়াছেন, সুসংবাদ ব্যতীত নবুয়ত বাকী নাই, সত্য স্বপ্ন। ছহিহ বোখারী।

পাঠক ! শ্রদ্ধেও মাওলানা ছাহেবের কতকগুলি সত্য স্বপ্ন ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছে, যখন তাহার বাটিতে কোন বিপদ উপস্থিত হইত, রাত্রিতে স্বপ্নযোগে খোদা তাঁহাকে তাহা অবগত করাইয়া দিতেন। এস্থলে আরও কয়েকটি স্বপ্ন উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার ওয়ালেদ ছাহেবের গৃহের মধ্য হইতে বন্ বন্ শব্দ একটি গ্যাস উত্থিত হইয়াছে, এই স্বপ্ন দেখিয়া তিনি কোন বিপদের সম্ভবনা ধারণা করিলেন, খোদার মর্জ্জি কয়েক দিবসের মদ্যে তাঁহার ওয়ালেদ কেবলাহ ও গ্রাম্য কয়েক জন লোক বসন্ত রোগাক্রান্ত হন। মাওলানা ছাহেব 'আওরাদে' কাছেমিয়া অনুসারে প্রত্যেক বসন্ত রোগগ্রস্ত লোকের জন্য এক একটি ছাগল জবাহ করিয়া ৬০ ভাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে খয়রাত

করিয়া দিতে উপদেশ দিলেন। খোদার অনুগ্রহে সকলেই আরোগ্য লাভ করিলেন।

(২) এক রাত্রে তিনি বিদেশে স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন যে, নদী হইতে শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া প্রবল বন্যা ও ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া বশিরবহাটের গ্রাম পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে মৃদু হইতে হইতে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তিনি বশিরহাট উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, বশিরহাটের গোপাল খাঁ মরহুম ছাহেবের মছজেদের সন্মুখ হইতে হিন্দুরা ঢাক ঢোল বাজাইয়া যাইতেছিল, মুছলমানেরা তাহাদিগকে উহা নিষেধ করায় তাহারা বাজনা বন্ধ করে নাই, এই হেতু হিন্দু ও মুছলমানদিগের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। মাওলানা ছাহেব বলিলেন, তিনি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন, ক্রমশঃ উহা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, খোদা চাহেত এই হাঙ্গামা মীমাংসিত হইয়া যাইবে। পরিনামে তাহাই হইয়াছিল।

(৩) এক সময় মাওলানা ছাহেব চোর দস্যুদিগের অত্যাচারের জন্য একটি বন্দুকের দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এক রাত্রিতে তিনি বিদেশে স্বপ্নে দেখেন যে, একটি দুর্দান্ত ঘোটক প্রকাশিত হইয়াছে, কোন লোক উহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, হঠাৎ দুইজন ইংরেজ সাহেব উক্ত ঘোড়ার মুখের দুইদিকের লাগাম টানিয়া থামাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি বাটিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, আলিপুর হইতে একখানা নোটীশ তাহার বাটীতে পৌছিয়াছে, উহার মর্ম্ম এই যে, অবিলম্বে আপনি আলি কোর্টে উপস্থিত হইয়া পুলিশ ছাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইহাতে মাওলানা ছাহেব বুঝিলেন, দুর্দ্দমনীয় ঘোটকটি বন্দুক, উক্ত বন্দুকের কর্ত্তৃত্ব পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেদ্বয়ের হস্তে আছে।

(৪) একসময় বশিরহাটের অন্তর্গত বাঁশঝাড়ি গ্রামের

তাজেমদ্দিন মণ্ডল ও কাদের বখশ মণ্ডল দুইটি তালুক খরিদ করার প্রস্তাব মাওলানা ছাহেবের নিকট পেশ করিয়াছিলেন। মাওলানা ছাহেব এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, যেন একজন লোক বলিতেছেন, এই দুই সম্পত্তির মধ্যে অমুক সম্পত্তি যেন খরিদ করা হয়। মাওলানা ছাহেব তাহাদিগকে ডাকিয়া এই সংবাদ অবগত করান, কিন্তু তাহারা যে সম্পত্তি ক্রয় করিতে দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন, মাওলানা ছাহেবের স্বপ্ন ঠিক উহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহাদের মনোনীত সম্পত্তি খরিদ করিলেন না। কয়েক মাস পরে তাহারা মাওলানা ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হুজুর। আপনার নিষেধ শুনা ভাল হইয়াছে, আমাদের মনোনীত সম্পত্তির বহু শরিক ও অন্যান্য বহু গোলমাল বাহির হইয়াছে, আমরা উহা খরিদ করিলে, অনেক মোকর্দ্দমা ও বহু সহস্র টাকার দায়ে পতিত হইতাম।

(৫) মাওলানা ছাহেব একবার বিদেশে স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহার একমাত্র ছোট ভাইটি মারা গিয়াছে। তিনি বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া মারা গিয়াছে, সেই পুত্রটি ঠিক তাঁহার ছোট ভাইয়ের ন্যায় সুশ্রী হইয়াছিল।

(৬) এক সময় তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, অতি বিরাট আকারের একটি নৌকা মেরামত করা হইতেছে, এত বড় বিরাট আকারের নৌকা কখনও তিনি দেখেন নাই, নৌকাখানা কাৎ করিয়া কতকগুলি খোঁটার উপর রাখা হইয়াছে, আশঙ্কা হইতে ছিল যে, পাছে উহা পড়িয়া যায়, কিন্তু পড়িতেছে না। তৎপরে মাওলান ছাহেব 'হানাফী' সংবাদ পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মস্ত নৌকা সমস্ত দুনইয়া ভ্রমণ করিতে পারে ইহা সংবাদ পত্রের কার্য্য, প্রত্যেক সপ্তাহে সমস্ত

দুনইয়ায় পৌছিতে পারে, নৌকাখানা পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা হওয়ার মর্ম্ম এই যে, হানাফীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইবে, কিন্তু নৌকাখানা পড়ে নাই, ইহার অর্থ এই যে, খোদার মর্জ্জিতে হানাফীর পতন কিছুকাল পরে হইবে।

(৭) মাওলানা ছাহেব বশিরহাটে 'কোতবখানা' প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে ইষ্টক নির্ম্মান কারার চেষ্টা করিতেছিলেন, এক রাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে দেখেন যে, তিনিও বশিরহাটের মুনশী ছিদ্দিক আহমদ মিস্ত্রী মরহুম উভয়ে অল্প পানি বিশিষ্ট একটি খালে পোলো দ্বারা মৎস্য ধরিতেছেন, তিনি দুইটা জীবন্ত কই কিম্বা মাগুর মৎস্য এবং একটি মরা মৎস্য ধরিলেন, কিন্তু ছিদ্দিক মিঞা কি ধরিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মাওলানা ছাহেব ইহার এইরূপ মর্ম্ম বুঝিলেন, খালে অল্প পানি ও কর্দ্দম ছিল, পানি ও কর্দ্দম দ্বারা ইষ্টক নির্ম্মাণ করা হয়, ছিদ্দিক মিঞা ইষ্টক নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, এই হেতু তিনি তাহাকে সহকারিতারূপে দেখিয়াছিলেন, দুইটী জীবন্ত মৎস্যের অর্থ, দুই লক্ষ ভাল ইষ্টক হইবে, মরা মৎস্যের অর্থ, কিছু খারাব (আমা) ইষ্টক হইবে, এই তাবিরের পর ঘটনাটি বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

(৮) এক সময় মাওলানা ছাহেব স্বপ্নযোগে দেখিলেন তিনি তালেবোল-এলম সহ ষ্টীমার যোগে বিদেশে যাইতেছেন, তিনি ষ্টীমার হইতে নামিয়া এক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, কেহ যেন বলিতেছিল, এই গ্রামে নরহত্যাগারী ডাকাত দলের বাস, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তিনি ভীত হইয়া মুছলমানদিগের বাড়ী খুঁজিতেছিলেন, একজন পৈতাধারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একজন দাড়ীহীন মুছলমান সেবককে দেখা গেল, তাহার লেবাছ-পোষাকে রীতি-নীতিতে হিন্দু বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

যে রাত্রে তিনি এই স্বপ্ন দেখিলেন, উহার পর দিবস পূর্ব্ববঙ্গের একটি লোক তাঁহাকে সভার দাওয়াত দিতে আসিয়াছিল। মাওলানা ছাহেব শরীরের অসুস্থতা হেতু উক্ত দাওয়াত গ্রহণ করেন নাই, পরে জানা গেল, সেই দাওয়াতকারী এরূপ স্থানের বাশেন্দা যাহারা ফুরফুরার দলের প্রধান শত্রু।

(৯) মাওলানা ছাহেব একবার বিদেশ হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র আবদুল মাজেদের শারীরিক পীড়ার কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে নিদ্রিত হইলেন, কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নে দেখিতেছেন, আবদুল মাজেদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছে, বাবাজান! আমার জ্বর ভাল হইয়াছে, কিন্তু আমার একটি চক্ষু কানা হইয়া গিয়াছে। মাওলানা সাহেব এই স্বপ্ন দেখিয়াই চৈতন্য হইয়া বামদিকে তিনবার থুথু ফেলিয়া দোওয়া পড়িলে, সকালে কিছু ছদকা দিয়া ত্রস্তভাবে বশিরহাটে রওয়ানা হইলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া হাজী মছিহদ্দিন ছাহেবের সহিত পতিমধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলিলেন, আপনার শাশুড়ী মরনাপন্না অবস্থায় আছেন। মাওলানা ছাহেব বুঝিলেন শাশুড়ী ছাহেবানী প্রায় ২২ বৎসর আমার গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কারিণী হইয়া আছেন, চক্ষু কানা হওয়ার অর্থ তাঁহা এন্তেকাল হওয়া।

কারামতে আমিনিয়া

(এমাম ও আল্লামায়ে বাংলা, ছোলতানুল-ওয়ায়েজীন,

মরহুম হজরত মাওলানা মোঃ রুহল আমিন (রঃ)

পীর ছাহেবের অলৌকিক ঘটনাবলী

— মোঃ এবরাহীম মহব্বতপুরী পাঁচবিবি, (বগুড়া)

মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেবের (রহঃ) বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়েই যেন অসাধারণ কর্ম্ম প্রেরণা, তৎপরতা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল (আল্লাহতা'লা দীন এছলামের খেদমত করাইয়া লইবার জন্যই যেন তাঁহাকে অতিশয় প্রতিভাবাণ করিয়া সৃষ্টী করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাক জবানেই শুনিয়াছিলাম — "মাত্র সতের কি আঠার দিনেই তিনি 'ছরফমীর' নামক দুরূহ আরবী ব্যাকারণখানা বাল্যকালে আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।" যখন তাঁহার বড় ছাহেবজাদা মৌঃ আবদুল অহীদ ছাহেব এন্তেকাল করেন, তাহার কিছুদিন পরেই তিনি বগুড়া জেলার, জামালগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশনের মাত্র দেড় মাইল পশ্চিমে 'নুনুজ' মাদ্রাছায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, — 'আমার বড় ছেলে এন্তেকাল করায় আমি শোকে যে রূপ অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম, যদি আমার ছিনায় আল্লাহতা'লার পাক কালাম ও নূরনবীর অগনিত হাদীছ না থাকিত, তবে আমি এই শোকে কর্ম্মশক্তি হারাইয়া ফেলিতাম।" ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি অগনিত হাদীছের হাফেজ ছিলেন। পবিত্র হজ্জব্রত উদযাপন উপলক্ষ্যে যখন তিনি ফুরফুরা শরীফের মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলাহ (রহঃ) সমভিব্যবহারে বোম্বে পৌছিয়াছিলেন, তখন বোম্বে জামে মছজিদে ওয়াজ নছিহত করায়, তাঁহার ওয়াজে মুগ্ধ হইয়া তথাকার এমাম ছাহেব বলিয়াছিলেন — "কোরআন শরীফের হাফেজ অনেক দেখিয়াছি, অদ্য হাদীছের হাফেজ দর্শন করিয়া স্বীয় জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি।" তদবধী তাঁহাকে 'হাফেজে হাদীছ" আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইত। তাঁহাকে আরও কয়েকবার বলিতে শুনিয়াছি — "আমি যে কেতাবখানি মনোযোগর সহিত মাত্র একবার

দেখিয়াছি, তাহা আর কখনও ভুলিয়া যাই নাই। ওয়াজ নছিয়ত করিবার সময় আমি যেন কেতাবগুলি সন্মুখে দেখিতে পাই।'' সত্যে সত্যই তিনি যখন ওয়াজ নছিহতের ষ্টেজে অনর্গল মধুর কণ্ঠে রাছুলের অমিয়বাণী আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, তখন কোথাও বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতে বা আটকাতে দেখিনাই। বাংলা আসামের লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এই সত্য কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

"তাক্‌রীর ও তাছরীর" বক্তৃতা ও লিখনী এই দুই প্রকারেই এছলাম প্রচার সম্ভব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত 'কামালাতেবাতেনী' বা পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই উহার সুদৃঢ় হয়। কিন্তু একাধারে এই ত্রিবিধ গুণ সম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব বর্ত্তমান যুগে অতি বিরল। মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেবের কর্ম্মময় জীবনের যেদিকেই লক্ষ্য করা যাউক না কেন, তাহাই জেন অসাধারণ। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ বিশাল বাংলা আসামের প্রায় প্রতি নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার পবিত্র মুখে আল্লাহ তায়ালার পাক কালাম ও রাছুলের অমিয়বানী ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার চিত্তাকর্ষক ওয়াজ-নছিহতের ফলে সহস্র সহস্র মক্তব ও মাদ্রাছাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত মুছলমান সত্যের আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। বেদয়াতী-বেশরা পীর ফকিরদের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ আজরাইল। এই ওয়াজ নছিহত ব্যাপদেশে তিনি বাংলা আসামের বুকে দিনের পর দিন ছুঠিয়া বেড়াইতেন। কোথাও ধীরভাবে বসিয়া লিখিবার মত অবকাশ তিনি মোটেই পাইতেন না। এই জন্যই পথে ঘাটে, রেল-ষ্টীমারে ও গো গাড়িতে বসিয়া বসিয়া তাঁহাকে লিখিতে হইত। তথাপি তিনি বিবিধ বিষয়ে দেড় শতাধিক মূল্যবান ধর্ম্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য তাঁহাকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে

বহু দুস্প্রাপ্য কেতাব পত্র অজস্র অর্থ ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। একমাত্র কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার লাইব্রেরী ছাড়া, এক কেতাব-পত্র বাংলা আসামের কোথাও সংগ্রহীত হয় নাই। এছলামের খেদমতের জন্য এই সমস্ত কেতাব-পত্র তিনি 'ওয়াক্‌ফ' করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে লক্ষাধিক টাকা খরচ করিলেও এক কেতাব-পত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। কোন বাঙ্গালী আ'লেম এছলামের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার ও এইরূপ দীর্ঘকাল যাবৎ লিখনী ও বক্তৃতা দ্বারা এছলাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বাংলার ইতিহাসে কোনও প্রমাণ নাই। তিন যে শুধু সাহিত্যিক ও এছলাম প্রচারকই ছিলেন তাহাই নহে ;— তিনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাংবাদিক ও সুবিজ্ঞ রাজনৈতিকও ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ সাপ্তাহিক 'হানাফী' ও 'মোছলেম' এবং মাসিক 'ছুন্নত অল জামায়াত' পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মাসিক 'হেদায়াত' ও শরিয়তে এসলামের' শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তিনি নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ, মছলা-মাছায়েলের উত্তর ও সমালোচনা লিখিতেন। তিনি রাজনীতির অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন — ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব (রহঃ) কেবলার সহযোগে। কংগ্রেস ও 'খেলাফতের' উৎকট আন্দোলনের সময়ে যখন মুছলমান ছাত্ররা মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন ইহারাই তাহাদিগকে আপনাপন বিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ দিয়া বিদ্যাশিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। অবশেষে কংগ্রেস যখন মোছলেম স্বার্থ পদদলিত করিয়া বিপথে পরিচালিত হইতে লাগিল, তখন ইহারা জামিয়তে উলামার' মধ্যবর্ত্তীতায় 'মোছলেমলীগ' প্রচারে ব্রতী হইলেন। কিন্তু যে 'মোছলেমলীগ' মুছলমানের স্বার্থ ও

এছলামের রক্ষক, তাহারই কতিপয় নেতা যখন প্রকাশ্যে 'শরিয়তে-এছলামের' বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি এই অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই, বলা বাহুল্য যে, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত এই অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে এছলামের বিধিব্যবস্থা যেমন একজন দরিদ্রের প্রতি বর্ত্তিবে, তেমনই তাহাদের পরিচালক নেতৃগণের উপরেও বর্ত্তিবে, বরং নেতৃগণেরউপরেই বিশেষভাবে বর্ত্তিবে। যাহা হউক, এই বক্ষ্যমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জীবনীর বিভিন্ন দিকে আলোক-সম্পাত করা মোটেই সম্ভব হইবে না। ইহা যেন ক্ষুদ্র শিশিতে বিরাট পরিধি সঙ্কুলানের বৃথি প্রয়াস। সুতরাং এস্থলে তাঁহার 'কামালিয়াতে-বাতেনী'' বা পূর্ণ আধ্যাত্মিক পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়া বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) বিগত ১৩৩৯ সালের ৬ই ফাল্গুন দিবাগত রাতের আনুমানিক ১ ঘটিয়ার সময় নোয়াখালী জেলার ভবানীগঞ্জের মাওলানা মোঃ আজিজুর রহমান ছাহেব নিম্নোক্ত স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন।

" কোন একস্থানে মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) যেন সহস্র লোকের সভায় ওয়াজ-নছিহত করিতেছিলেন। এমন সময়ে কেরওয়াচরের মরহুম মাওলানা আবদুল মজিদ ছাহেব সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, — "আপনারা চুপ করুন এখন আর ওয়াজ হইবে না।" — ইহাতে কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন — "সভায় ওয়াজ বন্ধ হইবে কেন ?" তিনি বলিলেন — " এমন তিনজন বোজর্গ ব্যক্তি সভায় শুভাগমন করিতেছেন যে, সভার ওয়াজ আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে।" তৎপরে তিনি মাওলানা আজিজুর রহমন ছাহেবকে বলিলেন — "ঐ দেখুন তাঁহারা আসিতেছেন।" দেখিতে দেখিতে

তাঁহারা একখানা আটঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া মাহ্ফিলের তখতপোষের নিকটে পৌছিয়া গেলেন। তথায় চারিখানি কুরছি ছিল। একখানায় মরহুম হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবী ছাহেব (রহঃ) ২য় খানায় মরহুম হজরত মাওলানা এমামুদ্দীন ছাহেব ছাদুল্লাপুরী (রহঃ) এবং ৩য় খানায় মরহুম হজরত মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জৌনপুরী (রহঃ) উপবেশন করিলেন। একটু পরে আর একখানা গাড়ীতে ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব কেবলাহ (রহঃ) তশরীফ আনিলে, হজরত ছৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) ছাহেব তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ৪র্থ কুরছীখানায় বসাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন — "আপনারা এই ছেলেটির জন্য দোয়া করুন।" ইহাতে ফুরফুরা শরীফের পীর ছাহেব কেবলাহ দোওয়া করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা 'আমীন' বলিতেছিলেন। দোওয়া করিতে পীর ছাহেব কেবলাহ এত কাঁদিলেন যে, তাঁহার ক্রন্দনে সভাস্থ সকলেই অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহার দোওয়া করা শেষ হইলে, হজরত মোজাদ্দেদছাহেব (রহঃ) হজরত মরহুম মাওলানা ছাহেবকে বলিলেন যে "বাবা ! পিরহানটি খোল।" তিনি পিরহানের বোতামগুলি খুলিতেছিলেন। ফুরফুরার পীর ছাহেব বলিলেন — "পিরহানটি উঁচু করিয়া উঠাও"। তিনি পিরহানটি বুকের অর্দ্ধেক পরিমান উঠাইতেই হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব (রহঃ) নিজ হাতে ধরিয়া পিরহানটি গলা পর্য্যন্ত উঠাইয়া গলা হইতে নাভি পর্য্যন্ত মোবারক হাত টানিয়া লইয়া ফুক দিলেন। অতঃপর হজরত মাওলানা এমামমুদ্দিন (রহঃ) ছাহেবও তাঁহার গলা হইতে নাভি পর্য্যন্ত মোবারাক হাত টানিয়া লইয়া একটি ফুক দিলেন। তৎপরে মাওলানা কারামত আলি জৌনপুরী ছাহেব (রহঃ) বলিলেন — "বাবা ! তুমি বাংলার

পীরগণের জীবনী লিখিতেছ, আমার জীবনী কি লিখবে না।" তিনি বলিলেন — "হাঁ, হুজুর, আমি লোকদিগের নিকট শুনিয়া শুনিয়া আপনার জীবনী লিখিব।" মাওলানা এমামুদ্দীন ছাহেব (রহঃ) বলিলেন — "বাবা! তুমি, ভাই মাওলানা কারামত আলি ছাহেবের জীবনী অবশ্য অবশ্য লিখিবে।" অতঃপর স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া গেল।

(২) বগুড়া জেলার আক্কেলপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের আট মাইল পূর্ব্ব দক্ষিনে জিয়ানগর নামে একটি গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের মিঞাপাড়ায় বহু প্রাচীন একজন ওলি-আল্লার মাজার আছে। উহা সাধারণ্যে "আসন শহীদ" পীরের মাজার নামে প্রসিদ্ধ। শতাধিক বিঘা ধান্য জমি উক্ত পীর ছাহেবের (রহঃ) নামে 'লা-খেরাজ' ছিল। অবশ্য খাদেমদের ত্রুটিতে বর্ত্তমানে উহার অনেকটা হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ আসন-আসন-শহীদ' নামে পরিচিত হইলেও সম্ববতঃ তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল, 'হজরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন (রহঃ) উক্ত গ্রামের নাম 'জিয়ানগর' হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তবে সম্ববতঃ তিনি 'মোরাকাবা' কালে কোন নির্ম্মম গুপ্তঘাতকের হস্তে শহীদ হইয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণতঃ তিনি "আসন শহীদ" নামে পরিচিত।

বিগত ১৩৪১ সালের কথা। আমি তখন বাড়ী হইতে ১৫/১৬ মাইল উত্তর - পূর্ব্বে দিনাজপুরের পলাশবাড়ী নামক গ্রামে ছিলাম। হঠাৎ এই জিয়ানগরের পীর ছাহেবকে (রহঃ) স্বপ্ন দেখিলাম। তিনি যেন একখানা তখতপোষের উপরে উত্তর শিয়রে কেবলাহ মুখী হইয়া সাদা একখানা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। আমি সন্মুখে গিয়া পর পর তিনবার ছালাম দিলাম, তিনি তিনবারই ছালামের উত্তর দিলেণ।

অতঃপর আমি বলিলাম — "হুজুর ! আমি বহুদিন হইতে "তা'লীম তাওয়াজ্জোহ" লইবার বিপুল ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু কাহার নিকটে মুরিদ হইব স্থির করিতে পারিতেছি না।" তিনি বলিলেন, "কেন আমার ছোট ভাইয়ের নিকট মুরিদ হউন।" আমি বলিলাম হুজুর ! কাহাকে ছোট ভাই বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব (রহঃ) কেবলাকে না, হজরত মাওলানা মোঃ রুহুল আমিন (রহঃ) ছাহেবকে ?" তিনি বলিলেন — "মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেবের (রহঃ) নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করুন।" অতঃপর স্বপ্নটি ভাঙ্গিয়া গেল। কয়েকদিন পর আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া আম্মাজানের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, — "বাবা ! আমিও সেদিন জিয়ানগরের পীর ছাহেবকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তিনি আমাকে দুইটি রোজা রাখিতে বলিয়াছেন।" হিসাব করিয়া দেখিলাম, — আমি যে রাত্রিতে ও যে সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছি, ঠিক সেই সময়েই আম্মাজানও স্বপ্ন দেখিয়াছেন।

অতঃপর আমি 'মুরিদ' হওয়ার সঙ্কল্প করিয়া ঈছালে ছওয়াবের সময় ফুরফুরা শরিফে গমন করি। হজরত মাওলানা ছাহেবের (রহঃ) কেতাবের দোকানের সম্মুখ দিয়া আমি যাইতে ছিলাম। হঠাৎ তিনি আমাকে ডাকিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন। অনেক্ষণ যাবৎ আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলাম। অবশেষে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া 'দাএরা-শরীফ' হজরত পীর ছাহেব কেবলাহের নিকটে গিয়া আমার সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করতঃ দোওয়া করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি স্মিত মুখে আমাকে দোওয়া করিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইল যে, আমার স্বপ্ন ও

সঙ্কল্পের কথা কেহ যেন ইহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা যেন সব কিছুই অবগত আছেন। আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইলাম। অধিকন্তু স্বপ্নযোগে আমাকে হজরত মাওলানা ছাহেবের (রহঃ) নিকট মুরিদ হওয়ার অনুমতি দিয়া আম্মাজানকে দুইটি রাজা রাখিতে আদেশ করার মধ্যে যে কি নিগুঢ় রহস্য নিহিত আছে, আমি আজিও তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তবে ধারণা হয় যে, গর্ভধারিণী মাতার খালেছ দোওয়া এই পথের জন্য নিতান্ত জরুরী ও ফলোদায়ক বলিয়াই সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অলি-আল্লাহগণের আত্মা মৃত্যুর পরেও কিরূপ শক্তিশালী ও জাগ্রত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই জন্যই আল্লাহতা'লা স্থূলদর্শী মানবমণ্ডলীকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন, — "যাহারা আল্লাহর পথে শহীদ হইয়াছেন, তোমরা তাঁহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং মৃত বলিয়া ধারণাও করিও না, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তাহা বুঝিতে পার না।"

(৩) বিগত ১৩৫২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমি আক্কেল পুর রেলওয়ে ষ্টেশনের মাত্র এক মাইল উত্তরে খাদাইল গ্রামে সভা করিতে গিয়াছিলাম। উক্ত সভায় তিলকপুরের মৌঃ হাজী মোঃ আবদুর রহমান নূরনগরী ছাহেব এবং চেঁচুড়িয়ার হুজুরের খলিফা মুনশী মোঃ কেরামত আলি ছাহেবও যোগদান করিয়াছিলেন। সভা অন্তে আমরা তিনজনই একঘরে শুইয়াছিলাম। আশ্চার্য্যের বিষয় এইযে, আমরা তিনজনই শেষ রাত্রিতে রোরুদ্যমান অবস্থায় জাগ্রত হইলাম। আমি স্বপ্ন দেখি যে, কোন একটি ওয়াজের মাহফিলে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কেহ যেন মুরহুম হুজুর কেবলাহর "শেষ বাণী" শীর্ষক প্রবন্ধখানা আমার হাতে দিয়া উহা পড়িয়া সভাস্থ সকলকে শুনাইতে বলিলেন। ইহাতে তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

— "আপনাকে উহা পড়িয়া শুনাইতে হইবে না। আপনি যে ভাবে ওয়াজ করিতেছেন, সেই ভাবেই ওয়াজ করিতে থাকুন। আপনার ওয়াজ ঠিকই হইয়াছে।" বলা বাহুল্য যে, আমি উক্ত "শেষ বাণীর" বিষয়গুলিই কোরআন হাদিছের প্রমাণপঞ্জী দ্বারা বর্ণনা করিতেছিলাম। নূরনগরী ছাহেব বলিলেন, — "আমি মরহুম হুজুর কেবলাহকে এমন একটি উঁচু আসনে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ম্মান চেহ্‌রায় সমাসীন দেখিলাম যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" মুনশী ছাহেব বলিলেন, — হুজুর কেবলাহ (রহঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনাদের এই পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। অনেকে আপনাদের উপর শত্রুতা ও করিতে পারে। সুতরাং আপনি আল্লাহপাকের উপর ভরসা করিয়া অমুক অমুক আমল করিতে থাকুন।" হুজুর কেবলাহর এন্তেকালের পর বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত অন্তর, এই স্বপ্ন-মোলাকাতে আমাদিগকে যুগপৎ কিরূপ মোহপ্রাপ্ত করিয়াছিল, তাহা একমাত্র আল্লাহতায়ালাই জানেন। তবে দেখিলাম, আমাদের প্রত্যেকের নয়নযুগল অবারিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। সেইদিন হইতেই ওয়াজ-নছিহতে যতটুকু প্রেরণা ও শক্তি পাইয়া থাকি, তৎপূর্ব্বে তাহার কণামাত্রও পাইতাম কি না সন্দেহ।

(৪) মরহুম হজত মাওলানা-ছাহেবের (রহঃ ওয়াজ নছিহতেও তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। ইহাও যেন তাঁহার একটি জ্বলন্ত কারামত'। তিনি যখন তাঁহার "এলহানে-দাউদী" সহ কোরআন হাদিছের মূল এবারত-গুলি অনর্গল আবৃত্তি করতঃ মধুর কণ্ঠে উহার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন' তখন সহস্র সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলী যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ আত্মহারা হইয়া

পড়িত। তাঁহার কণ্ঠস্বরের এমনি একটি বৈশিষ্ট ছিল যে, লক্ষাধিক লোকের সভাতে ও নিকটবর্ত্তী অথবা দূরবর্ত্তী কোনও শ্রোতার শুনিবার কোন অসুবিধা হইত না; বরং সকলেই যেন সমানভাবে শুনিতে পাইতেন। সভাস্থ জনমণ্ডলীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ব্যতীত যেন কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাইত না। মনে হইত যেন গাছের পাতা ও বিহঙ্গ মকুল পর্য্যন্ত নীরব হইয়া শুনিতেছে। ভাবের আবেগে শ্রোতৃমণ্ডলীর অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভিজিয়া যাইত। কোন মক্তব-মাদ্রাসা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্যের আবেদন জানাইলে, পকেটের টাকা-পয়সা ত দূরের কথা, গায়ের বস্ত্র ও মেয়েদের অলঙ্কার পর্য্যন্ত দান করিতে দেখা গিয়াছে। বাহাছ-মোবাহাছায় তিনি অসাধারণভাবে প্রতিপক্ষ বড় বড় আলেমকে নিরুত্তর করিতেন। প্রায়ই দেখা গিয়াছে, যাঁহারা তাঁহার সহিত বাহাছ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেন, কার্য্যকালে তাঁহারা তাঁহার সন্মুখীন হইতেও সাহসী হইতেন না। আমি তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি — "একবার তিনি বর্ম্মার রাজধানী রেঙ্গুণের জামে' মসজিদে ওয়াজ করিয়া আসিয়াছিলেন।" অতঃপর তথা হইতে তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে কতকগুলি দাওয়াৎপত্র আসে — 'আমরা বহু আ'লেমের ওয়াজ-নছিহত শুনিয়াছি, কিন্তু আপনার ওয়াজে এখানকার জনমণ্ডলীর মধ্যে যেরূপ উদ্দীপনা ও সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তদ্রুপ ইতিপূর্ব্বে কখনও পাওয়া যায় নাই। আপনি যখন ওয়াজ করিতেছিলেন, তখন মানবের অন্তরে আঘাত করাত দূরের কথা, মসজিদের ছাদও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া আর একবার শুভাগমন করিলে, আমরা চিরকৃতার্থ হইতাম।" হুজুর বলেন — "আমি বাংলা আসামের দাওয়াৎ লইয়া এরূপ ব্যস্ত রহিলাম যে, আর তথায় যাওয়ার অবকাশ

পাইলাম না” শুনিয়াছি, — “ফুর ফুরা শরীফের মরহুম হজরত পীর ছাহেব কেবলাহর (রহঃ) নিকট হইতে বিশেষভাবে “এল্‌মে লাদুন্নির’ ফয়েজ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার এইরূপ অসাধারণ ওয়াজ নছিহত করিবার শক্তি বিদ্যমান ছিল।” বিগত ১৩৪৩ সালে হুগলী জেলার অন্তর্গত সীতাপুর গ্রামে হজরত মাওলানা মোহাম্মদ মনছুর বাগদাদী (রহঃ) সাহেবের “ঈছালে-ছাওয়াব মাহফিলে” বহু সংখ্যক মুছলমান, আলেম, ও তরিকত পন্থীদিগের পক্ষ হইতে ফুরফুরা শরীফের আ’লা হজরত পীর ছাহেব (রহঃ) কেবলাহ তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা শক্তি ও এল্‌মের অধিক্য হেতু তাঁহাকে “আল্লামা মাওলানা মোল্লা শাহ” এই গৌরবজনক উপধিতে বিভুষিত করিয়াছিলেন।

“এমন কি তিনি শুধু এই উপাধি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। একদা জনাব হজরত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি স্বয়ং তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এতদ্দর্শনে হজরত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া আরজ করিয়াছিলেন “হুজুর আপনি এভাবে দণ্ডায়মান হওয়ায় আমি বড়ই লজ্জিত ও ব্যথিত হইলাম।” তদুত্তরে পীর সাহেব কেবলাহ রহঃ) বলিয়াছিলেন, “বাবা ! আমিত আপনার সন্মানের জন্য দাঁড়াই নাই, বরং আল্লাহ পাক আপনাকে যে এল্‌ম দান করিয়াছেন, সেই এল্‌মের সম্মানের জন্যই দাঁড়াইয়াছি। সুতরাং আপনার এজন্য লজ্জিত ও ব্যথিত হইবার কোনই কারণ নাই।”

প্রিয় পাঠক পাঠিকা ! চিন্তা করুন, তিনি কতবড় জবরদস্ত আলেম ছিলেন ! এই জন্যই তাঁহাকে “আলেমকুল শিরোমণি” আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইত।

বিগত ১৩৩০ সালে ফুরফুরা শরীফের হজরত পীর ছাহেব কেবলাহ (রহঃ) সহিত হজরত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) পবিত্র

হজ্জব্রতে গিয়াছিলেন। তথায় ছওলাতীয়া মাদ্রাছায় হজরত পীর ছাহেব কেবলাহর (রহঃ) আদেশে তিনি মূল আরবীতে হাদীছ শরীফ বায়ান করেন, অনেক আরববাসী তাঁহার আরবীর এলহানে পড়ার কায়দা ও আচারে-ব্যবহারে ধারণাও করিতে পারেন নাই যে, এনি এজন বাঙ্গালী আ'লেম ! অতঃপর হজরত পীর ছাহেব কেবলাহ (রহঃ) তাঁহাকে হজরত খাদীজার (রাঃ) মাজার শরীফ জেয়ারত করার আদেশ করায়, তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়া মাজার-পার্শ্বে দাড়াইতেই দেখিতে পান যে, — "যেন একটি পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইতেছে।" ইহাতে হজরত পীর ছাহেব কেবলাহ (রহঃ) বলেন — "উহা উর্ম্মুল-মো'মেনীন হজরত খাদীজাতুল কোবরার (রাঃ) বেলাএতের নূর।" তাঁহার দোওয়ায় অজস্র দুরারোগ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিতেন।

(৫) "গাজী কালু চম্পাবতীর" পুথি বাংলায় খুবই সুপরিচিত। সম্প্রতি হজরত গাজী পীরের (রহঃ) জীবনেতিহাসও প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৩৪১ সালে আমি ইহার জীবনী আলোচনা করিতেছিলাম। বগুড়ার ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ৯২ পষ্ঠায় লিখিত আছে, বাংলার ইতিহাসে আছে, ইলিয়াছ শাহী বংশের প্রথম বাদশাহ শামছুদ্দীন ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং তৎপুত্র শাহ সেকান্দর ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। হজরত গাজী পীর (রহঃ) ছাহেব তাঁহারই একমাত্র পুত্র। তাঁহার প্রকৃত নাম দারব উদ্দীন। ইনি বাল্যকালেই রাজ্য, ঐশ্বর্য্য এমনকি মাতাপিতার মায়া-মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া গৃহত্যাগী দরবেশ হইয়া যান। কথিত আছে, — উত্তরকালে তিনি এরূপ বাকসিদ্ধ অলি-আল্লাহ্ হইয়া

গিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহার নিকট কারামত (অলৌকিকতা) দেখিতে চাহিলে তাঁহার ইঙ্গিতে গৌড়ে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্ণ-বৃষ্টি হইয়াছিল। তদবধি গৌড়ের অপর নাম সুবর্ণ গ্রাম। এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনেতিহাসে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে।

এই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা কালে হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখি যে — "সুন্দরবন অঞ্চল হইতে একটি পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়া উত্তর বাংলার দিনাজপুরের এক নিভৃত পল্লী জনৈক গৃহস্থের বহিবাটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। তাহার আলোকে যেন সমস্ত দেশটি সমুদ্ভাসিত হইতেছিল। তিনি অরবী ভাষায় বলিতেছিলেন —

يا علماء البنجالة انتبهوا

" হে বাংলার আ'মেলগণ, সাবধান হউন।" আমি তথায় একটি খানকাতে শুইয়াছিলাম। কে যেন আমাকে বলিয়া দিলেন, "ইনিই হজরত গাজী পীর ছাহেব (রহঃ)।" আমি উঠিয়া আসিয়া দেখিলাম, "তিনি প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার এই আহ্বানে বাংলার আ'লেমকূল শিরোমণি ছোলতানুলওয়ায়েজীন, হজরত মাওলানা রুহল আমিন ছাহেবই সাড়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন।" আমি অদূরে দাঁড়াইয়া অস্পষ্টভাবে শুনিতেছি বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সাহস হইতেছে না। অবশেষে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। হজরত মাওলানা ছাহেব আমাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। আমি নিতান্ত্য বিনীতভাবে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ছালাম দিলাম। তিনিও ছালামের উত্তর দিয়া স্নেহপরবশে আমার সহিত

মোছাফাহ করিলেন। তাঁহার পবিত্র হস্তের শৈত্যভাব আজিও যেন আমার অন্তরাত্মায় বিরাজ করিতেছে। হায়; অলি-আল্লাহগণের পক্ষে কি না সম্ভব ! তাঁহারা পরলোকগত অলি-আল্লাহগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিতে, এমন কি স্বয়ং রাছুলোল্লাহ (ছাঃ) কেও দেখাইতে, অবশেষে 'খালেকুল মাখলুকাত, আল্লাহ পাকজাতের সান্নিধ্য লাভ করাইয়া দিতেও সমর্থ। বস্তুতঃ ইহারাই তো প্রকৃত অলি আল্লাহ।

(৬) গত ১৩৪৯ সালের ২০শে আষাড় বাদ জোহর হজরত মাওলানা ছাহেবকে স্বপ্নে দেখিয়া তাঁহার নিকটে জ্বেনের তদপীরের 'এজাজত' প্রার্থনা করায়, তিনি আমাকে একটি তা'বীজ এবং আরও একটি জিনিষ দিয়া উক্ত 'এজাজত' (অনুমতি) প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি সত্য সত্যই নিজ হাতে একটি তা'বাজী লিখিয়া দিয়া আমাকে উক্ত অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি অনেক জ্বেন-গ্রস্ত অচৈতন্য রোগীর নিকটে তাঁহার নাম করায়, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতঃ ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। আমাদের নিজ গ্রাম মহব্বতপুরে জ্বেন-দৈত্যের খুবই অত্যাচার ছিল। এমনকি অনেক সময় গভীর রাত্রিতে গম্ভীর গলায় আম্মাজান ও আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৌঃ মোঃ এছমাইল ছাহেবের নাম ধরিয়াও ডাকিত। অতঃপর হজরত মাওলানা ছাহেব যখন এখানে সভা করিয়া গেলেন, তখন স্বপ্নে দেখিলাম যে, জ্বেন-দৈত্যেরা ধরাশায়ী হইয়া গড়াগড়ি করিতেছে। সত্য সত্যই আজ প্রায় ৬/৭ বৎসর হইতে চলিল, অত্র গ্রামে জ্বেন-দৈত্যের আর কোনও উপদ্রব নাই। হুজুর কেবালহর সহিত একই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দিবাকর পুরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। গাড়ী যখন থামিল, তখন দেখিলাম — গাড়ীর সম্মুখে কয়েকটি ঘুর্ণিবায়ু আসিয়া বিলীন হইয়া গেল। ভাবিলাম, তাঁহার

অভ্যর্থনার জন্য শুধু মানুষই আসিয়া থাকে না, বরং জ্বেন-পরী-রাও আসিয়া থাকে। হুজুর যে রাত্রিতে রেহলাত (এন্তেকাল) করেন, উক্ত রাত্রিতে আমি জয়পুর হাঠের তিন মাইল পূর্ব্বে হেলকুণ্ডা গ্রামে ছিলাম। কেহ মারা গেলে আমাদের এতদঞ্চলে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে যেরূপ ভাবে বিলাপ করিয়া কাঁদিয়া থাকে, প্রায় অর্দ্ধ জাগ্রত অবস্থায় গভীর রাত্রিতে বহুক্ষণ যাবৎ সেইরূপ বিলাপ ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। প্রাতে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, তথায় তেমন কোন দুর্ঘটনা মোটেই ঘটে নাই। আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অতঃপর দিবাগত রাত্রি অনুমান সাতটায় যে মর্ম্মন্তুদ সংবাদ পাইলাম, তাহাতে বুঝিলাম, হায় এই মহাপুরুষের বিরহ-ব্যাথায় অশরীরী আত্মাও ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছে। তিলকপুর — চেঁচুড়িয়ার মুনশী কেরাম আলী ছাহেব বলিয়াছেন — "মরহুম হুজুর কেবলাহ আমার গরীব খানার যে যে স্থানে অজু, গোছল, এস্তেঞ্জা ও উপবেশন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার এন্তেকালের রাত্রিতে জনৈক অপরিচিতি পাগল, ঠিক সেই সেই স্থানে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল।

(৭) বগুড়া টাউনের মাত্র দুই মাইল দক্ষিণে গণ্ড গ্রামের মৌঃ মোছলেম উদ্দীন ছাহেব বলেন, — "আমি রংপুর অঞ্চলে চাকুরী করা কালীন হজরত মাওলানা ছাহেব একটি সভায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি অজু করিবার সময় কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, — "আপনাদের দেশের ভেনলামুশী ইক্ষু নাকি খুব নরম ও সুস্বাদু?" তিনি অজু শেষ করিয়া উঠিতেই দেখিলাম — "এক ব্যক্তিকে তাঁহাকে দেওয়ার জন্য উক্ত প্রকারের কিছু ইক্ষু লইয়া আসিয়াছেন।" অতঃপর তিনি উহা খাইতে বসিয়া বলিতেছিলেন, — "আমি কাগজী লেবু খাইয়া থাকি, কিন্তু অদ্য আমার নিকটে একটিও কাগজী লেবু নাই।"

দেখিলাম, — তাঁহার এই কথা শেষ হইতে না হইতেই জনৈক ব্যক্তি তাঁহার জন্য কিছু কাগজী লেবু লইয়া আসিল।" ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। মনে মনে স্থির করিলাম - 'ইহাকেই বলে বাকসিদ্ধ অলি-আল্লাহ।"

(৮) গত ১৩৩৫ সাল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরেই হজরত মাওলানা ছাহেব সভা সমিতি উপলক্ষে আমাদের এই পাঁচ বিবি অঞ্চলে শুভাগমন করিয়া আসিতেছিলেন, সুতরাং ১৩৫২ সালেও তাঁহাকে লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই দাওয়াত স্বীকার করেন নাই। এমতাবস্থায় তিনি নশ্বর-ধাম পরিত্যাগ করেন। হঠাৎ একদিন আমার চাচা শ্বশুর হুজুর কেবলাহর (রহঃ) একান্ত অনুরক্ত-ভক্ত জনাব মোঃ ফয়েজুদ্দিন ছাহেব চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া বলিতে লাগিলেন — 'গত মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি স্ব প্নযোগে হুজুর কেবলাহকে (রহঃ) ছালাম দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন — 'বাবা, মহব্বতপুরী মাওলানাকে আপনি বলিয়া দিবেন যে, — তিনি বহুদিন হইতে আমাকে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আমি নশ্বর জীবনে তাঁহার এই দাওয়াত গ্রহণের সুযোগ পাই নাই। আগামী ৬ই ফাল্গুন সোমবার তাঁহার দাওয়াত স্বীকার করিলাম।" অতঃপর আমি উক্ত নিদ্ধারিত তারিখে একটি মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করি। এই মাহফিলে সৰ্ব্ব সন্মতিক্রমে প্রতি বৎসর উক্ত নির্দ্ধারিত তারিখে (প্রতি ফাল্গুন মাসের প্রথম সোমবারে) মদীয় বাটী-প্রাঙ্গণে 'ঈছালে-ছওয়াব মাহফিল' অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই মাহফিলের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হুজুর কেবলাহের একমাত্র ছাহেবজাদা জনাব মখদুম মাওলানা মোঃ আবদুল মাজেদ ছাহেব, তাঁহার গদ্দীনশীন পীর জনাব হজরত মাওলানা

মোঃ মোয়েজদ্দীন হামিদী ছাহেব এবং স্থানীয় বহু উলামায়ে-কেরাম শুভাগমন করিয়াছিলেন। মাহফিল অন্তে জনাব মাওলানা হমিদী ছাহেব আমাকে শেষ রাত্রিতে ডাকিয়া বলিলেন - "এই মাত্র আমি স্বচক্ষে মরহুম হজরত মাওলানা ছাহেবেকে (রহঃ) আপনার এই মাহফিলে ওয়াজ করিতে দেখিলাম।"

(৯) আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনাব মৌঃ মোঃ এছমাইল ছাহেব স্বপ্নে দেখেন যে, — জনাব হজরত মাওলানা ছাহেব (রহঃ) একটি ছুটকেচ খুলিয়া উহা হইতে কয়েক খণ্ড চক্‌চকে পাথর বাহির করিয়া বলিলেন — "এইগুলি আমি আমার জামাতা মৌঃ মোহঃ ফজলুল হক ছাহেবের হেফাজাতের জন্য রাখিয়াছি।" ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁহাকে শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রুহানী অবস্থায় প্রস্তুত হইয়া আছেন। এই জন্যই তিনি খোদার ফজলে দেশ" দেশান্তরে নির্ভিকভাবে এছলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

(১০) গত কার্ত্তিক মাসের (১৩৫৫) আমি স্বপ্নে দেখি যে, "হুজুর কেবলাহ (রহঃ) একটি নিভৃত কক্ষে আমাকে তাওয়াজ্জোহ দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমার ন্যায় গোনাহগারের কঠিন হৃদয়ে উহা তাছির (ক্রিয়া) করিবে না? তাই কিছুতেই উহা তাছির করিতেছিল না। অবশেষে তিনি আমার কর্ণে ফুৎকার দিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে পুনরায় স্বপ্নে দেখি যে, "ফুরফুরা শরীফের আ'লা হজরত পীর ছাহেব কেবলাহর বড় ছাহেবজাদা (বর্ত্তমান গদ্দীনশীন পীর) জনাব হজরত মাওলানা মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী ছাহেব (কোঃ) অবিকল ঐরূপে এই গোনাহগারকে 'তাওয়াজ্জোহ' দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।" তবে কি অলি আল্লাহগণের ক্রিয়াকলাপে

জীবনমরণের কোনই তারতম্য নাই।

"আমাদের পাঁচবিবির অতি নিকটবর্ত্তী দীনাজপুর নিবাসী মুঃ মোঃ আবদুল আজিজ ছাহেব বলেন, — "আমার পুত্র মোঃ ছলিমুদ্দিন মিঞা মাঝে মাঝে হজরত মাওলানা ছাহেবকে (রহঃ) স্বপ্নে দেখিয়া অজ্ঞান হইত এবং এই অবস্থাতেই তাহার লতিফাসমুহে জেক্র হইয়া যাইত। এমনকি প্রতি রমজান মাসে তাহার এই ভাব এত প্রবল হইত যে, সে জাগ্রত অবস্থাতেই তাঁহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। এবং এই অবস্থায় তাহার লতিফাসমূহে এমন প্রবলভাবে জেক্র জারী হইত যে, তাহার ছিনায় কান লাগাইলে স্পষ্টই "আল্লাহ-আল্লাহ" জেক্র শুনা যাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছেলেটি একাগ্রচিত্তে ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত হুজুর কেবলাহর (রহঃ) ওয়াজ নছিহত শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার নিকট কোনরূপ "তালীম তাওয়াজ্জোহ" লয় নাই। অথচ তাহার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং যাহারা তাঁহার নিকট 'বয়য়ত' গ্রহণ করতঃ নিয়মিতরূপে "তালীম তাওয়াজ্জোহ ও ফয়েজ" গ্রহণে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উন্নতির কিরূপ চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। কবি সত্যই গাহিয়াছেন, —

যে ক'রেছে কোন দিন গিরি অরোহণ
সে জানে ভূধর শোভা, বিচিত্র কেমন !'

বস্তুতঃ যাহাকে স্বয়ং রাছুলোল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় বড় সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, মঙ্গলকোটের পীর হামীদ বাঙ্গালী ছাহেব (রহঃ) যাহাকে 'মোজাদ্দেদ' বলিয়া প্রচার করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই অলীয়ে-কামেল মহামানবের 'কারামতে' বা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আমার ন্যায় সম্পূর্ণ অযোগ্য ও নগণ্য লেখক আর কতটুকু লিখিতে

পারে। যাহা কিছু লিখিলাম এ শুধু প্রাণের অদম্য আবেগ।

"বঙ্গ আসামের প্রিয়তম পীর, হায়! রুহল আমীন !
কোথা গেলে ছে'ড়ে, ক'রে মোদেরে, চিরতরে পিতৃহীন।"

(১১) ত্রিপুরার ছুফি আবদুছ ছামাদ পাঠারী ছাহেবের বর্ণনাঃ-

ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক সময় বশিরহাটের হুজুর কেবলাহর (রহঃ) সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা আহুত হয়। ঐ সভায় হুজুর কেবলাহর জামাতার একটি ছাতা ছুরি হইয়া যায়। চোরটি পথে গিয়া অন্ধ হইয়া ঐ দিনই সন্ধ্যার সময় ছাতাটি লইয়া হুজুর কেবলাহর নিকট ফেরৎ দেয় এবং তাঁহার নিকট মাফ চায়। হুজুর তাঁহাকে মাফ করতঃ তাহার চক্ষে এক ফূঁক দিয়া দেন, তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষু দুইটি ভাল হইয়া যায়।

(১২) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

চাঁদপুর থানার অন্তর্গত বাবুরহাটের নিকটবর্ত্তী মহামায়া সভাস্থল হইতে একটা ছেলে হুজুর পীর কেবলাহর (রহঃ) নিজের ছাতাটি চুরি করিয়া লইয়া যায়। রাত্রিতে সে নিদ্রা গেলে স্বপ্নযোগে দেখিতে পায় যে, এক জ্যোতির্ম্মান পুরুষ তাহার সন্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে, তুমি 'মোজাদ্দেদেজামান' হজরত মাওলানা রুহল আমিনের ছাতা চুরি করিয়াছ, অবিলম্বে তাঁহাকে তাহা ফেরৎ দাও, অন্যথায় তোমাকে মারিয়া ফেলিব। অতঃপর তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল, সেই দিনই সে আমার নিকট হুজর কেবলাহর ছাতাটি ফেরৎ দিয়া গিয়াছিল।

(১৩) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

একবার আমাদের মহামায়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হুজুর কেবলাহ শুভাগমন করেন। উক্ত সভায় আমি দুইজন ছেলেকে লইয়া হুজুরের

নিকট বলিলাম, হুজুর ! এই দুইজন ছেলের জন্য খাছ দোওয়া করুন, ইহারা পাঞ্জমের সেন্টার পরীক্ষা দিবে। ইহারা অত্যন্ত বোকা ছেলে, যদি পাশ করিতে না পারে, তবে আমাদের মাদ্রাসায় গভর্ণমেণ্ট সাহায্য থাকিবে না। হুজুর তাহাদের জন্য খাছ দোওয়া করিয়া বলিলেন, — 'ইহারা খোদার মর্জি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।" হুজুরের খাছ দোওয়ারই বরকতে ছেলে দুইটি কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় পাশ করিয়াছিল এবং মাদ্রাসার সাহায্যও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(১৪) ২৪ পরগণার বশিরহাটের অন্তর্গত স্বরূপনগর নিবসী হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ শুকুর আলি ছাহেবের উক্তি ঃ—

আমি বহুকাল পর্য্যন্ত হুজুর কেবলাহর খেদমতে ছিলাম, তাঁহার বহু কারামত আমার দৃষ্টীগোচর হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র বর্ণনা করিতেছি।

বিগত ১৩৩২ সালে খুলনা জেলায় বেদকাশী, গোবরা, মেঘারআইট ও অন্যান্য স্থানে সভা করিয়া বাড়ী ফিরিবার পতে ২৪ পরগণার টাকীর পূর্ব্বদিকের নদীতে আমাদের নৌক ডুবিয়া গিয়াছিল, সেই মুহুর্ত্তে হুজুরের মুখের চেহারা অন্য রকম হইয়াছিল, আমরাও হতভম্ব হইয়াছিলাম এবং আমাদের কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। অতঃপর দেখিলাম, নৌকাখানা মাঝদরিয়ার উপরে স্থির হইয়া আছে, মনে হইল কে যেন আমাদের নৌকাখানা ধরিয়া রাখিয়াছে, নড়িতে দিতেছে না। হুজুর বলিলেন, হে কাবিলদ্দিন ! কি হইয়াছে? কাবিলদ্দিন বলিল, হুজুর ! আমার দাঁড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হুজুর বলিলেন, নৌকা চালাও, অমনি নৌকা চলিতে লাগিল। নৌকাখানা কেবলমাত্র এক ইঞ্চি পানির উপর জাগিয়া ছিল।

(১৫) তাঁহার উক্তি ঃ—

এক সময় আমরা ফুরফুরা শরীফ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। শিয়াখালা ষ্টেশনের অদূরে থাকিতে ট্রেনখানি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। হুজুর বলিলেন, তোমরা দৌড়াইয়া আইস। ১৬/১৭ জনের মাথায় কেতাবের বস্তা ছিল। সকলেই বলিলেন, ট্রেন তো ছাড়িয়া গেল। তবুও হুজুর বলিলেন তোমরা দৌড়াও। ষ্টেশনে আসিয়া হুজুর ১৭/১৮ খানা কলিকাতার টিকিট লইলেন। পুনরায় হুজুর বলিলেন, তোমরা দৌড়াও। তখনও ট্রেনখানি হুস হুস করিয়া চলিয়া যাইতেছে, হুজুর আগে আগে দৌড়াইতেছিলেন। কিছুদুর যাইয়া ট্রেনখানি থামিয়া গেল। পরে জানা গেল, ট্রেন আর চলে না। ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান নামিয়া শাবল দ্বারা ট্রেন নাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে ! কিছুতেই ইঞ্জিন নড়ে না, হুজুর ইঞ্জিনের নিকটে যাইয়া ইঞ্জিনের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, এইবার চালাও। ড্রাইভার হ্যাণ্ডেলে হাত দিবামাত্রই গাড়ী চলিতে লাগিল।

(১৬) তাঁহার উক্তি ঃ—

এক সময়ে আমি ও অন্য একটি লোক হুজুরের সঙ্গে কলিকাতা হইতে মোটরে বাটি আসিতেছিলাম, হুজুর বলিলেন, কোথায় আছরের নামাজ পড়া হইবে? যখন আমাদের বাস ঘোলা, কাজিপাড়ায় আসিয়াছিল, সেই সময় আছরের ওয়াক্ত হইয়াছিল এবং ঠিক সেই সময় মোটর খারাপ হইয়া গেল। পাঞ্জাবী ড্রাইভার বলিল, আমার বাস তো খারাপ হইয়া গিয়াছে এখন কি করা যায় ? হুজুর বলিলেন, আচ্ছা বাবা, আমরা আছরের নামাজ পড়িয়া দেখিব। হুজুরের ও আমাদের নামাজ পড়া শেষ হইলে হুজুর বলিলেন — চালাও বাবা, গাড়ী। তৎক্ষণাৎ গাড়ী চলিতে লাগিল। আমরা স্বরূপনগর নামিলাম, হুজুর একাকী বশিরহাট চলিয়া গেলেন।

(১৭) তাঁহার উক্তি ঃ—

আমি যখন "হানাফী" অফিসে চাকরী করির না, এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত লিখিতেছিলাম, তখন মাওলানা দরগাহপুরী ছাহেব সেই কাগজখানি লইয়া ছিড়িয়া ফেলেন ও হুজুরকে বলেন, মুনশিজী চাকরীর ইস্তফাপত্র লিখিতেছিলেন। হুজুর বলেন, তাহাকে বুঝাইয়া দেন, তিনি যেন চাকরী না ছাড়ে। ১০/১৫ দিন পরে আমি আবার হুজুরের নিকট ইস্তফাপত্র পেশ করি, তিনি সেখানা পকেটে রাখিয়া দেন এবং তাহার এক মাস পরে উহা মঞ্জুর করেন। আমি একদিন কলিকাতায় যাইয়া বলি, হুজুর ! আমি তো আপনার খাদেম চিরদিন থাকিব, কিন্তু আমাকে দোওয়া করুন — যাহাতে আমার কোনরূপ কষ্ট না হয়। তিনি বলিলেন, বাবা, আমি তোমাকে যে "তাবিজে শেফা" দিয়াছি ও তুমি যে "কূয়র্তে-জদীদ দাওয়াই বাহির করিয়াছ, তাঁহার জন্য পীর সাহেব ও আমি বহু দোওয়া করিয়াছি এবং যে সার্টিফিকেট দিয়াছি, তদ্দ্বরা খোদাতায়ালা তোমাকে শান্তিতে রাখিবেন। হুজুরের দোওয়া সফল হইয়াছে, বাঙ্গলা ও আসামে উহার খুব চাহিদা হইয়াছে।

(১৮) রংপুরের মাওলানা আবদুল হাই খান কোতাবপুরী ছাহেবের বর্ণনা ঃ—

বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্ষণজন্ম সাধক পুরুষ এই বঙ্গ দেশকে উজ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ আঃ) একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই ভাগ্যবান পুরুষটি বিদ্যা ও প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্গ ও আসাম তথা সুদূর আরব পর্য্যন্ত সকলেই পরিচিত। তাঁহার গুণ ও গরিমা , সরলতা ও মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। বঙ্গ ও আসামের জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাঁহার নাম যে কত যুগ

যুগান্তর ব্যাপী উচ্চারণ হইতে থাকিবে, তাহা একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেহই জানেন না। একদিকে তিনি ছিলেন জবরদস্ত আলেম, ওয়ায়েজ ও সুক্ষ্ম তত্ত্ববিদ, মহা পণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনি আবার সুলেখক তার্কিক ও শ্রেষ্ঠ মোবাল্লেগ, উপরন্তু তিনি ছিলেন একজন মনীষী ও সাধক প্রবর এবং অলিয়েকামেল ও হাদিয়ে-জামান। কেবল তাহাই নহে, খোদাওন্দ করিম তাঁহাকে মোজাদ্দেদিয়াতের মুকুট পরাইয়া মোজাদ্দেদ শ্রেণীভুক্ত করিয়াও রাখিয়াছিলেন।

این سعادت بزور بازو نیست ★
تانه بخشد خدائے بخشنده ○

হুজুর পীর কেবলাহর কারামত সম্বন্ধে অন্যের বর্ণিত কোন কথারপ্রতি দৃকপাত না করিয়া নিজ যতটুকু অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

তৎকালীন, যখন আমি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাছার ছাত্র তখন পর্য্যন্ত হজরত মরহুমের নাম এবং তাঁহার প্রতিভার কথা শুনিতে পাই। ইহাতে আমি বিরক্তি বোধ করিতাম এবং রাগে অন্তর জ্জ্বলিয়া যাইত, কেন যে এরকম হইত, তাহা বলিতে পারিতাম না। ঘটনাক্রমে একদিন আমার কতিপয় সহপাঠির অহিত মৌলবী অলি উল্লাহ লেনস্থিত অবসর প্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের বাসায় মরহুম হজরত মাওলানা সাহেবের এক জলছায় শরীক হইবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল আমরা পূর্ব্ব হইতে সভাস্থলে বসিয়া তাঁহার শুভাগমনের অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিছুক্ষণ পর তিনি আগমণ করিলে, দেখিতে পাইলাম, সকলেই তাঁহাকে আলিঙ্গন

করিলেন, আমার ওস্তাদ ফখরুল-মোহাদ্দেছীন হজরত মাওলানা মোমতাজ হুছেন সাহেবও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সাদা-সিদে আগন্তুকের কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না সামান্য একটি লম্বা পিরহানও লুঙ্গি পরিধান করিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন। অতিগম্ভীর ভাবে নিজের আসন গ্রহণ পূর্ব্বক কোরআন পাকের وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ আয়তটির তফছির বর্ণনা করিতে লাগিলেন। প্রায় দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ব্যপী তাঁহার যুক্তিপূর্ণ অমূল্য বক্তৃতা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। স্থির দৃষ্টিতে তাহার কথাগুলি শুনিয়া আমার অন্তর্নিহিত কতকগুলি অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করিয়া লইলাম। সেই দিন হইতেই আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব আসিতে লাগিল, এই ভক্তিই ক্রমশঃ মহাআকর্ষণে পরিণত হইয়া আমাকে তাঁহার পদতলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল।

(১৯) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

তখন রমজান মাস, গাইবান্ধা (রংপুর) হইতে প্রায় ৬/৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাট লক্ষ্মীপুরে হুজুরের এক সভায় রওয়ানা হইলাম, সঙ্গে ছিল আমারই লিখিত মির্জ্জায়ী আকায়েদেব পাণ্ডু লিপিখানা, উহা সংশোধনের আশায় তাঁহার খেদমতে "উপস্থিত হইয়া দেখিলাম" তিনি নিদ্রিত আছেন, অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহিত আরও অনেক লোক তথায় উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি জাগিয়া উঠিলে, আমি আমার পাণ্ডুলিপি সংশোধনের মিনতি জানাইলাম, একটু নীরব থাকার পর তিনি আমাকেই উহা পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন, তখন আমার ভয় হইতে লাগিল, কোথায় কোন ভুল পড়িয়া শেষে অপদস্থ না হই, এই খেয়াল আমাকে

পাগল করিয়া তুলিল, কেন যে এরকম হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকার পর তাঁহার চেহারার দিকে দৃকপাত করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি যেন নববলে বলীয়ান হইয়া উহা পাঠ করিতে লাগিলাম। পাঠের সময় তিনি যতবার আমার দিকে চাহিয়াছিলেন, আমি ততই যেন স্বর্গীয় শক্তিতে শক্তিমান হইতেছিলাম। ইহার পর হইতে বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাঁহার সন্মুখে বক্তৃতা করিতে বা কোরান হাদিছ লইয়া আলোচনা করিতে আর কখনও হিম্মৎ-হানা হই নাই। তবে কয়েক বৎসর পর বাজিতপুরের ঈছালে ছওয়াবের নিকট মাহফিলে তাঁহার সন্মুখে একটি কথাকে অতিরঞ্জিতভাবে বলিতে গিয়া যে বাধা পাইয়াছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। কিন্তু পর বৎসর আমি আবার ঐ সভায় উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া ভালভাবে জরিমানা আদায় না করিয়া ছাড়ে নাই। আমার অস্বাভাবিক ভীতি ও দুর্ব্বলতা নিবারণের মহৌষদ হইয়াছিল সে সময় একমাত্র তাঁহার তেজ ফয়েজের অদ্ভুত কারামত সম্পন্ন মহাবান। ইহা ভোক্তভোগী না হইলে, কেহ বুঝিতে পারিবেন কিনা জানিনা।

(২০) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

ইংরাজি ১৯৩১ সালের দিকে যখন রংপুর টাউন ও তৎপার্শ্বস্থ পল্লীতে কাদিয়ানী মতবাদ জোর প্রচার হইতে থাকে, তখন আমি কতিপয় বিশিষ্ট লোকের সহয়তায় একটি তর্ক সভার আয়োজন করতঃ তাঁহাদিগকে লাজওয়াব করিয়া দিতে সক্ষম হই এবং পল্লী অঞ্চলগুলিতেও প্রতিবাদ সভা আহুত করিয়া উহাদের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। ইহাতেই অনেক লোক কাদিয়ানী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। তখন হুজুর-পীর কেবলাহকে আনাইয়া

একটি সভার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পরে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া এ অধমের জন্য তিনি যে খাছ দোওয়া করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বিপুল শক্তি সঞ্চয় করিতে শমর্থ হই এবং কয়েকজন নব-দীক্ষিত কাদিয়ানী আবার পূর্ব্ব ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার দোওয়ার বরকতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

(২১) তাঁহার উক্তি ঃ—

বিগত ১৩৪৯ সালে আমার এই নূতন বাস-ভবনে তিনি তশ্‌রীফ আনিলে, আমাদের বাটি সংলগ্ন মছজেদের যে স্থানটুকু তিনি এবাদতে মশগুল থাকিতেন, ঠিক সেই স্থানে নামাজ পড়িলে ও মোরকাবায় বসিল্লে, এক অপূর্ব্ব তন্ময় ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং বাজে-খেয়ালাত হইতে মন একমাত্র খোদার দিকে নিবদ্ধ হয়, মছজেদের অন্যাংশে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

(২২) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

আমাদের গ্রামের জনৈক বাত ব্যাধিগ্রস্থ লোক অনেকদিন হইতে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার পা ক্রমশঃ সরু হইতে থাকে। ব্যাটারী ফিট্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় যাবতীয় চিকিৎসা করাইয়া কোনরূপ ফল না পাওয়ায় সে হতাশ হইয়া পড়ে। এমনকি ডাক্তারদের পরামর্শনুযায়ী আক্রান্ত স্থানের রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ফটো উঠাইয়াও কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেই সময় হুজুর কেবলাহ আমার বাড়ীতে পদার্পন করিলে, তাহার জন্য আরজ করা হয়। তিনি মাত্র একটুখানি তৈল ফুঁক দিয়া দেন। খোদার মর্জ্জি উহাতে সে আরোগ্য লাভ করে। লোকটি এখন সংসারের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম

হইয়াছে।

(২৩) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

আমি বিগত ১৩৫১ সালের ৬ই অথবা ৭ই ফাল্গুনে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম যে, জনৈক অপরিচিত শুভ্র বসন পরিহিত লোক ফজরের আজান দিতেছে। আজানের শব্দগুলি বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সেই মোয়াজ্জেন খুব উচ্চঃস্বরে বলিতেছিল যে, — "মোজাদ্দেদ" আসিয়াছেন ? দ্বিতীয়বার কথাটি শেষ হইতে না হইতেই দেখিতে পাইলাম যে, হুজুর পীর কেবলাহ্ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার দিকে সহাস্য-বদনে দেখিতেছেন এবং লোকটিও তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন বলিতেছে। পরক্ষণই জাগরিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে ও লতিফাগুলি হইতে খুব জোরে জোরে জেকর জারি হইতেছে, এমনকি, বেলা প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত এইভাবে জেকের জারি হইতে থাকে। বলাবাহুল্য, ইহাতে হুজুরের 'মোজাদ্দেদ' হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস আমার অন্তরে দৃঢ় হয়। যথা সময় ইহা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম, পরে তাঁহার সহিত শেষ দেখার সময় এতদসম্বন্ধে তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি গোপান মর্ম্মদায়ক কথা।

২৪) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

বিগত ১৩৫২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে যখন আমি ছফরে ছিলাম, সেই সময় আমার বাল্যবন্ধু নোয়াখালীর নলচড়া নিবাসী মরহুম মৌঃ আবদুল আজিজ ছাহেব আমার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদা রাত্রে তিনি স্বপ্নযোগে হুজুর পীর কেবলাকে দেখিতে পাইয়া আরজ করিয়াছিলেন যে, হুজুর আপিন তো 'জান্নাৎবাসী' হইয়াছেন, আদেশ পাইলে রুহশাফায়াতের নিমিত্ত কিছু

করিতে পারি।' তদুত্তরে হুজুর বলিয়াছিলেন যে, এত তাড়াতাড়ি কেন? আমি আবদুল হাইএর বাড়ীতে ৫ দিন অবস্থান করিব, আগামী শুক্রবার নামাজ অন্তে চলিয়া যাইব, সম্ভব হইতে সেইদিন কিছু করিতে পারেন। বন্ধু মৌলবী ছাহেব এই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে যথাচিতভবে খাদ্যদ্রব্য আসিতে থাকে এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে উহা সামান্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াও কোনরূপ অনাটন পড়ে নাই, বরং কয়েকদিন পর্য্যন্ত চাউল ও পয়সা দিয়া কাঙ্গাল বিদায় চলিয়াছিল।

(২৫) তাঁহার বর্ণনা ঃ—

পূর্ব্বোক্ত সালের ১লা ফাল্গুন আমি একটি ঈছালেছাওয়াবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। তাহাতে বাজিতপুরের পীর সাহেব ও কারি আবদুর রহিম ছাহেব প্রমুখ আলেমগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সামান্য চেষ্টার ফলে এক বিরাট ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কোথাও কোন ত্রুটি হয় নাই বলিয়া অনেকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সভার ২/১ দিন পর আমার প্রতিভাজন মুন্শী অছিমদ্দিন নামীয় জনৈক বক্তা হুজুর পীর কেবলাহকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান, তিনি সভা মণ্ডপের পিছনে মাদ্রাছা গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর মাথায় ছিল নূরানী তাজ এবং এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় বসন পরিধান করিয়া আমাদের সঙ্গে-তিনি হাত উঠাইয়া মোনাজাত করিতেছিলেন, মোনাজাত অন্তে তাহাকে বলিলেন, দেখ বাবা অছিমউদ্দিন ! খোদার দরবারে তোমাদের ঈছালে ছওয়াব কবুল হইয়াছে, ইহা তোমরা পরিত্যাগ করিও না। আর এই অধমের নাম উল্লেখ করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন যে,তাহাকে 'এতিম' করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, তোমরা তাহার কথা পালন করিও, তাহার প্রতি যাহাতে কোন অত্যাচার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিও উহার পর হইতে সত্যই

যেসব .... দেখিতে পাইতেছি, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর।

মাওঃ রুহল আমিন ছাহেবের এন্তেকালে বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত

প্রবীন সম্পাদক মৌলবী আবদুল হাকিম ছাহেব 'মোছলেম পত্রিকাতে লিখিয়াছেন ;—

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদী — দেশবিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্ম্ম প্রচারক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে - ওলামার সর্ব্বজনমান্য সভাপতি মোজাদ্দেদে জামান হজরত মাওলানা শাহ সুফী মোহম্মদ রুহল আমিন ছাহেব গত ১৬ই কার্ত্তিক (১৩৫২) শুক্রবার ফজরের নামাজের অব্যবহতির পরে কলিকাতায় জনাব মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের ঝাউতলা রোডের বাটীতে এন্তেকাল করিয়াছেন। — 'ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন।"

মৃত্যুকালে মাওলানা সাহেবের বয়স প্রায় ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৈশোর জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিনী স্ত্রী, একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা পার্ক সার্কাসে প্রথমতঃ তাঁহার 'জানাজা' নামাজ পাঠ করা হয়। ফুরফুরার মধ্যম পীরজাদা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবু জাফর ছিদ্দিকী সাহেব এই জানাজার এমামতি করেন। কলিকাতা মাদ্রাসার বহু মোদার্রেস ও ছাত্র এবং মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা মোমতাজুদ্দিন, মাওলানা হবিবুল্লাহ, মাওলানা অজিহউল্লাহ, মিঃ আহমদ, মাওঃ সামসুদ্দিন, মিঃ জালালদ্দিন হাসেমী, মিঃ হুমায়ন কবির, মাওলানা আহমদ আলী, মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

ও মিঃ নুরুল ইসলাম প্রমুখ বহু নেতৃত্বাস্থানীয় মুসলমান এই জানাজায় যোগদান করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার মৃতদেহ তদীয় বাসস্থানে বশিরহাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বশিরহাটে পরদিন শনিবার জোহর বাদ মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেবের প্রস্তাবে ও মাওলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী সাহেবের সমর্থনে এবং মাওলানা সাহেবের পুত্র মৌঃ মোঃ আবদুল মাজেদ সাহেবের সন্মতিক্রমে মরহুম মাওলানা সাহেবের ভ্রাতা মৌঃ রুহুল কুদ্দুছ সাহেব অস্থায়ীভাবে গদ্দিনশিন হইয়া অনুন্য ৫ হাজার লোকের জামাতে জানাজা সম্পন্ন করেন। তৎপরে মাওলানা সাহেবের অছিয়ত মত তাঁহার বাড়ীর সহিত সংলগ্ন কবরস্থানে তদীয় মৃতদেহ দফন করা হয়।

জনাব মাওলানা সাহেব গত কয়েক মাস হইতে নানা রোগে ভুগিতেছিলেন এবং গত আশ্বিনমাসে (১৩৫২ সালে) তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় অসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি নিজের ছুন্নত-অল জামায়াত অফিসে অবস্থান করিয়া অভিজ্ঞ ডাঃ কে, আহমদের দ্বারা চিকিৎসা করেন। অতঃপর কয়েকদিন তিনি শ্যামবাজারে তাঁহার পরিজনদিগের অনিবার উদ্দেশ্যে একটী বাড়ীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাড়ী না পাওয়ায় মৌলবী ফজলুল হক সাহেব তাঁহার ভক্তদের গৃহে অবস্থান করেন। কলিকাতায় তাঁহার পরিজনদিগকে অনিবার উদ্দেশ্যে একটি বাড়ীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাড়ী না পাওয়ায় মৌলবী ফজলুল হক সাহেব তাঁহার অবস্থানের জন্য নিজের ঝাউতলার বাড়ীতে দুইটি কামরা ছাড়িয়া দেন এবং তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া মিঃ জালালুদ্দিন হাশেমী, মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেবের সহযোগিতায় কলিকাতায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা

করেন। এই চিকিৎসার ফলে প্রথমতঃ তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যাহার পরলোকের ডাক আসিয়াছে, পার্থিব চিকিৎসায় তাঁহার কি হইবে ?

মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার অবস্থা পুনরায় একটু অবনতির দিকে যায়; কিন্তু সে এমন বিশেষ কিছুই নহে এবং তদ্দ্বারা যে তাঁহার শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা কিছুমাত্র অনুভব করা যায় নাই। মৃত্যুর তিন দিন. পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালার মুসলমানদিগের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ ও নির্দ্দেশ মত মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেব ও বিবৃতিটি লিখিয়া লন বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য ইহাই তাঁহার 'শেষবাণী'। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত তিনি মৌওলবী আবদুল হাকিম সাহেবের সহিত ঐ বিবৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মৌলবী সাহেবকে বিদায় দেন এবং বলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে ; এখন আপনি যান; আজ আর আপনাকে কষ্ট দিব না; কাল একবার আসিবেন।" আমাদের সহিত ইহাই তাঁহার শেষ কথা।। শেষ রাত্রিতে তিনি ফজরের নামাজ পড়িবার জন্য সকলকে ডাকিয়া তোলেন। তারপর নিজেও নামাজ পড়িয়া শুইয়া পড়েন। শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। ইন্না ....

মাওলানা সাহেব কলিকাতা মাদ্রাসার অত্যুজ্জ্বল রত্ন এবং সর্ব্বোত্তম প্রতিভার অপূর্ব্ব নিদর্শন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহা পণ্ডিত বাংলা দেশে ইতিপূর্ব্বে আর কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ভবিষ্যতেও কেহ তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন কি না, তাহা একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী আল্লাহতায়ালাই

জানেন। সমগ্র কোরআন, হাদিছ ও ফেকহার সারমর্ম্ম তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহারন্যায় সরল, উদার, সত্যানুরাগী ও মহাপ্রাণ আলেম আমরা আর দেখিনাই। মাওলানা সাহেব কোরআন শরিফের আলিফ লাম, ছা-ইয়াকুল ও আমপারার তফ্ছীর লিখিয়া গিয়াছেন এবং হাদিছ মেশকাত শরিফের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত সায়েকাতুল মোসলেমীন, ফেরকাতুন নাজিম, বোরহানুল মোকালেল্লেদীন, রদ্দে কাদিয়ানী, রদ্দে শিয়া ও তরিকত দর্পণ অতি প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান পুস্তক। এতভিন্ন তিনি মজহাব, এশায়াত, তবলীগ ও মছলা মাছায়েল সম্বন্ধে শতাধিক কেতাব লিখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম সাহিত্যে এই বিরাট দানের জন্য তিনি বাঙ্গালার মোসলেম সমাজে অমর ও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সাময়িক সাহিত্যেও মাওলানা সাহেবের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সুবিখ্যাত 'হানাফী ও মোসলেম নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং 'শরিয়ত' ও 'ছুন্নত-অল-জামায়াত' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। তিনিই আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গলার বিভ্রান্ত মোসলেম সমাজে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ; 'জমিয়তে ওলায়ামে বাঙ্গলার' প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেম সমাজে নবচেতনা আনিয়া ছিলেন। তাঁহারই প্রভাব, প্রতাপ ও তীব্র সমালোচনায় সন্ত্রস্ত হইয়া উচ্চপদস্থ, দাম্ভিক ও ধনবান — এমন কি, ধর্ম্মদ্রোহী ও ওলামা বিদ্বেষী নেতারা পর্য্যন্ত আলেমদিগকে সন্মান প্রদর্শন ও সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমান গোমরাহী ও ধর্ম্ম দ্রোহিতার যুগে একজন আলেমের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে।

মাওলানা সাহেবের এন্তেকালে বাঙ্গলা দেশ তথা বাঙ্গলার

আলেম সম্প্রদায়ের যে অপুরণীয় ক্ষতি হইল, জানি না সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আবার কবে ও কতদিনে সেই ক্ষতিপূরণ করিবেন।

মৌলবী আবদুল হাকিম সাহেবের
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

অস্তমিত-বঙ্গরবি

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব আর নেই। বাঙ্গলার দীপ্ত সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; আলেম সম্প্রদায়ের গৌরব-মুকুট খয়িসা পড়িয়াছে। গত ২রা নভেম্বর (১৯৪৫) শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়িয়া শয়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পবিত্র আত্মা চিরবাঞ্ছিত অমর-ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। বাঙ্গলার বড় গৌরবের এবং বাঙ্গালী মোসলমানের অতি আদরের ও পরম ভক্তি শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ আধার মাওলানা সাহেব গত শুক্রবারের সুপ্রভাতে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরিদানকে কাঁদাইয়া এই নশ্বর দুনইয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। — ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেঊন।

মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন সাহেব ২৪ পরগণা জেলার বশিরহাট সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত নারায়ণপুরের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মাদ্রাসার একজন বিশিষ্ট মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শামছুল ওলামা মাওলানা সৈয়দ ওয়াসিউদ্দীন ও মাওলানা সিদ্দিক আহমদ প্রমূখ সুবিখ্যাত ওয়াসিউদ্দীন ও মাওলানা সিদ্দিক আহমদ প্রমূখ সুবিখ্যাত আলেমগণ তাঁহার সহপাঠি ছিলেন। তিনি অত্যান্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা মাদ্রাসায় শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া

হাদিছ, তফছির ও ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যায়নে নিরত হন এবং অসাধারণ মেধাও ধীশক্তি প্রভাবে ঐ সকল সাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অনন্তর তিনি দুনইয়ার ভোগ-বিলাস, সুখ সম্পদ ও আয়েশ-আরামের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া আল্লাহতায়ালার মনোনীত সত্যকার নায়েবে-নবীর ন্যায় ধর্ম্ম প্রচার সমাজ সংস্কার এবং এশায়াত ও তবলীগের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন করেন এবং পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি অচল অটল ভাবে স্বীয় কর্ম্মজীবনের এই মহান কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

মাওলানা সাহেব ইসলামী ধর্ম্মশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র কোরআন, হাদিছ, ফেকাহ শাস্ত্রের মূলমর্ম্ম ও নিগুঢ় তত্ত্ব তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাঙ্গলা দেশ অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক সময় সর্ব্ব-ভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন আলেমগণও তাঁহার ফৎওয়া ও অভিমত প্রার্থনা করিতেন। হাজীগঞ্জের বিখ্যাত বাহাছ সভায় উহার সভাপতি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম মাওলানা আহমদ ছাঈদ সাহেব এবং চৌমুহানীর ওলামা সম্মিলনে হজরত মাওলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মাদানী সাহেব মাওলানা রুহল আমিন সাহেবের কোরআন হাদিছের ব্যাখ্যান এবং ফেকাহ তত্ত্বে বিশ্লেষণ শ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মাওলানা সাহেবের এই অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য তিনি কৃপণের ধনের মত সংগোপনে লুকাইয়া রাখেন নাই তিনি স্বীয় বক্তৃতা ও লেখনী মুখে তাঁহার সেই জ্ঞানরাশি বাঙ্গলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই হাতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং শের্ক-বেদয়াত ও কোফরী দ্বারা কলুষিত লক্ষ লক্ষ লোকের হেদায়তের

পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।

মাওলানা সাহেবের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে, বিষ্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম্ম-প্রচার ও সমাজ সংস্কারে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবার পর বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তিনি সমগ্র বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন জেলার প্রায় প্রত্যহই ধর্ম্মসভায় যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সারা বৎসরে পূর্ণ একটি মাসও বিশ্রাম করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আবার এই সুদীর্গ পঞ্চাশ বৎসর ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পবিত্র কোরআন, হাহিছ ফেকাহ ও তাছাওয়াফ সম্বন্ধে প্রায় দেড়শত কেতাব লিখিয়া উহা যাথারীতি মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ও শরিয়তের সন্মান রক্ষার জন্য তিনি বহু বাহাছ ও মোনাজারা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তিবলে সর্ব্বত্রই শত্রুদিগকে পরাস্ত ও নিস্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। শিয়া, কাদিয়ানী ও অহাবীরা মাওলানা সাহেবের নাম শুনিলে থর থর করিয়া কম্পিত হইত এবং বেদয়াতীরা তাঁহার আগমণ সংবাদ শুনিলে সভয়ে দেশ ছাড়িয়া পালাইত। তাঁহার লিখিত বাহাছের কেতাবগুলি পড়িলে,তদীয় জ্ঞানের গভীরতা এবং যুক্তিতর্কের তীক্ষ্ণতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা প্রদান ও গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত দেশের জাতীয় আন্দোলনে, সংবাদপত্র পরিচালন, মাসিকপত্র প্রচার এবং ওলামা সংগঠনেও মাওলানা সাহেবের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জন্যও তিনি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেণীর মোসলমানের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অন্যায়-অত্যাচার ও শরিয়ত দ্রোহিতার বিরুদ্ধে মাওলানা সাহেব ছিলেন দীপ্ত তরবারী সদৃশ্য। শের্ক বেদয়াত ও

অনাচার পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল নির্ভয়ে জেহাদ করিয়া গিয়াছেন। কোন বিষয় ভাল বুঝিলে তিনি যেমন প্রাণ দিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিতেন, তেমনি মন্দ বলিয়া জানিলে, উহা তণ্মুহুর্ত্তে পরিত্যাগ করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি এক সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান জাতির আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সম্ভবনার উচ্চ আশা লইয়া মোসলেম লীগ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি উহার সহ সভাপতির আসন অধিকার এবং তাঁহার সঙ্গে আমারও উহার এসিঃ সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, উহা এক শিয়া ষড়যন্ত্র মূলক ইসলাম-দ্রোহী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং অনাচার, ব্যাভিচার দুর্ণীতি, ঘুষ, চুরি ও চোরাবাজারী কারবারই উহাদের একমাত্র ব্যবসা, তখনই তিনিই সদলবলে 'জিন্না লীগ' বর্জ্জন করিলেন। উহার অনাচার ও দুর্নীতি দমন করিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কিন্তু সংগ্রাম যখন আসন্ন সৈন্যদল সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং যুদ্ধের নাকাড়া বাজিতেও যখন আর বেশী বিলম্ব নাই, তখন সেনাপতি সহসা চলিয়া গেলেন এ অবস্থা অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ।

মাওলানা সাহেবের আকস্মিক তিরোধনে আজ কত কথাই মনে পড়িতেছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'মোসলেম হিতৈষী' অফিসে মাওলানা সাহেবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের পরিণতি স্বরূপ ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। তারপর 'হানাফী' ও 'মোসলেম' পত্রিকার সম্পাদক রূপে 'ইসলাম-দর্শন' 'শরিয়ত' ও ছুন্নত-অল-জামায়াতের' সহযোগী রূপে এবং 'আঞ্জমানে ওয়ায়েজীন' ও 'জমিয়তে-ওলামায়ে বাঙ্গলার' সেক্রেটারী রূপে মাওলানা সাহেবের সহিত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরের কর্ম্ম-

জীবন একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছি। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে এবং নানারূপ বাধাবিঘ্ন ও ঝড় ঝাপটার মুখে পড়িয়াও একমতে একপথে চালিয়াছি। মতভেদ যে কখনও হয় নাই এমন নহে কোন কোন সময় মতান্তর তীব্র হইয়াই দেখা দিয়াছে এবং উহা মতান্তর পর্য্যন্ত গিয়াও পৌছিয়াছে। কিন্তু সে সাময়িক মাত্র। আবার যখনই দেখা হইয়াছে। যখনই প্রাণখোলা আলাপ আলোচনা হইয়াছে, তখনই তাহা মিটিয়া গিয়াছে ; আবার পূর্ব্ববন্ধুত্ব প্রগাড়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে কখনও তিনি আমাদিগকে নিজ মতে আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং কখনও আমরা তাঁহাকে সমতে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি। আন্তরিক সরলতা ও সদুদ্দেশ্যের জন্য আমাদের মতভেদ কখনই স্থায়ী হইতে পারে নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র ছাত্র উচ্চ ডিগ্রি লইয়া বা শেষ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গলার মোসলমানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটির বেশী ফজলুল হক এবং কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে একটীর বেশী রুহল আমিন সৃষ্টি হয় নাই। ভবিষ্যতে কত দিন হইবে, তাহাও জানি না। মরহুম মাওলানা সাহেবের মত সরল অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার ও উদার প্রকৃতির আলেম আর আমরা দেখি নাই। আয়েশ-আরাম ও ভোগ বিলাসের নিকৃষ্ট লালসা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের একমাত্র সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিনী স্ত্রীর সহিতই সারাজীবন শান্তি সদ্ভাবের সহিত অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার আলেম সমাজে ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিরল। আজ মাওলানা সাহেবের কথা, তাঁহার সুমধুর প্রকৃতি, তাঁহার উদার চরিত্র ও তাঁহার স্নেহধারা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার বন্ধুবাৎসলা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার

যখন মনে পড়িতেছে, ততই অন্তর অধীর ও আকুল হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সব কথা গোছাইয়া বলিবার শক্তি আজ আমাদের নাই। তাই আজ আর অধিক কিছু না বলিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মাগফেরত কামনা সহ তদীয় শোকার্ত্ত স্ত্রী, পুত্র কন্যাদ্বয়ের সহিত আন্তরিক সহানুভুতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াই আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁহার 'আজাদ' পত্রিকায় লিখিয়াছেন ঃ—

বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম জনাব মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব আর ইহজগতে নাই। গত ২রা নভেম্বর (১৯৪৫) তারিখে তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না—)। মাওলানা ছাহেব পাণ্ডিত্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক বহুগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কয়েকখানা সংবাদপত্রও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং আল্লাহ দরগাহে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করি।

'নবযুগে'র সম্পাদক, মাওলানা আহমদ আলি সাহেব 'নবযুগে' লিখিয়াছেন ঃ—

বাঙ্গলার বিখ্যাত আলেম ও হাজী মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব ২রা নভেম্বর (১৯৪৫) প্রাতঃ ৫ ঘটিকার সময় এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলাইহে রাজেউন)।

মাওলানা রুহল আমিন সাহেব একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন আলেম ছিলেন। তফছীর হাদিছ ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল এবং সেই জ্ঞানকে তিনি কৃপণের ধনের ন্যায়

হৃদয়কন্দরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া সেই জ্ঞানবর্ত্তিকা হাতে করিয়া বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রম পূর্ব্বক সহস্র সহস্র পথভ্রষ্ট গোমরাহকে হেদায়েত করিয়াগিয়াছে। তাঁহার কোরআন ও হাদিছের ব্যাখ্যান শুনিয়া শেরেক, বেদয়াতের অন্ধকারময় গুহায় অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ ঈমানের আলোকপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মোসলমানের ন্যায় জীবন যাবন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

মৌলবী রফিকুল হাসান সাহেব "ছুন্নত-অল-জামায়াত" পত্রিকাতে লিখিয়াছেন ঃ—

বাঙ্গলার অদ্বিতীয় আলেম-নেতা বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব আর ইহজগতে নাই ! লক্ষ লক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমানের অন্তরের অন্তস্থলে একান্ত আত্মীয় বিয়োগের ব্যাথার ন্যায় ব্যথা হানিয়া তিনি বিগত ১৬ই কার্ত্তিক (১৩৫২) চির বাঞ্ছিত পথের যাত্রী হইয়াছেন — (ইন্না ....)।

আদমকাল হইতে মৃত্যুঞ্জয়ী কেহ হইতে পারে নাই; বরং মৃত্যুর নিকট সকলেই পরাভব স্বীকার করিতে হয় — অমর কেহ হইতে পারে না। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সহিত মনীষীবৃন্দের মৃত্যুর পার্থক্য থাকে যথেষ্ট। সাধারণ শ্রেণীর স্থান পূরণ যত সহজে হয়, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধানে তাঁর শূন্যপদ তত সহজে পূরণ হইতে পারে না — মরহুম মাওলানা সাহেবের এন্তেকালে আমরা সেই সত্যটা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেছি।

পশচাত্যের উদ্দাম ভোগ বিলাস সমৃদ্ধ নগ্নসভ্যতার উত্তাল তরঙ্গ , প্রাচ্যের মানবতা তথা তাহাদের প্রাণশক্তিকে যে ভাবে আলোড়িত করিয়া উৎকেন্দ্রিক ও সবদিক দিয়া বিপদ সঙ্কুল করিয়া ফেলিতেছে,

তাহার গতিরোধ করিতে গেলে, একমাত্র ইসলামের স্বভাবজাত বৈপ্লবিক আন্দোলনের একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ জাতির ধর্ম্মীয় ভিত্তিমূলকে একান্ত ভাবে মজবুত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রথম ধর্মীয় সাধনার ভিতর দিয়া জাতিকে সুদৃঢ় করিতে হইবে ইহাই একমাত্র পন্থা। বলা বাহুল্য, ইহা নূতন কথা নহে ; প্রথম মানব ও প্রথম নবী হজরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া এযুগের সত্যকার আলেমদের সাধনার ইতিহাস যিনি জানেন, তাঁহার নিকট ইহা নূতন বা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে না। ওলামায়ে হাক্কানী — সত্যকার আলেম যাঁরা সমূহ বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া এই দুর্গম অথচ আল্লার মনোনীত পথকে তাঁরা বরণ করিয়া লইয়াছেন। মরহুম মাওলানা সাহেব সেই পথেরই একজন যোগ্য পথিক ছিলেন। তিনি জীবন সংগ্রামের প্রথম প্রভাতে এই পথকেই সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন, হাদিছ, ফেকাহ, ইত্যাদি মজহাবী জ্ঞানে তিনি অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁর সেই অর্জ্জিত জ্ঞানরাজি মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল তিনি বিরামহীনভাবে উহা লেখনী ও যুগান্তকারী বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গলা ও আসামের সর্ব্বত্র প্রচার ও প্রসার করিয়া গিয়াছেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মরহুম মাওঃ সাহেবের পাষাণ ভেদী অথচ কোমলতা পূর্ণ কোরআন, হদীছ সমন্বিত ওয়াজ নছিহতে সংখ্যাতিত ঈমানহারা হইয়াছে, নাস্তিকের মস্তিষ্কে আস্তিক্যবাদ চিরতরে স্থান পাইয়াছে এবং বহু অধার্ম্মিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া মোসলমান হইবার যোগ্যতা আর্জ্জন করিয়াছে।

মরহুম মাওলানা সাহেবের জীবন সংগ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল — তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরোধী। তিনি প্রথম হইতেই যাহা

ধর্ম্মতঃ অন্যায় বলিয়া জানিতেন এবং যে পথ ও মত পবিত্র কোরআন হাদীছ মোতাবেক ভ্রান্ত বুঝিতেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। যেখানে যে স্তরে ইসলামের সর্ব্বসন্মত ধর্ম্মীয় মতবাদের বিরদ্ধে কোন দল মাথা তুলিয়াছে, সেই খানেই তিনি অভিযান চালাইয়াছিলেন এবং বিপক্ষের সহিত মোকাবিলা করিয়াক জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে চিনি চিরজীবনই ন্যায়ের পক্ষপাতী এবং অন্যায়ের বিপক্ষে ছিলেন। ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্ম-চর্চ্চায় প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিয়া থাকিলেও সমাজের অন্যান্য সমস্যার প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না। বাঙ্গলার বিরাট 'ওলামা সমাজকে তিনি একত্রিত ও সঙ্গবদ্ধ করিয়া ইসলামের সংগ্রামমুখর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদ্গিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার 'ছবক' দিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণরাজির সমাবেশে মরহুম মাওলানা সাহেব বাঙ্গলা-আসামের সমগ্র মোসলমান সমাজের যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজের উপর যেরূপভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা অন্যের পক্ষে একান্ত দুর্লভ। আমরা মরহুম হজরত মাওলানা সাহেবের (রহঃ) আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিয়া তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ, (বেদকাশী, খুলনা) 'মোসলে'ম পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেবের মহা-প্রয়াণে

বাঙ্গলা মায়ের কৃতী ছেলে শূন্য করি মায়ের কোল,

দূর সাগরের পারে গেছে বঙ্গে তুলি কান্না রোল।
কোন্ অজানা ঝঞ্ঝাবাতে নিব্‌লো উজল দীন মশলা,
কার মায়াতে হইল সে আজ মানব চোখের অন্তরাল ;
নীল গগনের শ্বেত চাঁদিমা আজ হ'য়েছে রাহুর গ্রাস
ঝাপ দিল মার কোল থেকে সেই ছিন্ন করি বাহুর পাশ;
ঝড় ঝটিকার নৃত্য লীলায় উপড়ে প'লো তরুর মূল,
কোন্ তপনের তাপে ঝ'রে পড়লো ফোটা বস্‌রা-গুল;
কোন্ জোয়ারের উথলে ওঠা দুকুল ছাপা জোর বানে,
পারের তরী ডুবে গেছে ইছামতীর মাঝখানে ;
অঙ্গহারা পঙ্গু আজি বঙ্গবাসী মোসলমান,
কোন্ সাহসীর বজ্রাঘাতে খস্‌লো তাদের শিরস্ত্রাণ;
কার ডাকে আজ উড়ে গেছে বঙ্গবাগের বুলবুলি ;
শান পাথরে ঠুক্‌ছে মাথা হোসেনহারা দুলদুলি ;
হাবিল শোকে কেঁদেছিল আদম হাওয়া দম্পতি,
দুধের শিশু হারিয়ে কাঁদে শহরবানু হায় সতী ;
আর সকিনা কেঁদেছিল কাসেম বিনা প্রেমরাগে,
সিরাজ শোকে লুৎফা যেমন কেঁদেছিল খোশবাগে,
সোহরাব গলে ছুরি হেনে রোস্তম কেঁদে যায় গ'লে,
আজ কাঁদিছে বাঙ্গলা তেমন 'রুহল আমিন' কই ব'লে;
শত্রুদিগের অত্যাচার আর বুক পাতিয়া কেই লবে,
মনিহারা ফণীর পারা পাগল মোসলামন সবে ;
শূন্য আসন পূর্ণ হবে কেইবা এমন কার দ্বারা,
নীল আকাশের কোল থেকে ওই খসে গেছে শুকতারা;
অমৃত নিঃস্যন্দী বাণী শুনবো যে আর কার কাছে,

এমন সাধু যাও সাধু বেহেশ্‌তপুরে তোমায় নিতে হুরবালা,
দাঁড়িয়ে আছে পথের পরে হাতে নিয়ে ফুলমালা।

শোকাচ্ছাস

এ, কে, মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ছাহেব, বেদকাশী (খুলনা) 'ছুন্নত-অল-জামায়াত' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

বঙ্গ বাগের গুল বাগিচায়
ফুটেছিল বস্‌রা গুল
চারিদিকে সৌরভে তার
গুণ গুনিল ভোমরা কুল।
ফুল কেন হায় ফুটেছিল।
নিত্য নতুন গৌরবে,
নূতন হাওয়া বহায়ে দিল
তার সমুধুর সৌরভে
কোন্ দেশের কোন্ বুলবুলিরে
বশিরহাটের ফুলবনে।
চিত্ত-কুসুম জয় করিয়ে
উড়ে গেল কার সনে !
কোন্ অজানার পারে গেছে
ওরে বনের বুলবুলি,
ফাঁকি দিয়ে লুকাইল
'নাই' বলে আজ সুর তুলি।
বাংলা-আসাম উদ্ধারিতে
বদ্ধ পরিকর হ'য়ে

উল্কা বেগে ছুটে ছিলে
বিশ্ব প্রভুর নাম ল'য়ে।
জবান তোমার শিরিণ ছিল
কণ্ঠে ছিল মধুর বাণী
তোমায় দেখে পালিয়ে যেত
দুষমণেরা হার মানি'।
তওহীদ বাণী প্রচারিতে
ছিল মুক্তা তরবারী
দীনের নিশান উড়াইলে
বিজয় বাণী ঝঙ্গারী।
তোমা হেন বাগ্মী পুরুষ
কে আছে আর বাঙ্গলাতে,
শত্রুদিগের অত্যাচার আর
কে পারিবে সামলাতে ?
শূন্য পরে পূর্ণ শশী
হাসতেছিল আ্সমানে
আবার কেন পড়'ল খ'সে
কার ইশারায় কোনখানে ?
বঙ্গ আসাম আঁধার হো'ল
ডুবে গেল হায় রবি,
কোন্ ভরসায় থাক্‌ব মোরা
সেই গীতি আজ গায় কবি।
রুহুল আমিন কোথায় গেল
হায় দুনিয়া সব ফাঁকি

কোন নিঠুরের ইঙ্গিত পেয়ে
উড়ে গেছে প্রাণ পাখী
সারা ভুবন খুঁজে যদি
পাওয়া যেত সে চাঁদ মুখ,
লক্ষ জীবন থাক্‌লে দিতাম
নাই করিতাম বিন্দু দুখ।
যাও তুমি হে ধন্য তাপস
বেহেশ্‌তের ঐ উদ্যানে,
বারেক দেখা দিও তুমি
রোজ হাসরের ময়দানে।

মোঃ আতাউর রহমান, আক্কেলপুরী, 'ছুন্নত-অল-জামায়াত' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

মাওলানা রুহল আমিন প্রয়াণে

মধ্য আকাশে সহসা সূর্য্য রাহুগ্রাসে প'ড়ে কাঁদে,
কোন বিরহীর অশ্রু-জলদ ঢাকিল পূর্ণ চাঁদে ?
গ্রহ-তারা সব নিভে গেছে যেন নিশ্চল ম্রিয়মান।
মেঘ নাই তবু বজ্র আঘাতে ধরণী, সে খান খান।
বাতাস আজিকে মাতাল হয়েছে, উঠেছে ব্যাথার ঝড়।
চন্দ্রের প্রেম তোলেনি সাগরে জোয়ারের কলস্বর
ওগো মাওলানা ছুফী মোত্তাকি বাংলার প্রিয় পীর।
তোমার বিয়োগ পাষাণ বাংলা ফেলেছে নয়ন নীর।
মোদের সমাজে তোমার উদয় সেই মহা দুর্দ্দিনে,
মুসলিম যবে শের্ক-বেদয়াতে মত্ত-ভুলিয়া দীনে।

মসজিদে আর ওঠেনা আজান — দরগায় নাহি বাতি
ইসলাম বুঝি ডুবে যায়, বুঝি ডোবে মুসলিম জাতি।
অধঃপতিত সমাজে তখন তুমিই মেলিলে আঁখি,
সুবে-সাদেকের বার্ত্তাবাহক ফের দ্বারে দ্বারে ডাকি।
তুমি জ্বালাইলে আঁধার বঙ্গে ধর্ম্মনীতির বাতি,
তোমার ধর্ম্ম জ্ঞানের আলোকে কাটিল তিমির বাতি।
তোমারই ডাকে বঙ্গ-আসামের নীরব গোরস্থান
নব সমারোহে জাগিয়া উঠেছে লয়ে জাগ্রত প্রাণ।
আধুনিকতার নামে সমাজে জাগিল যে সব পাপ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা নামে শয়তানি অভিশাপ।
তুমি তার বুকে হেনেছো আঘাত হে ছুফী দুঃসাহসী,
বিপদ ব্যথায় প্রতিকুলতায় ছাড়েনি দীনের রাশি।
ওগো নির্ভীক সমাজ সেবক দীনের নিশান বাহী,
আজ দুনিয়ায় তোমার মতন ছুফী মাওলানা চাহি।
জগতের বুকে চেপেছে আজিকে দুর্নীতি-পাপ শিলা,
দীনহীন এই সমাজের পাশে হানি আজ কোন হিলা।
আঁধার দেশের পল্লীর কোণে কে জ্বালায়ে দীন নূর,
কার কাছে শুনি' কোরানের বাণী দিল হবে ভরপুর।
যেদিকে তাকাই নিবিড় আঁধার হৃদয় নিরাশা কালো,
তোমার বিয়োগে হৃদয় শূন্য — কিছু নাহি লাগে ভালো।
সারাদেশ আজ মোনাজাত করে, ফেলিছে নয়ন নীর,
তুমি দোয়া করো, মোরা যেন পাই তোমার মতন পীর।

হজরত মাওলানা রুহল আমিন ছাহেবের সংক্ষিপ্ত
কীর্ত্তিময় জীবনীর আভাষ

বা গম খারে রুহল আমিন

মাটির কবরে আজি কেন শুয়ে র'লে
বল ওগো পীর বল কোন অভিমানে?
এতিম তনয় তব কাঁদিয়া আকুল
ফিরে চাও ফিরে চাও তার মুখ পানে।
লক্ষ মুরিদ আজি দরশন আশায়,
দাঁড়িয়ে রয়েছে তব অপেক্ষায়।
নিরখি বেদনায় কবর পানে —
কি জানি কি ভরসায় ফোকারে তকবীর।

— কে, এম, মোকছেদ

গম খাবে রুহল আমিন

উহঃ ! কি নিদারুণ শোক, গুমরিয়া ওঠে
ভেদিয়া অন্তর তল ; — সে শুধু তোমারি নাম
রুহল আমিন। রুহল আমিন !!
নাশিয়া তিমির, উষার দুয়ারে জ্বালালে প্রদীপ শিখা;
জ্ঞানের মিনার চুড়ে; সকলের আগে হাঁকিলে আজান,
— তুমি হে মোয়াজ্জিন !
রুহল আমিন। রুহল আমিন !!
যেই মহাদানে করিয়াছ ঋণী
হে মহান তপঃ মহাজন ! নারিবে সুধিতে তাহা
বিশ্বের জ্ঞানী কুল; না ভুলিবে নাম কেয়ামত তক
মুছলিম নর নারী —। হে হাদিয়ে জামান মোজাহেদ বীর।
বাংলার উজ্জ্বল রবি ! মানবের স্মৃতি পটে —

উজ্জ্বল হ'য়ে র'বে তব নাম সোনার কালিতে লেখা
রুহুল আমিন! রুহুল আমিন !!
হে নয়া জামানার নয়া খালেদ ! তোমারি শিক্ষায়
জেহাদের সাজে পরিয়াছে মুছলিম ! হে মহান নেতা !
কোথায় আজিকে তুমি? লক্ষ তরুণের —
মর্ম্মভেদ হাহাকার; গগন পবন মাতিয়া মাতম
ধ্বনিতেছে অনিবার! ছাড় অভিমান!
ক্ষমাকরি ভুল ত্রুটি, মোদের দুয়ারে পুনঃ
— ফিরিয়া এসো খালেদ।
—মুছলিম জাহান মাঝে ছিল তুমি দীনের সুরুজ
হে মহান জ্ঞানী মহাজন! জেগেছিল সারা
বাংলার বুকে উঠেছিল শিহরণ। নিখিল বিশ্ব
মাতিয়া উঠিল বাণীর পরশে তবে হে কর্ম্মবীর —
তাপস মহান! এনে দিলে তুমি মোছলমানের
নির্জ্জীব দেহে প্রাণ। পে'ল ফিরে তারা আছলি ছুরাৎ
সাত্যের সন্ধান। উল্কা বেগে ছুটে এলো দি'ল
নারায়ে তক্‌বির! হানি পদাঘাত কৌলিন্যের শিরে
চমকজাগালে পীর, অধমের প্রাণে —
মহতের আশা — তুমি হে জেহাদী বীর।
যে সত্য রক্ষিতে তুমি স্বার্থকে দিলে বলি,
হে সত্য সেবক রুহুল আমিন !
সারা দুনিয়ার বিবাদ চুকিত তাঁহারি তীব্র ঘাতে
পেত পাকিস্তান মুছলিম জাহান বিভেদ যাইত ভুলে।
সাম্যবাদের বিজয় নেশান উড়িত ভারত বুকে।

নেতার যোগ্য নেতা যে তুমি তোমার অভাবে হায়।
কাঁদিয়া আকুল সারা দুনিয়া দুঃসহ বেদনায়।
বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে ছিল বেদয়াতের আখড়া
কে করিল তার মূল উৎপাটন জানো কি গো তোমরা?
শত বাহাছের জেহাদ বিজয় করিয়াছিল কোন বীর?
কার নাম স্মরি দুনিয়া অধীর ঝরে পড়ে আঁখিনীর
সুধাওনা কেন জগতের কাছে নাম কি সে বিজয়ীর।
কোটি কোটি মুখে দিবে সে জওয়াব —
রুহুল অমিন ! রুহুল আমিন !!
তোমারি গরবে গৌরব রাঙ্গা বাংলার মোসলেমিন।
মা'রেফাতের বাদশাহ্ তুমি শরিয়াতের ওস্তাদ্।
তরিকাতের শির কামেল ওয়াকিফহাল্ আল্ হাকিকাত।
গোপন শত্রুদলে —
মশি কলমের তীব্র জেহাদে ধ্বংস করিয়া দিলে।
স্বাশ্বতঃ তোমার বাণীর ঘায়ে বাতেল বেদয়াতী দলঃ
নতশিরে তারা সত্যের পথে ধীরে ধীরে এলো চলে।
চারি মজহাবের বিভেদ ভাঙিয়া করাইলে কোলাকুলি।
ঈমান হইয়া শিখাইলে তুমি একই জেহাদী বুলি।
হায় ও রুহুল আমিন।
তুমি নাই তাই তোমারি সাথে তব নীতি গেছে চলি।
দিকে দিকে আজি সাম্প্রদায়িক অনল উঠিছে জ্বলি।
সকলের প্রিয় মানব তুমি ছিলে দুনিয়ার বুকে।
বিভেদ করিয়া দেশের মানবে দেখ নাই ভিন চোখে।
ভুলে গেছে তারা দীর্ঘ অভাবে.তব সুমহান শিক্ষা।

দেয় নাই কেহ তোমার বাদে মানবের প্রেমে দীক্ষা।
তোমার অভাবে দীর্ঘদিনের হিংসার কুঁড়ি পুনঃ।
জেন্দা হয়েছে মানবের বুকে পাপ আলোড়নে ঘনঃ।
তব সম ওয়ায়েজ —
হয় নাই কেহ বাংলা ভারতে, নহে শুধু প্রবাদ ঃ
মক্কা ও মদিনায় তোমার ওয়াজের গৌরবি খ্যাতি।
আজিও হাজিরা গায়। আজিও কাঁদে মদিনার ধুলি।
রুহল আমিন। রুহল আমিন ।।
বাঙ্গালী হাজির কদম চুমি ঈদ-উল-আজহায়।
জগত আজি স্তব্ধ নিথর বাক নাহি সরে মুখে।
হে পিতঃ রুহল আমিন।
তব বিরহে শোক শেল বুঝি বিধিয়াছে তার বুকে।
আজি ও অভাব দিনে
স্মরিলে তোঁমার কীর্ত্তি গাঁথা ধারা বহে নয়নে।
হে অমর, হে বাংলার খালেদ। ছাড় অভিমান।
ক্ষমা করো ভুল, ধরো অশি বার বার;
কাফেরের দেশে উঠুক গরজি মুসলিম হুঙ্কার।
ভারতের বুকে কষ্ঠি পাথর ছিলে তুমি হে আমিন।
হে শামছুল উলামা বরহাক নায়েবী নবী।
তব পদাঘাতে মিথ্যা ও কপট হীন ছিল চির দিন।
সারা জীবনের সাধনা পুণ্যে হে মহান তাপসী।
শত লেখকের কল্পনা ধারা শোধন করিলে হায়।
মিথ্যা যা ছিল সত্যের বেশে দূর ক'রে দিল তায়।
হে সত্য সেবক মহা মানব।

না চিনে তোমায় ভ্রান্তির বশে যে ভুল করেছি হায়।
সেই অনুতাপ অনলে এবে দহিতেছি নিরবধি।
অঝোরে ছরিছে শোকের ধারা দুঃসহ বেদনায়।
হে মহান তাপস। তোমার স্বরূপ পড়েনিকো ধরা
মানবের পাপ চোখে। তাই সে ভ্রান্ত মানব —
করেছিল তব শেকায়েত সাময়িক ভ্রান্তিতে।
হে বরহাক্ আল্লার অলি। তোমার কর্ম্মের মাঝে
যেইরূপ ছিল প্রচ্ছুন্ন গোপন, অতীব মহান তাহা।
ধরিতে পারেনি সহজে। তোমার সে নূরানী ছবি,
ঢাঁকা ছিল সেকোয়ায়। যথা কন্টকে —
গোলাপ-কুসুম ঘেরা থাকে বাগিচায়।
সত্যে অটল থাকি রক্ষিলে পীরের বাণী
হে বীর। সত্য সেবক পীর ভক্ত রুহল আমিন।
তাই কি গো তব অপরাধ? রক্ষিতে পীরের সত্য —
স্বেচ্ছায় করিলে বরণ, তুলে নিলে মস্তকে তব
কলঙ্ক কন্টক এমন।
হে মোজাহেদ বীর স্বার্থত্যাগী রুহল আমিন।
কর নাই আহা উহুঃ, দাও নাই জওয়াব ইহার।
হে ধৈর্য্যশীল পীর ভক্ত তাপসী। টলে নাই
ঈমান তব লক্ষ্য বিভীষিকায়। একধারে
স্বার্থ ও যশঃ সম্মান খ্যাতি রাখি, শহিদ হইলে
পীরের সত্য ধর্ম্মের মাঝে রাখি।
ছালাম জানায় কদমে তোমার নতশিরে শয়তান।
হার মেনে ধৈর্য্যেতে তব খালেদের সম্মান।

হে নায়েবে নবী আলেমে হাক্কানী।
যে ভুল বিশ্বাসে লিখেছিল কবি তব শেকায়েত
"এজহারে আনোয়ার" সে কলঙ্ক আজি —
ফুল হ'য়ে ঝরে কবরের পাদপ্রান্তে তোমার।
হে অগ্নি পরীক্ষা জয়ী মৌন তাপস।
রদ করি সেই শেকায়েত আজি এ বিরহ কবি
দহি অনুতাপ অনলে, বদলাতে তার লিখিল ইহাই
বেদনার নীরে ভাসি। মাফ করি অপরাধ —
লহ লহ বীর কদনে তোমার তুচ্ছ এ উপহার
'রদ্দে এজ্হারে আনোয়ার'। হে আল্লার মকবুল।
পাপি তাপিরে বুঝাইতে বুঝি কোরানের পুতঃ বাণী।
এসেছিলে হেথা পথ ভুলে কিগো বেহেস্তের বুল বুল।
মোদের এ ভ্রান্তি অপরাধে,বুঝিবা করিয়া অভিমান।
লুকাইছিলে দুনিয়ার আড়ে, ত্যাগিয়া মমতা সবার।
ফিরে এসো। ফিরে এসো। হে মহান তাপস।
বাংলার ওস্তাদ। আর না করিব অপরাধ,
আর না দোষিব তোমায় ভ্রান্তির বশে কভু।
হে মুফতিয়ে-বাংঙ্গলা। তোমার স্বরূপ ধরা
পড়িয়াছে তবে বিরহ ভাম্ কষাঘাতে।
কাঁদিতেছে নর-নারী যত, না দেখি লিখনী তোমার,
না শুনিয়া মধু বাণী তব। তোমার কবর পাশে
মাতম উঠিছে রহি রহি। মুর্খ বিদ্বান জ্ঞানী;
সকলেই করে হাহাকার; সকলেরি চোখ ভরা পানি

কুলিনা কুলিনের ব্যাভিচারে পাপে বঙ্গীয় মুসলিম।
জাহান্নামের অতল তলে ডুবিতেছে দিন দিন।
আলেম বলিয়া যাহারা খ্যাত প্রায় তারা সকলেই।
এ মহা পাতকের আদর্শ গুরু কুলিনের জাত সেই।
হেন কালে তুমি হইলে উদয় যথা ভানু নিদাঘের
হে পিতাঃ রুহল আমিন। ঘৃনু কৌলিন্যের বুকে।
হানি পদাঘাত, তাড়াইলে ইসলামের গণ্ডি বাহির।
কৌলিন্য বংশের দাবী করিত যাহারা এত কাল।
চুন ও কালিমা পলো সে সবার মুখে।
অকুলিন নামে যাহারা সমাজে পড়িছিল এক কাল
ছুটিল তাহারা ধুলি মাটি ঝেড়ে রুহল আমিন।
রুহল আমিন।। ভ্রাতৃত্বের মন ছবি তুমি —
ফুটাইলে ভাই। জাতির দরদে কাঁদিতে এমন
কাহাকেও দেখি নাই। ভেদিয়া আঁধার
এসেছিল তুমি হে নুরের চেরাগ রওশন জমির।
বেহেস্তের পথ বাহি এ পাপ পঙ্কিল ধরা বুকে।
তুমি ছিলে জাতির গৌরব কীরিট দীনের সুরুজ।
মারেফাতে পূর্ণ শশধর। হাদিয়ে মহা পণ্ডিত।
এলমের দরিয়া, মোজাহেদ বীর অমর।
হায় ও দরদী পীর। তুমি নাই আজ সে কথা
ভাবিতে মন-প্রাণ ওঠে কাঁদি। ওরে ও নিঠুর
সমন। হায়। কি করিলি তুই।
কোথায় ছাপালি পিতাকে আমার এতিম

করিয়া মোদের, ভাসাইয়া শোক সিন্ধু নীরে।
চলে গেছে মোদের দীনের রাখাল। বল।
বল ওরে ও নিঠুর সমন। কোথা গেলে পাব তারে।
হায়রে দুর্ভাগ্য কওম। তোমাদের মাঝে ছিল।
এই যে মহান মানব তাপসী রুহুল আমিন।
বেহেস্তের জ্যোতীসম উজ্জ্বল নূরের বাতি।
হায় ! নিভে গেছে ! নিভে গেছে ! সে দীনের
চেরাগ? অন্ধকার করিয়া ভূবন। মুছে দিয়ে
মমতা সবার, ত্যাগিয়া ভাই-বন্ধু-পুত্র পরিজন।
কে আছে ওগো দুনিয়ার বুকে জেন্দা দরদী তার !
ছুটে এসো! ছুটে এসো! হেরো ও নিভৃত কোণে
বসিয়া রয়েছে বিভোর প্রেমে এলাহির?
ঝরিতেছে ধারা নয়নের। দুলিতেছে বুকখানি
রহি রহি। কাঞ্চন মনি পাথরের জরীত
নূরানী কীরিট, মস্তক পরে শোভে ঐ।
ফাঁকি দিয়ে উড়ে গেছে এস্‌লামের জেন্দা
পরান, বেহেস্তের কুঙ্কুম বাগিচায়! শুধুই
পড়িয়া আছে সুরভি তাহার এ পাপ-পঙ্কিল দুনিয়ায়।
বুক ভরা শোক, স্মৃতি নিয়ে ঐ মাদ্রাছা আমিনিয়া
অনাথ এতিম সম, রয়েছে দাঁড়ায়ে হীন কাঙালের
বেশে ঐ! এতিম সন্তান যথা রহে দাঁড়াইয়া।
হারাইয়া স্নেহময় পিতাকে তাহার। শোক দুঃখে
ম্লান মুখ ক'রে অবনত, যাচে ভয়ে সঙ্কোচে

করুণা সবার। কাঙ্গাল এতিম আজি —
ব্যাথাতুর আমিনিয়া, বুকে ধরি হুজুরের স্মৃতি
সমুদয়। হে রো ঐ চেয়ে আছে ঈছালে ছওয়াব পানে
সজল নয়ন তুলি, হারা বেদনায়। আহারে
দরদী পীর ! হে অমর রুহল আমিন।
ভালবাসা মমতায়, মন প্রাণ বাঁধি সবাকার।
ফাঁকি দিয়ে পালাইলে, কোন্ সে গোপন পথে?
সপিয়া মোদের হাতে মাদ্রাসা আমিনিয়া — আর
এ ঈছালে ছওয়াব। বল ! বল ! হে কর্ম্মবীর
তাপস মহান ! পারিব কি রহিতে মোরা —
— হেন গুরু ভার !

— কে, এম, মোকছেদ্

মুনশী মোঃ মোবারক আলি ছাহেব, টাকী, সৈয়দপুর, ২৪ পঃ
'মোসলেম' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ—

বিয়োগ - ব্যাথা

তপনিষ্ঠ কর্ম্মবীর — উন্নত করিয়া শির,
রেখে ছিলে আলো করি
এ বঙ্গ কুঠির দ্বার।
তোমারই অবসানে, কি বিষাদের প্লাবনে,
বহাইলে দিবা নিশি
তব ভক্ত অশ্রু ধার।
এ জনম ধন্য করি, এনেছিলে সঙ্গে করি —

এ বঙ্গ কুঠির দ্বারে
তব মৃত্যু হীন প্রাণ
জীবন অন্তিম কালে, ভাষায়ে আখির জলে,
তাই বুঝি দিয়ে গেলে —
প্রেম, প্রীতি প্রতিদান।
তোমায় বিয়োগে হায়, কত অশ্রু বয়ে যায়,
হায় হায় ! শোক ধ্বনি
এ'বে দিগন্ত ব্যাপিয়া।
বিলাপ বিষাদ কত, মন মুখে অবিরত
শিষ্য ভক্ত প্রাণে আজি
উঠিছে যে জাগিয়া।
শত কোটী ভক্ত প্রাণ করিলে জীবন দান
তুষিতে ব্যথিতে প্রাণ
আসিবে না'ক ফিরিয়া।
বঙ্গ ভূমি করি ধন্য হইয়া দেশ বরেণ্য,
সৰ্ব্ব স্থান করি শূন্য
গেলে চলি অনন্ত ধাম।
তোমারে যাবনা ভুলে রেখে গেছ পথ খুলে,
অনুস্মরি তাই মোরা
পুরাইব মনস্কাম।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

✡ কেতাব পাইবার ঠিকানা ✡

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং- মাওলানাবাগ ✱ পোঃ বশিরহাট ✱ জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা

মোবাইল- ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামুল মুছান্নিফিন, সুলতানুল, ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত. মনাহিছু, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহ্‌ফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ- ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

✱ পথ নির্দেশ ✱

বাসযোগে ঃ কলকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাটগামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন. ১৮ বাস যোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ীঙ্গ (শোনপুকুরধার)।

ট্রেনযোগে- শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।